রাসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর নামায ও মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা

চিত্রসহ

সম্পাদনায়

মুহাম্মদ নূর উল্‌লাহ আযাদ এম. এম.

ভূতপূর্ব অনুবাদক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

সহ সম্পাদনায়

মোঃ নোমান হোসাইন চৌধুরী

পরিবেশনায়

সোলেমানিয়া বুক হাউস

৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন এবং ইসলামকে আমাদের জন্য জীবন বিধান রূপে মনোনীত করেছেন। সর্বোপরি আখেরী রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মত করে আমাদেরকে সম্মানীত করেছেন।

ইসলাম আল্লাহ্র মনোনীত জীবন-বিধান। এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণের মাঝেই মানবকুলের ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি নিহিত রয়েছে।

আল্লাহ পাক একমাত্র তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর মু'মিনের শ্রেষ্ঠ ইবাদত হল নামায। অধিকাংশ মুসলমানই নামাযের পূর্ণাঙ্গ মাসায়েল, আদায় করার সঠিক পদ্ধতি ইদ্যাদি সম্পর্কে অনেকটা অজ্ঞ।

এ বিষয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন পুস্তকাদি রচিত হয়েছে, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হতে থাকবে। এতদসত্ত্বেও পাঠককুলের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার দিকটি বিবেচনা করে আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে **"রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায ও মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা [চিত্রসহ]"** নামক বইখানা আপনাদের হাতে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছি।

এর সর্বাঙ্গিন সুন্দরের সকল চেষ্টাই করা হয়েছে। তার পরেও ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। গ্রন্থখানায় পরিবেশিত আলোচ্য-বিষয়ে ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করলে ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন ও পরিমার্জনের ওয়াদা করছি।

গ্রন্থখানা পাঠে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সামান্যতম উপকৃত হলেও আমাদের শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। আল্লাহ্ তায়ালা এ বই প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইহকালীন সাফল্য ও পরকালীন মুক্তি দিন। আমীন।

সূচিপত্র

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামায

ঈমান আমল ও আখলাক

✧ ঈমান ও আমলের সম্পর্ক

হযরত তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ্ রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একজন নজদ্‌বাসী লোক এলোমেলো কেশে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে পৌছল (এবং ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বলতে লাগল)। আমরা তার ফিস্‌ফিস্ শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। এমন কি সে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অতি নিকট এসে পৌছল। (তখন অনুধাবন করতে পারলাম) সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করছে—(ইসলাম কি)?

হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ (১) দিনে-রাতে পাঁচবার নামায আদায় করা। সাহাবা বলল, এছাড়া আর কোন নামায আমার উপর (ফরয) আছে কিনা? রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর করলেন, না তবে যদি তুমি স্বেচ্ছায় (নফল) নামায আদায় করতে চাও আদায় করতে পার। অতঃপর রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আর (২) রমযান মাসের রোযা রাখা। সে বলল, এছাড়া আমার উপর আর কোন রোযা (ফরয) আছে কিনা? রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন; না, তবে যদি স্বেচ্ছায় (নফল) রোযা রাখ রাখতে পার।

❑ হযরত তালহা রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, এভাবে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে যাকাতের কথাও বললেন। সে ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইহা ব্যতীত আমার উপর আর কোন দেয় যাকাত আছে কিনা? রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন; না, কিন্তু যদি স্বেচ্ছায় (নফল) দান কর।

❑ হযরত তালহা রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, অতঃপর সে এই বলতে বলতে চলে গেল 'আল্লাহ্র কসম! এর উপর আমি কিছু বেশীও করব না এবং এর চেয়ে কমও করব না।' (একথা শুনে) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন; লোকটি সাফল্য লাভ করল, যদি সে সত্য বলে থাকে। (সম্ভবতঃ তখনও হজ্জ ফরয হয়নি)। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ। এখানে মিশকাত শরীফ থেকে গৃহীত)

✧ **ঈমান ও আমল দুই বন্ধু—**

জনৈক বুজুরগানে কেরাম বলেছেন, ঈমান ও আমল দুই বন্ধু—একের অভাবে অপরের দ্বারা কোন উপকার হয় না। (সগির)

✧ **ঈমান ও আমল সম্পর্কে দশটি মূল্যবান উপদেশ—**

হযরত মায়ায রাদিআল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দশটা জিনিসের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি তোমাকে হত্যা করা হয় এবং পোড়ান হয় তবুও তুমি আল্লাহ্ পাকের সাথে কোন কিছু শরীক করবে না। যদি তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পত্তি ছেড়ে বের হয়ে যেতে বলা হয় তবুও কখনো তোমার পিতামাতার অবাধ্যতা করবে না। কখনো ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করবে না। কেননা যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ফরয নামায ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করে তার জন্য আল্লাহ্র কোন যিম্মাদারী থাকেন না। কখনো শরাব পান করবে না, কেননা শরাব সকল অশ্লীল কাজের মূল। গুনাহ্ থেকে সাবধান! কেননা, গুনাহ্র কারণে আল্লাহ্র ক্রোধ নাযিল হয়। মানুষ তোমাকে হালাক করলেও জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করবে না। যদি তুমি কোন লোকজনের সাথে থাক এবং তাদের মধ্যে মহামারী দেখা দেয় তাহলে দৃঢ়পদে থাকবে। তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করবে, তাদেরকে আদব শিখানোর ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা করবে না এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে। (মুসনাদে আহমদ ও মা'আরিফুল হাদীস)

✧ **ঈমান পরিপূর্ণ করার পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ আমল—**

হযরত আবু হুরায়রা রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি একবার রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, এমন কেউ আছে কি? যে এ বিষয়গুলো আমল করবে অথবা কমপক্ষে অন্য আমলকারীকে বলে দিবে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি উপস্থিত আছি। অতঃপর তিনি আমার হাত ধরে এই পাঁচটি বিষয় বর্ণনা করলেন ঃ

১. যে হারাম বিষয়াদি থেকে দূরে থাকে, সে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারী বান্দাদের মধ্যে গণ্য হবে।

২. আল্লাহ্ তায়ালা তোমার তকদীরে যা লিখে দিয়েছেন, তাতে সন্তুষ্ট থাক। এতে করে তুমি আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাহ্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

৩. তোমার প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার কর। এতে তুমি মু'মিন হয়ে যাবে।

৪. নিজের জন্য যা কামনা কর, অপরের জন্যেও তাই পছন্দ কর। এভাবে তুমি পূর্ণ মুসলমান হয়ে যাবে।

৫. কখনও অট্টহাসিতে ফেটে পড়ো না। কেননা, অট্টহাসি অন্তরকে মৃত করে দেয়। (মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, তরজুমানুস সুন্নাহ)

✧ **ঈমান আনার সাথে আমল করার উপদেশ—**

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের এক প্রতিনিধিদল যখন রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে পৌঁছল। রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোন্ কওমের লোক? অথবা কোন্ গোত্রের প্রতিনিধিদল? (এই সন্দেহ রাবীর)। তারা জবাব দিলেন, আমরা 'রাবীআ' গোত্রের লোক। হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের গোত্রকে মোবারকবাদ অথবা (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,) তোমাদের প্রতিনিধিদলকে অপমানবিহীন ও অনুতাপবিহীন মোবারকবাদ। অতঃপর প্রতিনিধিদল রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মাহে হারাম ব্যতীত অন্য মাসে আমরা আপনার নিকট আসতে পারি না। কেননা, আমাদের ও আপনার মধ্যবর্তীস্থলে এই কাফের মুযার গোত্র অন্তরায়স্বরূপ রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে এমন একটি পরিষ্কার নির্দেশ দান করুন যা আমরা আমাদের অপর লোকদেরকে গিয়ে বলতে পারি এবং যা দ্বারা আমরা (সোজা) জান্নাতে চলে যেতে পারি। তারা পানীয় (অর্থাৎ, পান-পাত্র) সম্পর্কেও জিজ্ঞেস করল।

❑ মহানবী রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চারটি ব্যাপারে আদেশ করলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন। (প্রথমে) তাদের এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনতে আদেশ করলেন এবং বললেন; তোমরা জান কি এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা কি? তারা উত্তর করল আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই অধিকতর জ্ঞাত। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ

❑ আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্র রাসূল—এই ঘোষণা করা, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং রমযান মাসের রোযা রাখা। এছাড়া গনীমতের (জেহাদলব্ধ মালের) 'খুমুস' এক-পঞ্চমাংশ (ইমামের নিকট জমা) দেয়া।

❑ অতঃপর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে চারটি শরাবপাত্রের ব্যবহার নিষেধ করলেন—হান্তম, দুব্বা, নকীর ও মোযাফ্ফাত। আর বললেন, এ সকল কথা স্মরণ রাখবে এবং তোমাদের অপর লোকদেরকে বলবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

✧ **ঈমান ও আমলের বাই'আত —**

হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি কিছু সংখ্যক লোকের সাথে মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বাই'আত করলাম। তিনি (রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করলেন, আমি এ মর্মে তোমাদের বাই'আত গ্রহণ করছি যে, তোমরা আল্লাহর সাথে শরীক কাউকেও করবে না, চুরি করবে না, সন্তানদের হত্যা করবে না। কোন অপবাদ অর্থাৎ হাত ও পায়ের মাঝে অবস্থিত স্থান (যৌনাঙ্গ) সম্পর্কে কোন অপবাদ সৃষ্টি করবে না এবং কোন নেক কাজে আমার অবাধ্য হবে না।

❑ তোমাদের মধ্যে যারা এসব সঠিক পালন করবে আল্লাহ পাকের কাছে তার পুরস্কার নির্ধারিত রয়েছে। আর যারা এগুলো লংঘন করে গুনাহে লিপ্ত হবে, তাদের যদি দুনিয়াতে এ ব্যাপারে শাস্তি প্রদান করা হয় তা হলে তা তার গুনাহ্র 'কাফফারা' হয়ে যাবে এবং সে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে।

❑ তবে আল্লাহ্ পাক যদি কারো গুনাহ্র কাজ গোপন রেখে থাকেন তাহলে তা হবে আল্লাহ্ পাকের এখতিয়ারভুক্ত। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দেবেন। কিংবা ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন। (সহীহ বুখারী। হাদীস নম্বর ৬৯৫০)।

✧ **ঈমান ও পারস্পরিক ভালবাসা—**

হযরত আবু হুরায়রা রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা বেহেশতে যেতে পারবে না যতক্ষণ না তোমরা ঈমানদার হবে। আর তোমরা পুরোপুরি ঈমানদার হতে পার না, যতক্ষণ না তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বললেন আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলব না, যে অনুযায়ী তোমরা কাজ করলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হবে? এবং তা এই যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচলন খুব বেশী করে কর এবং তা একেবারে সাধারণ করে তোল। (মুসলিম)

✧ **ঈমান ও চরিত্র—**

হযরত আবু হুরায়রা রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণ ঈমানদার সেই ব্যক্তি যার নৈতিক চরিত্র তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। (আবু দাউদ ও দারেমী)

আমল ও আখলাক সুন্দর ও সুসজ্জিত করার সাধনা খুবই কঠিন এবং এই কঠিন কাজে যে যতটুকু অগ্রসর তার ঈমান ততটুকু মজবুত ও পরিপূর্ণ।

❑ ঈমানদার ব্যক্তির উত্তম চরিত্রের হাতিয়ার ছাড়া শয়তান ও তার বাহিনীর অবিরাম আক্রমণ ও উস্কানি থেকে নিজেকে হেফাজত করা খুবই কঠিন। আখেরাতের হিসেবগৃহে অবশ্যই আল্লাহ পাককে যাবতীয় কাজের হিসেব দিতে হবে এবং সকল অবস্থায় তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তাই মু'মিন ব্যক্তির প্রত্যেক পদক্ষেপ ধীর-স্থির ও সুন্দর হয়।

❑ আল্লাহ্ পাকের বান্দহদের নফসের তায্কীয়া বা তালিম ও তরবিয়াতের মাধ্যমে তাদের আখলাক সুন্দর করার জন্য আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। ঈমান ও আখলাক এক সূতার দু'টি প্রান্ত।

❑ যাঁর ঈমান পূর্ণ হবে, তাঁর আখলাকও ভাল হবে। যাঁর আখলাক যত ভাল হবে তিনি তত পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হবেন।

❑ এ দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেই আলোচ্য হাদীসে হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণ ঈমানদার হলো যারা উত্তম আখলাকের অধিকারী। (মা'আরিফুল হাদীস)

✧ **ঈমান ও নমনীয়তা—**

আমর বিন আবাসা রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঈমান কি? জবাবে তিনি বললেন, "সবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং ছালামাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান।"

✧ **ঈমানের স্বাদ গ্রহণকারীর চরিত্র—**

হযতর আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সে-ই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহকে রব-প্রতিপালক, ইসলামকে দ্বীন-ধর্ম এবং মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসেবে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট রয়েছে। (মুসলিম শরীফ)

✧ **ঈমানের পতাকা বহনকারীর পরিচয়—**

হযরত সালমান ফারেছী রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই মর্মে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে ফজরের নামাযের দিকে গেল সে ঈমানের পতাকা বহন করে নিয়ে গেল। আর যে ভোরে (নামায না পড়ে) বাজারের দিকে গেল সে শয়তানের পতাকা বহন করে নিয়ে গেল। (ইবনু মাজাহ্। এখানে মিশকাত শরীফ থেকে গৃহীত)

✧ **ক্ষমা করা ঈমানের বৈশিষ্ট্য—**

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিইয়াল্লাহ তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, হযরত মূসা বিন

ইমরান আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে জিজ্ঞেস করছিলেন, ইয়া রব! আপনার বান্দাদের মধ্যে কোন বান্দা আপনার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত। আল্লাহ পাক বললেন, যে ক্ষমতা লাভ করার পর মাফ করে দেয়। (বায়হাকী ঃ শুয়াবুল ঈমান)

✧ পরিবার পরিজনের প্রতি ভাল আচরণ করা ঈমানের প্রতীক—

হযরত আনাস রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত আবদুল্লাহ রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন, আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, মাখলুক আল্লাহ্র পরিবার। সুতরাং আল্লাহ্ পাক তামাম মাখলুকের মধ্যে তাকে অধিক মহব্বত করেন যে তার পরিবার-পরিজনের প্রতি ভাল আচরণ করে। (বায়হাকী, শুআবুল ঈমান)

ব্যাখ্যা ঃ পরিবার-পরিজনের প্রতি যে ব্যক্তি উত্তম আচরণ করে আল্লাহ্ পাক তাকে তামাম সৃষ্টির মধ্যে অধিক মহব্বত করেন। পরিবারের প্রতি উত্তম আচরণের অর্থ হল তাদের প্রতি কর্কশ ব্যবহার না করা, দয়া ও রহম প্রদর্শন করা, তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা, তাদেরকে ভাল চরিত্র ও ভাল আমল শিক্ষা দান করা এবং আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে তাদেরকে সঠিক ধারণা প্রদান করা।

ঈমান ও লজ্জা একে অপরের সম্পুরক

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এরশাদ করেন, লজ্জা এবং ঈমান পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যখন এর কোন একটিকে উঠিয়ে নেয়া হয় তখন অপরটিকেও উঠিয়ে নেয়া হয়। (বায়হাকী)

উল্লেখ্য হায়া (লজ্জা শরম) মু'মিনীনদের একটি বিশেষ গুণ। বিশ্বের যে সব জাতি আম্বিয়ায়ে কেরামদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত কেবল তারাই হায়া নামক মহা সম্পদ থেকে বঞ্চিত। তাদের ঈমানের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যার লজ্জা নেই তার ঈমান থাকাটাও অবান্তর। বেপর্দা এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয়াদি ইহুদী নাসারাদের দ্বারাই আবিষ্কৃত। মুসলিম সমাজের কিছু নামধারী লোকজন নারীদেরকে পর্দাহীনার প্রতি উৎসাহিত করেছে, যা কখনো ঈমানদারের কাজ হতে পারে না।। হুযুরে পাক (দঃ)-এরশাদ করেন ঃ

إِنَّمَا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِي فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ ـ (رواه البخارى)

উচ্চারণ ঃ ইন্নামা আদরাকান্নাসু কালামিন্নুবুওঁওয়াতিল উলা ইযা লাম তাসতাহয়ী ফাসনা'মা শি'তা। (বুখারী)

অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীদের থেকে একটি কথা পরম্পরায় চলে এসেছে, তা হল ; যখন তোমার লজ্জা থাকবে না তখন তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা একটি কথা প্রমাণিত যার মধ্যে বুঝা যাচ্ছে, যে, লজ্জা নবীদের বিশেষ গুণ ছিল যা তাঁরা মানুষদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। আজকের দুনিয়ার প্রায় সব মানুষই পূর্ববর্তী কোননা কোন নবীদের অনুসারী হিসেবে দাবী করে আসছে। যদি একথা সত্যই হয়ে থাকে তবে তারা নির্লজ্জতাকে কিভাবে গ্রহণ করছে ? প্রকৃত প্রস্তাবে তারা কেবল মৌখিক দাবীদার। শিরক বিদয়াত ও ইহজগতের যত পাপাচার রয়েছে তার সবই তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তাদের এ মিথ্যারোপ সকল নবীর ব্যক্তিত্বের উপর একটি প্রচণ্ড আঘাত। নিম্নে আরও একটি হাদীস উল্লেখ করছি ;

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِيْنَ : اَلْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ . (رواه البخارى)

উচ্চারণ ঃ আরবাউন মিন সুনানিল মুরসালীন, আলহাইয়ায়ু ওয়াত্তায়াতুরু ওয়াসসিইয়াকু ওয়ান্নিকাহু।

অর্থাৎ রাসূলদের সুন্নতের মধ্যে চারটি জিনিস (গুরুত্বপূর্ণ) লজ্জা করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা, বিবাহ করা। (বুখারী)

হযরত নবী আলাইহিস সালামগণ আল্লাহ পাকের নিকটতম বান্দা, হায়া লজ্জা ছিল তাদের বিশেষ গুণ, যা শালীণতা বজায় রেখে তাঁরা চলতেন। তাঁদের উম্মতদেরকে তারা তাই শিখিয়েছেন। আজকে যারা সভ্যতার দাবীদার হয়ে মানুষকে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনা শিক্ষা দিচ্ছে তারা কখনোই আল্লাহ পাকের নিকটতম হতে পারে না। বরং তারা ইবলিসের নিকটতম।

✧ ঈমান ও ঈমানদারের পরিচয়—

হযরত আবু সায়ীদ রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হচ্ছে খুঁটির সাথে (রশি দ্বারা বাঁধা) ঘোড়া, যা চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত খুঁটির দিকেই ঘুরে আসে। অনুরূপভাবে ঈমানদার ব্যক্তিরাও ভুল করে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ঈমানের দিকেই ফিরে আসে। অতএব তোমরা মুত্তাকী লোকদের তোমাদের খাদ্য খাওয়াও এবং ঈমানদার লোকদের সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার কর। (বায়হাকী)

মহানবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র মাধুর্য

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিহি রুটি (চাপাতি) কখনও খাননি।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লৌকিকতার প্রয়োজনেও ছোট প্লেটে খাবার খেতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময়ই নিরব থাকতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা বলার সময় এত সুস্পষ্টভাবে বলতেন যাতে শ্রবণকারী সহজেই বুঝে নিতে পারে।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তব্য এত দীর্ঘ করতেন না যাতে শ্রোতা বিরক্ত হয়ে যায় এবং এত সংক্ষিপ্ত করতেন না যাতে কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা, কাজে ও লেনদেনে কঠোরতা অবলম্বন করতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নম্রতাকে পছন্দ করতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট কোন আগত ব্যক্তিকে অবহেলা করতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো কথার মাঝে বিঘ্নতার সৃষ্টি করতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীয়ত বিরোধী কোন আলাপ আলোচনা হলে তা থেকে বিরত রাখতেন অথবা সেখান হতে নিজে উঠে যেতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ পাকের প্রতিটি নিয়ামতকে খুবই কদর করতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামখাদ্য দ্রব্যের দোষ ধরতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন চাইলে খানা খেতেন নতুবা বাদ দিতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াদারী কোন কাজের অনিষ্ঠ হলে, অর্থাৎ কেউ কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেললে বা নষ্ট করে ফেললে তাতে তিনি রাগ করতেন না। তবে কোন কাজ ইসলামের পরিপন্থী হলে তাতে তিনি খুবই রাগান্বিত হতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ব্যক্তিগত কারণে অন্যের প্রতি রাগ করতেন না বা কারোর থেকে প্রতিশোধ নিতেন না।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলে শুধু নিজ পবিত্র মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুবই লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। কখনো জোরে খিলখিল করে হাসতেন না। বরং তার মোবারক মুখে শোভা পেত একটু মুচকি হাসি।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার সাথে মিলে মিশে থাকতেন। (অর্থাৎ নিজের আমিরত্ব বজায় রেখে চলতেন না) বরং মাঝে মাঝে হাসি তামাসাও করতেন। কিন্তু তাঁর কৌতুকের মধ্যেও সত্য কথাই বলতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে এত লম্বা ক্বিয়াম করতেন যে, তাঁর কদম মুবারক ফুলে যেত। নামাযের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াত করার সময় তাঁর সিনা মুবারক থেকে হাড়ির ঢাকনা খোলার মত এক ধরনের মৃদ আওয়াজ হতো। আল্লাহ পাকের ভয়েই তাঁর এমন অবস্থা হতো।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মেজাজ এত বিনয়ী ছিল যে, তিনি তাঁর উম্মতদেরকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, "তোমরা আমার সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কথা বলবে না।"

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন দরিদ্র অথবা বৃদ্ধ লোক কথা বলতে চাইলে তাঁর কথা শুনার জন্য তিনি রাস্তার এক পাশে দাঁড়াতেন অথবা বসে যেতেন এবং কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার সেবা করতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হতেন তখন বলতেন—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ.

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'মাতিহী তুতিমুছ্ ছালিহাতি।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন অপছন্দনীয় কোন অবস্থার সম্মুখীন হতেন তখন বলতেন- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ ۔

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লাহি আ'লা কুল্লি হালিন।

অর্থ ঃ সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করছি।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখন মৌসুমের কোন নতুন ফল পেশ করা হতো, সে ফল তখনই খাওয়ার উপযুক্ত হলে তিনি তা প্রথমে চোখের সাথে, অতঃপর উভয় ঠোঁটের সাথে লাগায়ে বলতেন-

اَللّٰهُمَّ كَمَا اَرَيْتَنَا اَوَّلَهُ فَاَرِنَا اٰخِرَهُ ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা কামা আরাইতানা আওঁওয়ালাহু ফাআরিনা আখিরাহু।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! আপনি যেমন এ ফলের শুরু দেখিয়েছেন তেমনি শেষও দেখান। এরপর তাঁর কাছে যে সব শিশু থাকতো তাদেরকে সে ফল দিয়ে দিতেন। (ইবনে আলসেনী)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাথায় তেল দিতেন তখন বাম হাতের তালুতে তেল নিয়ে প্রথমে চোখের ভ্রু যুগলে তারপর চক্ষুদ্বয়ে ও শেষে মাথায় লাগাতেন। (সিরাজী, আযিযী)

❒ অনুরূপভাবে দাঁড়িয়ে তেল লাগাতে হলে প্রথমে চোখে অতঃপর দাঁড়িয়ে লাগতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সুগন্ধি তেল পেশ করা হলে প্রথমে তিনি তাঁর ভিতর আঙ্গুল ডুবিয়ে যেখানে ব্যবহারের প্রয়োজন হত আঙ্গুল দিয়েই লাগাতেন।

❒ সৈন্যদের বিদায় দেয়ার সময় মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য এ দোয়া করতেন।

اِسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَاَمَانَتَكُمْ ۔ وَخَوَا تِيْمَ اَعْمَالِكُمْ (ابوداؤد)

উচ্চারণ ঃ ইসতাওদিউল্লাহা দীনাকুম ওয়া আমানাতাকুম ওয়া ওয়াখাওয়া তীমা আ'মালুকুম।

অতএব, কাউকে বিদায় দেয়ার সময় উপরোক্ত দোয়া পাঠ করা উচিত।

❒ ঝড়-তুফান প্রবাহিত হলে মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দুয়া করতেন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ وَمِنْ شَرِّ مَا اَرْسَلْتَ فِيْهَا (طبرانى)

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা ওয়া মিন শাররিমা আরসালতা ফীহা।

অর্থ ঃ আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সেই বস্তুর অনিষ্ঠতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা এ বায়ু ও মেঘমালার সাথে আগমন করে থাকে। (তিবরানী)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিবার বর্গের মধ্য থেকে কেউ মিথ্যা বলেছে একথা জানতে পারলে তিনি তার প্রতি দুঃখিত ও অসন্তুষ্ট থাকতেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাওবা করে নিত। তওবা করে নিলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় খুশী হয়ে যেতেন। (আহ্মদ)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দুশ্চিন্তায় পতিত হলে দাড়ি মোবারক হাতে নিয়ে দেখতে থাকতেন। (সিরাজী)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বর্ণনায় আছে চিন্তা ও দুঃখের সময় তিনি দাড়ি মোবারকে হাত বুলাতে থাকতেন। কোন কঠিন বিষয়ের সম্মুখীন হলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন ঃ সুবহানাল্লাহিল আ'জীম।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো সম্পর্কে কোন খারাপ বিষয়ে অবগত হলে তিনি এভাবে বলতেন না যে, অমুকের কি হল যে, সে এমন কাজ করল বরং তিনি এরূপ বলতেন যে, মানুষের কি হয়ে গেছে যে, তারা এমন কাজ করে।

❒ শীতকালে মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুময়ার রাত হতে ঘরের অভ্যন্তরে শয়ন করতে শুরু করতেন এবং গরমকালে জুময়ার রাত হতেই বাইরে শয়ন করতে শুরু করতেন।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নতুন কাপড় পরিধান করতেন তখন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করতেন অর্থাৎ আল্হাম্দুলিল্লাহ্ অথবা অনুরূপ কোন শোকর গুজারীর শব্দ বলতেন এবং দু'রাকয়াত শোকরানা-নামায আদায় করে পুরাতন কাপড় কোন অভাব গ্রস্তকে দিয়ে দিতেন। (ইবনে আসকীর)

❒ অধিক হাসি এলে মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখের উপর হাত রাখতেন।

❒ যখন মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মজলিসে বসতেন এবং বক্তব্য রাখতেন এবং সেখান থেকে উঠার ইচ্ছা করতেন তখন দশ থেকে পনেরবার ইস্তেগফার পাঠ করতেন।

এক রেওয়ায়েতে নিম্নের এ এস্তেগফারটির কথাও উল্লেখ রয়েছে ঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আসতাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা-ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইঈয়ূল কাইয়্যূম ওয়া আতুবু ইলাইহি।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বসে কথা বলতেন তখন তির্যক দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকাতেন। (আবু দাউদ)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের বৈচিত্রকে দেখে কুদরতে ইলাহীতে নিমজ্জিত হতেন। যখন কোন কঠিন কাজের সম্মুখীন হতেন তখন নফল নামায আদায় করতেন। এ আমল দ্বারা প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, ইহকাল, পরকালের ফায়দা হয় এবং পেরেশানি দূরীভূত হয়। (আবু দাউদ)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর পবিত্র বিবিদের কাছে থাকতেন তখন অত্যন্ত নম্রতা আন্তরিকতার সাথে অবস্থান করতেন এবং ভালভাবে হাসি খুশীর গল্প করতেন। (ইবনে আসাকীর)

❒ যখন মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন রুগীকে দেখতে যেতেন তাকে একথা বলতেন। (বোখারী)

لَابَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْشَاءَ اللّٰهُ ـ (بخارى)

উচ্চারণ ঃ লা-আবাসা ত্বাহুরান ইনশাআল্লাহু।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দোয়া করতেন তখন আগে নিজের জন্য এবং পরে অন্যের জন্য দোয়া করতেন। (তিরবানী)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যখন কোন পেরেশানী বা ভয় হত তখন এ দোয়া পাঠ করতেন। (নাসাঈ)

اَللّٰهُ اَللّٰهُ رَبِّىْ لَآاُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا ـ (نسائ)

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আল্লাহু রাব্বী লা-আশরিকু বিহী শাইয়ান।

মহানবী রাসূল (সাঃ)-এর বিভিন্ন সুন্নতসমূহ

❒ রোগীর সেবা যত্ন করা। (তিরমিযী)

❒ ক্ষতিকর বস্তু বা বিষয় হতে দূরে থাকা। (তিরমিযী)

❒ রোগীকে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বেশী পিড়াপিড়ী না করা। (মেশকাত)

❒ শরীয়ত বিরোধী তাবীজ, ঝাঁড়ফুঁক ও টোটকা ব্যবহার না করা। (মেশকাত)

❒ ঘরে মেহ্মান এলে তাকে খেদমত ও সম্মান করা। (মেশকাত)

❒ কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে মেহমানদারী না করলেও সে যখন তার বাড়ীতে আসে তখন তার মেহমানদারী করা। (তিরমিযী)

❒ মেহমানের বিদায় বেলা তাকে অন্ততঃ বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া। (ইবনে মাজাহ্)

❒ প্রতিবেশীকে কোন প্রকার কষ্ট না দেয়া। তার সাথে সুন্দর ভাষায় কথা বলা নতুবা নিরবতার সাথে সহানুভূতি ও দয়া প্রদর্শন করা। (বুখারী মুসলিম)

❒ নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়া। (বোখারী)

❒ জুময়ার নামায ও দুই ঈদের নামায আদায় করার পূর্বে গোসল করা। নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি যাওয়া। সেখানে দুনিয়াবী কথা না বলা। প্রথম কাতারে ইমামের পিছনে বসা। পূর্ব থেকে কোন লোক বসা থাকলে তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে না যাওয়া। দুই ব্যক্তি যারা পাশাপাশি বসে আছে, তাদেরকে পৃথক না করা। খুৎবা পাঠ করার সময় নিরব থেকে খুৎবা শ্রবণ করা। জুময়ার ফরজের পূর্বে চার রাকয়াত এবং ফরজ নামাযের পর চার রাকয়াত তারপর দু'রাকয়াত সুন্নত নামায আদায় করা। (তারগীব)

❒ কোন মুসলমানের সাথে সাক্ষাত হলে তাকে সালাম করা এবং সালামের উত্তরে ওয়া আলাইকুমুস সালাম বলা, হাঁচি এলে আলহামদুলিল্লাহ বলা এবং হাঁচির উত্তরে "ইয়ার হামুকাল্লাহ" বলা ওয়াজিব। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে দেখতে যাওয়া। মৃত্যু ব্যক্তির দাফনে শরীক হওয়া। কেউ দাওয়াত করলে তার দাওয়াতকে শরীয়তের ওজর ব্যতীত প্রত্যাখ্যান না করা। আমানত ঠিকভাবে আদায় করা ও ওয়াদা পূরণ করা। কোন আত্মীয়-স্বজন খারাব ব্যবহার করলে তার সাথে ভাল ব্যবহার করা। ছোটদের প্রতি রহ্ম করা। বড়দেরকে সম্মান করা। প্রতিবেশীর সাথে এহ্সান করা। বিধর্মীদের উঠাবসা ও চালচলন ছেড়ে দিয়ে ইসলামের বিধান অনুযায়ী চলা। রাগকে হজম করা। মুসলমানকে হাত ও যবানের অনিষ্ঠ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। মসিবতের সময় ছবর করা। গানের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া। (তারগীব ও তারহীব)

❒ আহলে বাইত আজওয়াজে মুতাহ্হারাত (মহানবী (দঃ)-এর পরিবারবর্গ) সাহাবায়ে কেরামদের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা রাখা। (তিরমিযী)

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা। (তিরমিযী)

❒ দোয়ার আগে ও পরে দরূদ শরীফ পাঠ করা (মিশকাত)

❒ কৌতুক পূর্ণ কথাবার্তা বলা, তবে কৌতুকের ভিতর সততা বজায় রাখা। (নশরুত্তিব)

❒ নিজের সময়ের কিছু সময় আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য, কিছু সময় পরিবার পরিজনের হক আদায়ের জন্য (যেমন তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলা) এবং এক অংশ শারীরিক বিশ্রামের জন্য নির্ধারণ করা।

❒ দ্বীনের কথা শুনে অন্য মুসলমানের নিকট তা পৌঁছে দেয়া।

❒ অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ বর্জন করা উদার প্রাণ ও চরিত্রবান লোকদের সাথে মেলামেলা করা।

❒ নিজ সঙ্গী সাথীদের অবস্থা খবরা খবর নেয়া।

❒ ভাল কথা শুনলে উত্তমরূপে তা গ্রহণ করা এবং মন্দ কথা বর্জন করা।

❒ প্রত্যেক কাজ সুষ্ঠু সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করা।

❒ কোন গোত্রের গণ্যমান্য ব্যক্তির দেখা হলে তাকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করা। মজলিসে আল্লাহ্ তায়ালার যিকিরের সাথে উঠা বসা করা। প্রত্যেক মজলিসে যে কোন সময়ে অন্তত একবার দরূদ শরীফ পাঠ করা।

❒ মজলিসের ভিতর যেখানেই জায়গা পাওয়া যায় সেখানে বসে যাওয়া।

❒ কোন ব্যক্তি যেখানে বসেছে—কোন উপায়ে তাকে সেখান হতে সরিয়ে দিয়ে নিজে সেখানে না বসা।

❒ প্রতিটি কথার জবাব কোমলতার সাথে দেয়া।

❒ শিশুর বয়স সাত বছর হলে তাকে নামায এবং ইসলামের অন্যান্য কাজের আদেশ করা।

❒ সন্তানের দশ বছর বয়স হলে তাকে শাস্তি দিয়ে নামায পড়ানো। (নশরুত্তীব)

✧ **মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য—**

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিবৃত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তাআ'লা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ـ

উচ্চারণ ঃ ওয়ামা খালাক্বতুল জিন্না ওয়াল ইন্‌সা ইল্লা লিয়া'বুদূন।

অর্থাৎ, আমি জ্বিন এবং মানব জাতিকে আমার ইবাদাত ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য সৃষ্টি করি নাই।

এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআ'লার মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য তারা আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব এবং একত্ববাদে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে সদা-সর্বদা তাঁর ইবাদতে মশগুল থাকবে। আর এ কারণেই আল্লাহ তাআ'লা মানব

জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়া'মত জ্ঞান দান করতঃ দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মাখলুক নামে ভূষিত করেছেন। এমতাবস্থায় মানুষ যদি তার কর্তব্যকার্যে অবহেলা প্রকাশ করে, তবে তার মত কৃতঘ্ন জীব আর কি হতে পারে ? যে সমস্ত কাজ করলে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হন সেগুলি করা এবং যে কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা থেকে বিরত থাকার নামই ইবাদাত। ইবাদাতের পূর্ব শর্ত হচ্ছে ঈমান। আর ঈমানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত হচ্ছে নামায।

কালেমাসমূহ

ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তি কিছু নির্দিষ্ট বাক্যের মাধ্যমে হইয়া থাকে। এই বাক্যগুলোকে পরিভাষায় কালেমা বলে। মৌখিক স্বীকারোক্তি আবার দুই ভাবে হইয়া থাকে। সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত। যে কালেমায় ঈমানের স্বীকৃত বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে উহাকে ঈমানে মুজমাল এবং যাহাতে বিস্তারিত ভাবে রহিয়াছে উহাকে ঈমানে মুফাসসাল বলে।

কালেমা ঈমানে মুজমাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আ-মানতু বিল্লাহি কামা হুওয়া বি-আসমায়িহী ওয়া সিফাতিহী ওয়া কাবিলতু জামীআ আহ্‌কামিহী ওয়া আরকানিহী।

অর্থ ঃ সর্ববিধ নাম ও গুণবিশিষ্ট আল্লাহর উপর ঈমান আনিলাম এবং তাঁহার আদেশ ও বিধানগুলি মানিয়া লইলাম।

কালেমা ঈমানে মুফাসসাল

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ـ

উচ্চারণ ঃ আ-মানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল্ আ-খিরি ওয়াল কাদরি খায়রিহী ওয়া শার্‌রিহী মিনাল্লা-হি তাআলা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাউত।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ ও তাঁহার ফেরেশতাগণ, কিতাবসকল, প্রেরিত রাসূলগণ, কেয়ামত, তাকদীরের ভালমন্দ এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ করার উপর ঈমান আনিলাম।

কালেমা তাইয়্যেব–(পবিত্র বাক্য)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۔

উচ্চারণ ঃ লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ ঃ আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত আর কেহই এবাদতের উপযুক্ত নাই, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষ।

কালেমা শাহাদাত– (সাক্ষ্য বাক্য)

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ۔

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ্ ব্যতীত কেহই উপাস্য নাই। তিনি এক। তাঁহার কোন অংশীদার নাই এবং আরও সাক্ষ্য দিতেছি, হযরত মুহাম্মদ (স) তাঁহার বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।

কালেমা তাওহীদ– (একত্ববাদ বাক্য)

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ وَاحِدًا لَّا ثَانِىَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা ওয়াহিদাল্ লা সানিয়া লাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ-হি ইমামুল মুত্তাকীনা রাসূলু রাব্বিল আলামীন।

অর্থ ঃ তুমি ভিন্ন এবাদতের যোগ্য কেহ নাই, তুমি অংশীদারবিহীন, এক অদ্বিতীয়। মুহাম্মদ (সাঃ) মোত্তাকীগণের ইমাম ও বিশ্বপালকের রাসূল।

কালেমা তামজীদ– (মহত্ত্ববোধক বাক্য)

لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ ۔

উচ্চারণ ঃ লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা নূরাইঁ ইয়াহদিয়াল্লা-হু লিনূরিহী মাইঁ ইয়াশাউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লা-হি ইমামুল মুরসালীনা খাতামুন নাবিয়্যীন।

অর্থ ঃ তুমি ব্যতীত কেহ এবাদতের উপযুক্ত নাই, তুমি জ্যোতির্ময় আল্লাহ্, তুমি যাহাকে ইচ্ছা নিজ জ্যোতি দ্বারা পথ দেখাইয়া থাক। মুহাম্মদ (সঃ) প্রেরিত পুরুষগণের ইমাম এবং শেষ নবী।

পবিত্রতা অর্জন করার বিধি-বিধান

✧ পায়খানা প্রস্রাবের পূর্বের ও পরের দোয়া—

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী রাসূলে করীম (দঃ) এরশাদ করেছেন, প্রস্রাব-পায়খানার এ সব স্থান নিকৃষ্ট ধরনের জীন-শয়তান ইত্যাদি থাকার জায়গা। অতএব তোমরা যখন পায়খানা-প্রস্রাবখানায় প্রবেশ করবে, তখন প্রথমেই এ দোয়া পড়বে, আমি সব খবীস ও খবীসানী হতে আল্লাহ্র নিকট পানাহ্ চাই। (আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ্)

✧ শৌচকার্যে কিবলাকে সামনে অথবা পেছনে রাখা নিষেধ—

হযরত নাফি ইব্নে ইসহাক (রাঃ) বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর সাহাবী হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ)-কে আমি মিসরে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম, আমি জানি না এই শৌচাগারগুলোকে কি করব। অথচ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি শৌচকার্যের জন্য যায় তবে কিবলাকে সামনেও করবে না এবং পিছনেও করবে না। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ শৌচকার্যে গমন করে কিবলাকে সামনে রাখা নিষেধ—

জনৈক আনসারী সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, শৌচকার্যের সময় কিবলাকে সামনে করে বসতে মহানবী রাসূলুল্লাহ্ (দঃ) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ মযী বের হওয়ার কারণে ওযু—

হযরত মিক্দাদ ইব্নে আস্ওয়াদ (রাঃ) হতে বর্ণিত। হযরত আলী ইব্ন আবি তালেব (রাঃ) হযরত মিক্দাদকে নির্দেশ দিলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট তাঁর পক্ষে প্রশ্ন করার জন্য। প্রশ্নটি হল এই-এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর নিকটে যাওয়ায় তার লিঙ্গাগ্রে মযী (তরল পদার্থ, শুক্র নয়) বের হয়েছে, সে ব্যক্তির প্রতি কি অযু ওয়াজিব হবে?

হযরত আলী (রাঃ) বললেন, মহানবী রাসূলুল্লাহু ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কন্যা যেহেতু আমার স্ত্রী সেহেতু তাঁকে এ ধরনের প্রশ্ন করতে আমি লজ্জাবোধ করি। মিক্দাদ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপরিউক্ত প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে সে নিজের লজ্জাস্থান পানি দ্বারা ধৌত করবে, তারপর নামাযের ওযূর ন্যায় ওযূ করবে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযু করা—

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে আবূ বকর ইব্‌নে মুহাম্মদ ইব্‌নে আমর ইব্‌নে হাযম (রাঃ) হতে বর্ণিত—তিনি হযরত উরওয়াহ্ ইব্‌নে যুবায়ের (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আমি মাওরয়ান ইব্‌নে হাকাম (রাঃ)-এর নিকট গেলাম, আমরা উভয়ে ওযূ কিসে ওয়াজিব হয় সে বিষয়ে আলোচনা করলাম।

মারওয়ান বললেন, জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করলে ওযূ করতে হবে। উরওয়াহ্ বললেন, আমিত ইহা জানি না। মারওয়ান বললেন, বুসরা বিন্‌তে সাফওয়ান (রাঃ) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করলে ওযূ করবে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ জানাবাত-এর গোসলের বর্ণনা (স্বপ্নদোষ বা স্ত্রী সহবাসে যে অপবিত্রতা আনে)—

উম্মুল-মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাবাত-এর গোসল করতেন, সর্বপ্রথম উভয় হাত ধৌত করতেন। অতঃপর নামাযের ওযূর মত ওযূ করতেন। তারপর আঙ্গুলসমূহ পানিতে প্রবেশ করাতেন, আঙ্গুল দ্বারা চুলের গোড়ায় খেলাল করতেন। অতঃপর উভয় হাত দিয়ে তিন আঁজলা পানি তাঁর শিরে ঢালতেন। অতঃপর সর্ব শরীরে পানি ঢালতেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ জুনুব ব্যক্তির ওযূ করা ঃ গোসলের পূর্বে নিদ্রা অথবা খাদ্য গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সমীপে হযরত উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রাঃ) উল্লেখ করলেন, রাতে তাঁর জানাবাত অর্থাৎ অপবিত্রতা হয় (স্বপ্নদোষ বা স্ত্রীসহবাসের দরুন)। মহানবী রসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি ওযূ কর এবং জননেন্দ্রিয় ধুয়ে ফেল, তারপর ঘুমাও। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ জুনুব ব্যক্তির জানাবাত স্মরণ না থাকার কারণে নামায আদায় করলে সে নামায পুনরায় আদায় করা এবং গোসল করা ও কাপড় ধৌত করা প্রসঙ্গে—

হযরত ইসমাঈল ইব্‌নে আবি হাকীম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আতা ইব্‌নে ইয়াসার (রাঃ) তাঁকে বলেছেন, কোন এক নামাযে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তকবীর বললেন। অতঃপর হাত দিয়ে তাঁদের (নামাযে শরীক

উপস্থিত সাহাবীদের) দিকে ইশারা করলেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান কর। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রস্থান করলেন। অতঃপর প্রত্যাবর্তন করলেন (এমন অবস্থায় যে), তাঁর (পবিত্র) দেহের উপর পানির আলামত বিদ্যমান ছিল। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে গোসল করা—

হযরত উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উম্মু-সুলায়ম বিনতে মিলহান (রাঃ) বললেন, স্ত্রীলোক স্বপ্নে দেখল যেমন (স্বপ্ন) দেখে থাকে পুরুষ, (সেই) স্ত্রীলোক গোসল করবে কি?

মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, হাঁ, সে গোসল করবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁকে (উম্মু-সুলায়মকে) বললেন, উঃ, তোমার সর্বনাশ হোক! স্ত্রীলোকও কি তা দেখে?

মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে (হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে) বললেন, 'তোমার ডান হস্ত ধূলি-ধূসরিত হোক।' (স্ত্রীলোকের তা না হলে) তবে (সন্তান-এর) সাদৃশ্য আসে কোথা হতে? অর্থাৎ সন্তান মায়ের মত হয় কিরূপে? (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী উম্মে-সালমা (রাঃ) বলেন, আবু-তাল্‌হা আনসারী (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মু-সুলায়ম মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্ হক কথা বলতে লজ্জা করেন না, স্ত্রীলোকের স্বপ্নদোষ হলে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে কি? হযরত বললেন, হাঁ, পানি দেখলে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ স্ত্রী ঋতুবতী থাকলে স্বামীর জন্য কতটুকু হালাল হবে—

হযরত রাবিয়া ইব্‌নে আবি আবদির রহমান (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এক চাদরে (আবৃত অবস্থায়) শায়িতা ছিলেন। তখন আয়েশা (রাঃ) তড়িঘড়ি করে উঠে পড়লেন।

মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তোমার কি ঘটেছে? সম্ভবতঃ তোমার নিফাস অর্থাৎ হায়েয হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ।

মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তুমি তোমার ইযার (পায়জামা বা তাহ্‌বনদ) শক্ত করে বাঁধ, তারপর তোমার বিছানায় প্রত্যাবর্তন কর। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ ঋতু সম্পর্কীয় হুকুম—

হযরত ইয়াহ্ইয়া (রাঃ) বলেন, হযরত মালিক (রাঃ) বলেছেন, উক্ত হুকুম আমাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত। মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর শির (মুবারক)-এ চিরুণী করতাম, অথচ তখন আমি ছিলাম ঋতুবতী। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ মহিলাদের ঋতু সম্পর্কীয় হুকুম—

হযরত আসমা বিন্তে আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করলেন, আমাদের মধ্যে একজনের কাপড়ে ঋতুস্রাবের রক্ত লাগলে সে কি করবে? মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের কোন স্ত্রীলোকের কাপড়ে হায়েযের রক্ত লাগলে তাকে খুঁচিয়ে পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলবে। অতঃপর সেই কাপড়ে নামায পড়বে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ মুস্তাহাযা প্রসঙ্গ—

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, ফাতিমা বিন্তে আবি হুবাইসা (রাঃ) বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি পবিত্র হই না (অর্থাৎ রক্তস্রাব বন্ধ হয় না)। আমি নামায পড়ব কি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তা একটি রোগ (শিরামাত্র), হায়েয নয়। তাই যখন হায়েয আরম্ভ হয় তখন নামায ছেড়ে দাও। হায়েযের (দিবসের) পরিমাণ দিন অতিবাহিত হলে তুমি তোমার রক্ত ধৌত কর, তারপর নামায পড়। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী হযরত উম্মে-সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে জনৈকা স্ত্রীলোকের (রক্তস্রাব বন্ধ হতো না), রক্ত প্রবাহিত হতো। তাঁর সম্পর্কে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রশ্ন করলেন। মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (রক্তস্রাব বন্ধ না হওয়ার) রোগে সে আক্রান্ত হয়েছে, সে রোগ হওয়ার পূর্বে তার কত দিন কত রাত প্রতি মাসে হায়েয আসত সে তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। মাসের সে কয় দিন ও রাতে নামায পড়বে না। অতঃপর সে কয়দিন অতিবাহিত হলে সে গোসল করবে, তারপর লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে বেঁধে নিবে, তারপর নামায পড়বে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ দুগ্ধপোষ্য বালকের প্রস্রাব সম্পর্কীয় হুকুম—

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত-তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে একটি শিশুকে আনা হল। সে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাপড়ের উপর প্রস্রাব করে দিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি তলব করলেন এবং প্রস্রাব লাগা কাপড়ের উপর পানি ঢেলে দিলেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা প্রসঙ্গে—

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে সাঈদ (রাঃ) বলেন, জনৈক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করল, সে প্রস্রাব করার উদ্দেশ্যে লজ্জাস্থান হতে (কাপড়) খুলল। লোকজন তাকে ধমকাতে লাগলেন, এতে লোকের স্বর উচ্চ হল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। তাঁরা সে লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। সে প্রস্রাব করল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েক ডোল পানি আনার নির্দেশ দিলেন। তারপর উক্ত স্থানে পানি ঢালা হল। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

পায়খানা প্রশ্রাবের সুন্নতসমূহের আলোচনা

❒ এস্তেনজার জন্য পানি ও ঢিলা দুই-ই নিয়ে যাওয়া। তিনটি ঢিলা অথবা পাথর ব্যবহার করা মুস্তাহাব (চারটি হলে ভাল হয়)। যদি আগে থেকেই ঢিলা পায়খানা বা প্রশ্রাবখানায় থাকে তবে ঢিলা নিয়ে যেতে হবে না।

❒ পানি নেয়ার সময় পানির পাত্রে হাত না ডুবানো। বরং আগে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করে পাত্রে হাত দেয়া।

❒ মহানবী রাসূলুল্লাহ (দঃ) যখন পায়খানা অথবা প্রশ্রাবখানায় যেতেন তখন জুতা পরিধান করে এবং মাথা ঢেকে যেতেন। (ইবনে সায়াদ)

❒ পায়খানা বা প্রশ্রাবখানায় প্রবেশ করার পূর্বে নিম্নের দুয়া পাঠ করা ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ ـ (ترمذى)

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িসি। (তিরমিযী)

অর্থ ঃ "মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীনের নামে, হাযাত পুরা করতে যাচ্ছি হে আল্লাহ! পুরুষ ও মহিলা জ্বীনের অনিষ্ট হতে আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

❒ পায়খানা বা প্রশ্রাবখানায় প্রবেশ করার সময় প্রথমে বাম পা রাখা।

❒ শরীরের নিচের দিকের কাপড় যতটুকু নীচু হয়ে খোলা যায় ততই উত্তম। (তিরমিযী, আবু দাউদ)

❒ আংটি অথবা কোন জিনিসের উপর যদি কুরআনের আয়াত অথবা মহানবী রাসূলুল্লাহ (দঃ)-এর পবিত্র নাম লেখা থাকে এবং দেখা যায় তবে তা বাইরে খুলে রেখে প্রসাব বা পায়খানায় যাওয়া। (নাসাঈ)

জ্ঞাতব্য ঃ পায়খানা হতে বের হয়ে এসে আবার সে আংটি পরে নেয়া। মোম দিয়ে আটকানো অথবা কাপড় দিয়ে সেলাই করা তাবীজ ব্যবহার করে প্রসাবখানা বা পায়খানায় যাওয়া জায়েয আছে।

❒ প্রশ্রাব/পায়খানা করার সময় ক্বিবলার দিকে মুখ অথবা পিঠ দিয়ে না বসা। উত্তর বা দক্ষিণ দিক হয়ে বসা অথবা ক্বিবলার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে একটু বাঁকা হয়ে বসা। (তিরমিযী)

❒ প্রসাব/পায়খানা করার সময় (একান্ত প্রয়োজন ছাড়া) কথা না বলা। এমনকি জিহ্বা দিয়েও আল্লাহর যিকির না করা।

❒ প্রশ্রাব/পায়খানা করার সময় অথবা পবিত্রতা অর্জন করার সময় লজ্জাস্থানে ডান হাত ব্যবহার না করা। বরং বাম হাত ব্যবহার করা। (বুখারী, মুসলিম)

❒ প্রশ্রাব পায়খানার ছিটা থেকে খুবই সতর্ক থাকা অবশ্য কর্তব্য। কারণ, বেশির ভাগ কবরের আযাব পেশাবের ছিটা থেকে সতর্ক না থাকার কারণেই হয়ে থাকে। (তিরমিযী)

❒ যেখানে প্রশ্রাবখানা অথবা পায়খানা নেই সেখানে এমন আড়ালে গিয়ে প্রশ্রাব বা পায়খানা করা যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে। (তিরমিযী)

❒ জঙ্গলে বা শহরের বাইরে খোলামাঠে প্রশ্রাব বা পায়খানার প্রয়োজন হলে এত দূরত্বে যাওয়া যেখানে কারো দৃষ্টি না পড়ে। (তিরমিযী)

❒ অথবা কোন নীচু জায়গায় চলে যাওয়া যেখানে কেউ দেখতে না পায়।

❒ প্রসাব করার সময় এমন নরম জমি বেছে নেয়া যাতে প্রশ্রাবের কণা ছিটে না উঠে এবং তা মাটিতে চুষে যায়। (তিরমিযী)

❒ প্রসাব করার সময় বসে প্রসাব করা, দাঁড়িয়ে প্রসাব না করা। (তিরমিযী)

❒ এস্তেনজার সময় প্রথমে ঢিলা ব্যবহার করে তারপর পানি ব্যবহার করা। (তিরমিযী)

❒ পায়খানা ঘর থেকে বের হবার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হওয়া। (তিরমিযী)

❒ পায়খানার ঘর হতে বের হওয়ার সময় নিম্নের দুয়া পাঠ করা ঃ

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

উচ্চারণ ঃ গুফরানাকা আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আযহাবা আন্নীল আযা ওয়া আফানী।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তোমার শাহী দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের যিনি আমার কষ্টকে দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে প্রশান্তি দান করেছেন।

❒ প্রশ্রাব করার পর পূর্ণ পবিত্রতার জন্য কুলুখের ব্যবহার করার সময় দেয়াল অথবা পর্দার আড়ালে দাঁড়ান কর্তব্য। (তিরমিযী)

অযুর বিবরণ

আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য শরীর পবিত্র করিতে শরীয়তের বিধানমত হস্ত, পদ এবং মুখমণ্ডল উত্তমরূপে ধৌত করাকে অযু বলে। কেয়ামতের দিন অযুর স্থানসমূহ উজ্জ্বল হইবে এবং তথা হইতে জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইবে। যে ব্যক্তি সব সময় অযু অবস্থায় থাকিবে, সেব্যক্তি নিশ্চয়ই শহীদ হইয়া মরিবে। নামাযের মূল অযু। অযু ছাড়া নামায হয় না। অযু তিন প্রকার ঃ

১। ফরয অযু। যথা– নামাযের জন্য অযু করা।

২। ওয়াজিব অযু। যথা– তাওয়াফ করিবার জন্য অযু করা।

৩। মোস্তাহাব অযু। যথা– মুখস্থ কোরআন তেলাওয়াতের জন্য অযু করা।

অযুর ফরয

অযুর ফরয চারিটি।– ১। অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে কনুইসহ দুই হস্ত ভালরূপে ধৌত করা।

২। কপালের উপরিভাগে চুলের উৎপত্তিস্থল হইতে থুতনির নিম্নদেশ এবং এক কর্ণমূল হইতে অপর কর্ণমূল পর্যন্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা।

৩। মস্তকের এক-চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা, অর্থাৎ মুছিয়া লওয়া।

৪। দুই পায়ের গিরার উপরিভাগ হইতে নিম্নের সমস্ত অংশটুকু উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলা।

যাহার দাড়ি ঘন, তাহার দাড়ির এক-চতুর্থাংশ মাসেহ্ করা ফরয। পাতলা দাড়ি হইলে ফরয নহে। অযুর নির্দিষ্ট স্থানগুলি একবার ধৌত করা ফরয এবং অবশিষ্ট দুইবার ধৌত করা সুন্নত।

ওযু করার সময়ের সুন্নতসমূহ

❒ ওজুর নিয়ত করা। যেমন, "আমি নামাযের জন্য যথোপযুক্ত পাক পবিত্র হওয়ার উদ্দেশ্যে ওযু করছি।"

❒ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলে ওযু আরম্ভ করা। কোন কোন বর্ণনায় ওযুর বিসমিল্লাহ্ এভাবে বর্ণিত আছে–

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ۔

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি ওয়াল হামদু লিল্লাহি আ'লা দীনিল ইসলাম।

❒ দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা।

❒ উত্তম রূপে মেসওয়াক করা।

❒ যদি মেসওয়াক না থাকে তবে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মাজা।

❒ তিনবার কুলি করা।

❒ তিনবার নাক পরিষ্কার করা।

❒ প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার করে ধৌত করা।

❒ মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় দাড়ি খিলাল করা।

❒ হাত পা ধৌত করার সময় হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা।

❒ একবার সমস্ত মাথা মাসেহ করা অথবা মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাছেহ করা।

❒ মাথা মাসেহ করার সাথে সাথে কর্ণদ্বয় মাসেহ করা, ওযুর অঙ্গসমূহ ধৌত করা, অন্য অঙ্গ শুকাবার পূর্বে পরবর্তী অঙ্গ ধৌত করা তাজীমের সাথে ওযু করা, প্রথমে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ ধৌত করা।

❒ ঘর থেকে ওযু করে নামাযের জন্য বের হওয়া। (বুখারী)

❒ কামেল তরীকায় ওযু করা। (পরিপূর্ণ সুন্নত তরীকায় ওযু করাই কামেল তরীক্বা) (মুসলিম)

❒ যখন শীত বা ঠাণ্ডা ইত্যাদির কারণে ওযু করতে মন না চায় তখনও সুন্দরভাবে ওযু করা। (তিরমিযী)

❒ ওযু করার পর কালিমা শাহাদাত পাঠ করা।

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদূ আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু।

❒ যে সময় ওযু করতে মন না চায় সে সময়েও খুব উত্তমরূপে ওযু করা।

❒ যে সময় নফল নামায আদায় করা মাকরূহ সে সময় ব্যতীত যখনই ওযু করা হয়, তার পরপরই দুই রাকয়াত তাহিয়্যাতুল ওযু নামায আদায় করে নেওয়া। (বুখারী ও মুসলিম)

অযুর নিয়ত

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِّلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى *

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ আতওয়াদ্দাআ লিরাফইল হাদাসি ওয়াস্তিবাহাতাল লিসসালাতি ওয়া তাকাররুবান ইলাল্লা-হি তাআরা।

অর্থ ঃ অপবিত্রতা দূর করার ও বিশুদ্ধভাবে নামায পড়া এবং মহান আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের জন্য অযু করিতেছি।

অযুর দোআ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَّالْكُفْرُ بَاطِلٌ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَّالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ۔

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীমি ওয়াল্হামদু লিল্লা-হি আলা দীনিল্ ইসলামি। আল–ইসলামু হাক্কুওঁ ওয়াল কুফরু বাতিলুন, আল–ইসলামু নূরুওঁ ওয়াল্কুফরু জুলুমাতুন।

অর্থ ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার নামে আরম্ভ করিতেছি। আল্লাহ্ তাআলার (প্রশংসাসহ) কৃতজ্ঞতা এহেতু যে, ইসলাম ধর্ম পাইয়াছি। ইসলাম ধর্ম সত্য এবং কুফরী মিথ্যা। ইসলাম জ্যোতিপূর্ণ, কুফরী অন্ধকারময়।

অযু ভঙ্গের কারণসমূহ

(১) বাহ্য বা প্রসাব দ্বার দিয়া কোন কিছু বাহির হইলে; (২) মুখ ভরিয়া বমি হইলে; (৩) চিৎ বা কাৎ হইয়া নিদ্রা গেলে; (৪) মাতাল হইলে; (৫) ক্ষতস্থান হইতে কীট, পোকা, রক্ত বা পুঁজ বাহির হইলে বা সূঁচবিদ্ধ হওয়াতে রক্ত গড়াইয়া পড়িলে; (৭) কোন বস্তুতে ঠেস দিয়া ঘুমাইলে ঐ বস্তুটি সরাইয়া লইলে যদি নিদ্রিত ব্যক্তি পড়িয়া যায়; (৮) জ্ঞানহারা হইলে (নামায পড়িতে পড়িতে নিদ্রায় জ্ঞানশূন্য হইলে নহে); (৯) বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি নামাযে উচ্চ স্বরে হাসিলে।

উযূ করার নিয়ম

বসার স্থান

মাসআলা ঃ পবিত্র স্থানে কিবলামুখী হয়ে বসা মুস্তাহাব।

মাসআলা ঃ উঁচু জায়গায় বসে উযূ করা মুস্তাহাব। যাতে উযূর ব্যবহৃত পানি নীচে চলে যায়।
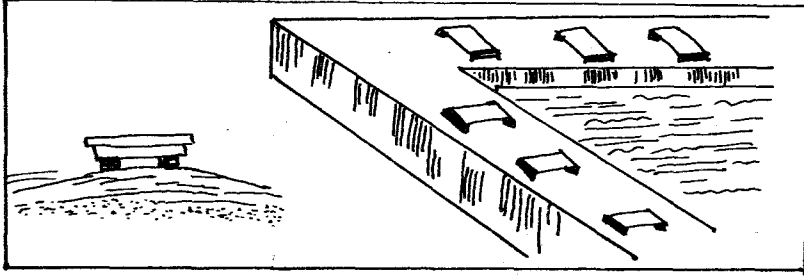
উযূর বসার যায়গা

পানির পাত্র রাখা

মাসআলা ঃ পানি ঢেলে নিতে হয়– এমন পাত্র হলে সে পাত্রটি বাম দিকে রাখা, আর পানি হাত দিয়ে তুলে নিতে হয়– এমন হলে পানি ডান দিকে থাকা মুস্তাহাব।
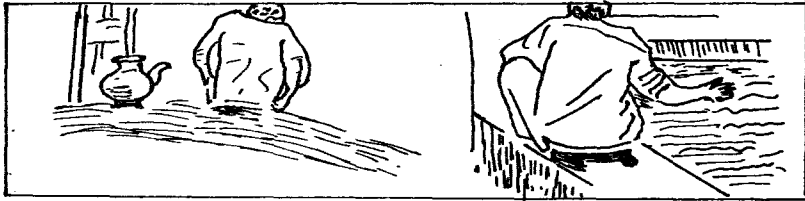
পানির পাত্রসহ বসার জায়গা

নিয়ত করা

মাসআলা ঃ নিয়ত করা সুন্নাত। নিয়ত মনের কাজ, মুখের কাজ নয়। মনে মনে নিয়ত করে নিয়তের শব্দগুলো মুখে উচ্চারণ করাকে মুস্তাহাব বলে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/২৪১)

আরবী নিয়ত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّاَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلَاةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাওয়াদ্দা'আ লিরাফই'ল হাদাসি ওয়াইসতিবা-হাতাল লিচ্ছালা-তি ওয়া তক্বাররুবান ইলাল্লা-হি তাআ'লা।

মাসআলা ঃ উযূর শুরুতে নীচের দুআটি পাঠ করা–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা হিররাহমানির রাহীম। বিসিমিল্লাহিল আলিয়্যিল আযী-মি ওয়াল হামদু লিল্লাহি আ'লা দ্বী-নিল ইসলাম।

কবজি ধোয়ার নিয়ম

মাসআলা ঃ ১। উযূ করলে ডান হাতে পানি নিয়ে ডান হাতের কবজি তিনবার ধৌত করবে। এরপর ডান হাতে পানি নিয়ে বাম হাতের কবজির উপর পানি ফেলে তিন বার ধৌত করবে। হাতে নাপাকী থাকলে যে কোন উপায়ে প্রথমে ধুয়ে নিতে হবে।

২। পুকুর, নদী ও খাল-বিলে উযূ করলে উপরোক্ত নিয়মে হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করবে।

৩। ছোট পাত্র হলে বাম হাতে পাত্র ধরে ডান হাতের উপর পানি ঢেলে ডান হাত তিনবার ধৌত করবে। এরপর পাত্র ডান হাতে ধরে বাম হাতের উপর পানি ঢেলে বাম হাত তিন বার ধৌত করতে হবে।

৪। পাত্র বড় হলে ছোট পাত্র দিয়ে পানি তুলে পূর্বের নিয়মে হাত ধুয়ে নিবে। তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। (আলমগীরী ১/৬, শামী ১/১১১)
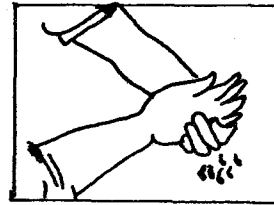
ডান হাতের কবজি

বাম হাতের কবজি

মিসওয়াক করার নিয়ম

মাসআলা ঃ কুলি করার পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত। মিসওয়াক উযূ করার পূর্বেও করা যায়। মিসওয়াক না থাকলে কিংবা মুখে কোন সমস্যা থাকলে বা দাঁত না থাকলে আঙ্গুল দিয়ে হলেও ঘষে নিবে। (আলমগীরী ১/৭, শামী ১/১১৫)

পাঁচ আঙ্গুলের নাম
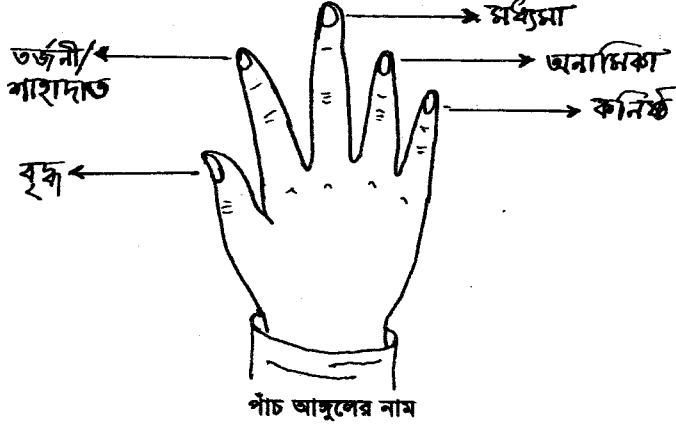
কুলি করা

মাসআলা ঃ ডান হাতে পানি নিয়ে কুলি করা। রোজাদার না হলে গড়গড়া করা সুন্নাত। তিনবার কুলি করা সুন্নাত। আলাদা আলাদা তিনবার পানি নিতে হবে। (আলমগীরী ১/৬, শামী ১/১১৬)

কুলি করার ছবি

নাকে পানি দেওয়া

মাসআলা ঃ ডান হাত দ্বারা নাকে পানি দিবে এবং বাম হাত দ্বারা নাক ঝাড়বে। বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে নাক পরিষ্কার করবে। এ ছাড়া কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়েও নাক পরিষ্কার করা যায়। তিনবার নাকে পানি দেওয়া সুন্নাত। আলাদা-আলাদা তিনবার পানি নিতে হবে। (আল-ফিকহুল ইসলামী ... শামী ১/১১৬)
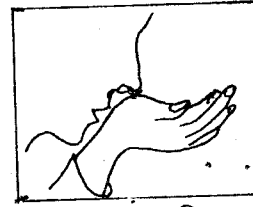
ডান হাতে পানি

কনিষ্ঠাঙ্গুল

কনিষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুল

মাসআলা ঃ রোযাদার না হলে নাকের নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌছানো উত্তম। (মুনিয়া ৩৩)

মাসআলা ঃ নাকে অলংকার এবং হাতে আংটি থাকলে তা নাড়া-চাড়া করে নীচে পানি পৌঁছে দেওয়া ওয়াজিব। (তাহতাবী ৪২)

মুখমণ্ডল ধোয়ার নিয়ম

মাসআলা ঃ উভয় হাতে পানি নিয়ে সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করবে। কপালের চুলের গোড়া থেকে থুতনীর নীচ এবং উভয় কানের লতি পর্যন্ত এমনভাবে পানি পৌছানো, যাতে করে উক্ত অঙ্গ থেকে পানি ফোঁটা ফোঁটা নীচে গড়িয়ে পড়ে। একবার ধৌত করা ফরজ। তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। (শামী ১/৯৫)
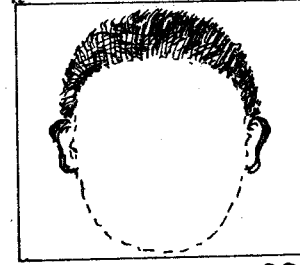
মুখমণ্ডল ধৌত করার পরিধি

ধোয়ার নিয়ম ঃ ডান হাতে পানি নিয়ে তার সাথে বাম হাত মিলিয়ে কপালের উপরিভাগে ছেড়ে দিবে, যাতে পানি গড়িয়ে মুখের নীচ পর্যন্ত আসে। পানি আস্তে ব্যবহার করবে। জোরে ছিটিয়ে দেওয়া মাকরূহ। (শামী ১/৯৫)

মুখে পানি যেভাবে দিতে হবে

মাসআলা ঃ দু'ঠোঁট স্বাভাবিকভাবে বন্ধ করলে ঠোঁটের বাহিরের অংশ যা বাহির থেকে দেখা যায়, তা ধোয়া ফরয। (আলমগীরী ১/৪. শামী ১/৯৭)

মাসআলা ঃ চোখের ভিতরে পানি পৌঁছানো জরুরী নয়। মুখমণ্ডল ধোয়ার সময় স্বাভাবিকভাবে চোখ বন্ধ করলে চোখের যে অংশ দেখা যায় তা ধোয়া ফরয। চোখ খোলা কিংবা বন্ধ রাখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করা উচিত। (আলমগীী ১/৪, শামী ১/৯৭)

মাসআলা ঃ চোখের বহিরাংশে ময়লা জমলে তা মুছে ফেলে সেখানে পানি পৌঁছানো ফরয। তবে চোখের ভিতরে ময়লা থাকলে যা স্বাভাবিক ভাবে চোখ বন্ধ করলে বাহির থেকে দেখা যায় না এবং চোখের পর্দা দ্বারা ঢেকে যায়, তা মুছে ফেলে সেখানে পানি পৌঁছানো ফরয নয়। (আলমগীরী ১/৪, বাহরুর রায়িক ১/১১, শামী ১/৯৭)

মাসআলা ঃ চোখের ভ্রু, চোখের পাতার চুল, চোখ ও কানের মধ্যবর্তী হাড়ের, চুল, গোঁফ, চোয়ালের চুল, নীচ ঠোঁটের নীচের লোম, থুতনির লোম (দাড়ি) পাতলা বা ঘন হোক, ধোয়া ফরয। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/২১৬, আলমগীরী ১/৪, শামী ১/৯৭)

দাড়ি ও গোঁফ সম্পর্কে মাসআলা

মাসআলা ঃ দাড়ি খুব ঘন হলে ধোয়া ফরয। চামড়ায় পানি পৌঁছানো ফরয নয়। পাতলা হলে চামড়ায় পানি পৌঁছানো ফরয। দাড়ির যে অংশটুকু চেহ্‌রার সীমানার বাইরে তা ধোয়া ফরজ নয়, সুন্নাত। (শামী ১/৯৭, আলশগীরী ১/৪)

গোঁফ ঃ যদি ঘন ও লম্বা হয় যাতে ঠোঁটের চামড়া দেখা যায় না। ঐ ক্ষেত্রে চামড়ায় পানি পৌঁছানো ফরয নয়। এমতাবস্থায় গোঁফ ধুয়ে ফেলবে ও খিলাল করবে। (শামী ১/১১৭, আলমগীরী ১/৭)

ঘন দাড়ি ঃ দাড়ির উপর থেকে নজর করলে নিচের চামড়ার রং যদি বুঝা না যায়, তাহলে তা ঘন দাড়ি, তা না হলে পাতলা দাড়ি বলে গণ্য হবে।

দাড়ি খিলাল করা ঃ ঘন দাড়ি খিলাল করা সুন্নাত। (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৭, আলমগীরী, শামী ১/১১৭)

নিয়ম ঃ মুখমণ্ডল ধোয়ার পর ডান হাতে পানি নিয়ে দাড়ির নীচের ভাগের থুতনীতে লাগবে। তারপর ডান হাতের তালু সামনের দিকে রেখে গলার দিক থেকে নীচের দিক হতে দাড়ির মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে উপরের দিকে টেনে আনবে। খিলাল তিনবার করবে। (আলমগীরী ১/৭, তাহতাবী ৩৯)

পানি লাগাবে

খিলালের নিয়ম

মাসআলা ঃ চেহ্‌রার বাইরের ঝুলন্ত দাড়ি ধোয়া ফরয নয়। মাসেহ করা সুন্নাত। (আহসানুল ফাতওয়া ২/১৬, শামী ১ম খণ্ড, আলমগীরী ১/৪)

থুতনীর নীচে ঝুলন্ত দাড়ি

কনুই ধৌত করার নিয়ম

মাসআলা ঃ দুই হাতের কনুইসহ ধৌত করবে। একবার ধৌত করা ফরয। তিনবার ধৌত করা সুন্নাত। হাত ধৌত করার সময় আঙ্গুল খিলাল করবে, আঙ্গুলের গোড়ায় যাতে পানি পৌঁছে যায়। (আলমগীরী ১/৬, বাহরুর রায়িক ১/২২)
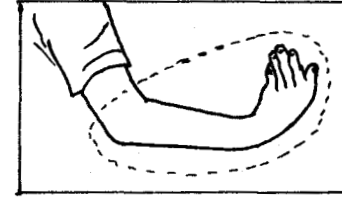
কনুইসহ ধৌত করার পরিমাণ

ধৌত করার নিয়ম ঃ ১। হাতের তালুতে পানি নিয়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে ধৌত শুরু করবে, কনুই পর্যন্ত পানি পৌঁছার পর হাতের অগ্রভাগ নীচু করবে যাতে করে ধৌত পানি আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে পড়ে।

কনুইর দিক থেকে ধৌত করা

২। কনুইর দিক থেকে ধৌত শুরু করবে, যাতে আঙ্গুলের অগ্রভাগ দিয়ে পানি পড়ে।
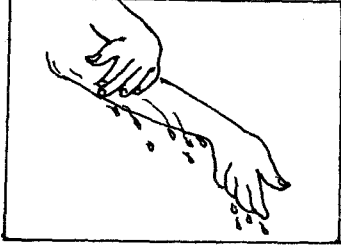
চিত্রে নিয়ম

মাসআলা ঃ নখে নেইল পলিশ থাকলে, সম্পূর্ণ উঠানো ব্যতীত উযূ, গোসল হবে না। (বাহরুর রায়িক ১/১৩, আহসানুল ফাতাওয়া ২/২৭)

মাসআলা ঃ অতিরিক্ত আঙ্গুল কিংবা তালু থাকলে তা সবই ধৌত করা ফরয। (আলমগীরী ১/৪, বাহরুর রায়িক ১/১৩)

মাসআলা ঃ নখে মাটি লেগে থাকার কারণে সুঁচের মাথা বা তিল পরিমাণ জায়গা শুকনো থাকলে উযূ জায়িয হবে না। (বাহরুর রায়িক ১/১৩)

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি মাটির কাজ করে বা চামড়ার কাজ করে অথবা কাপড়ে রং লাগানোর কাজ করে, তাদের হাতে এ সবের নিশানা থাকলেও উযূ জায়িয হবে। কারণ তা দূর করা কঠিন। (বাহরুর রায়িক ১/১৩, আলমগীরী ১/৪)

মাসআলা ঃ যে ব্যক্তি আটার খামীর তৈরী করে এবং তা হাতে লেগে শুকিয়ে যায়। আটা যদি খুবই সামান্য হয় তবে উযূ জায়িয হবে। (বাহরুর রায়িক ১/১৩, আলমগীরী ১/৪)

মাসআলা ঃ এমন প্রসাধনী যা চামড়া বা নখে পানি পৌঁছার ক্ষেত্রে বাঁধা সৃষ্টি করে, তা দূর না করা পর্যন্ত উযূ বা গোসল সহীহ হবে না। (শামী ১/১১৪, আলমগীরী ১/৪)

মাসআলা ঃ মাছের আঁশ বা জমাট মোম উযূর অঙ্গে লেগে থাকলে উযূ সহীহ হবে না। (শামী ১/১১৪)

হাতের আঙ্গুল খিলাল করা

মাসআলা ঃ হাতএবং পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। (আলমগীরী, শামী ১/১১৭)

নিয়ম ঃ ১। এক হাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুল সমূহের মধ্যে প্রবেশ করাবে, ২। বাম হাতের আঙ্গুলগুলো এক সাথে ডান হাতের পিঠের দিক থেকে ডান হাতের আঙ্গুলগুলোতে প্রবেশ করাবে। (বাহরুর রায়িক)
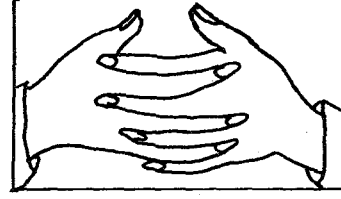
১নং নিয়মের চিত্র

২নং নিয়মের চিত্র

মাসআলা ঃ আঙ্গুল খিলাল করার সময় হাত ভিজা থাকা প্রয়োজন যেন পানি টপকে পড়ে। (শামী ১/১১৭, আলমগীরী ১/৭)

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তির আঙ্গুলের মধ্যে যদি ফাঁক না থাকে এবং আঙ্গুলের সাথে অপর আঙ্গুল এমনভাবে লেগে থাকে যার কারণে আঙ্গুলের সাথে পানি না পৌঁছার আশংকা থেকে যায়, তাহলে খিলাল করা ওয়াজিব। (আলমগীরী ১/৭)

মাথা মাসেহ্ করার নিয়ম

মাসআলা ঃ মাথার চারভাগের একভাগ মাসেহ করা ফরয। সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা সুননাত। পানিতে হাত ডুবিয়ে বা হাতে পানি নিয়ে ঝেড়ে ফেলবে। তারপর ভেজা হাত একবার মাথায় ফিরাবে। (হেদায়া, আলমগীরী ১/৭)

নিয়ম ঃ ১। দুই হাত ভিজিয়ে হাতের পুরো তালু আঙ্গুলের পেটসহ মাথার অগ্রভাগে রেখে মাথা জুড়ে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে মাসেহ করবে। সামনের অংশ থেকে মাসেহ করা সুন্নাত। (মুনিয়া ২৪)
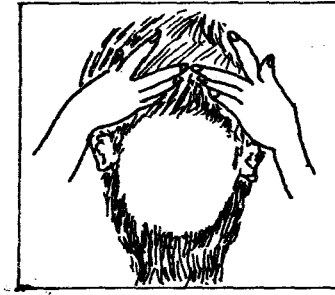
পুরো মাথা জুড়ে মাসেহ্ করার চিত্র

নিয়ম ঃ ২। বৃদ্ধ ও তর্জনী আঙ্গুলদ্বয় ব্যতীত উভয় হাতের আঙ্গুলের পেট মাথার মধ্যভাগে সামনে হতে পিছন দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তারপর দুই হাতের তালু মাথার দুই পাশে রেখে পেছন থেকে সামনে টেনে নিয়ে আসবে। (মুনিয়া ২৪)

মাথার মধ্য ভাগ

মাথার দুই পাশ
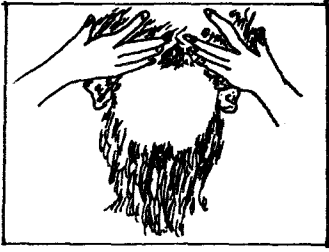
মাসআলা ঃ তিন আঙ্গুল দ্বারা মাথা মাসেহ করা ওয়াজিব। (আলমগীরী, শামী)

মাসআলা ঃ যাদের চুল লম্বা তারা শুধু কপাল বা ঘাড়ের উপর ঝুলন্ত চুল মাসেহ করলে মাসেহ হবে না। কপাল বা ঘাড়ের ঝুলন্ত চুলসহ মাথার মধ্য ভাগ ও পাশের চুল মাসেহ করতে হবে। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ চুল বেণী পাকিয়ে যদি মাথার সাথে বেঁধে রাখা হয় সেই বেণীর উপর মাসেহ করা বিভিন্ন মতে জায়িয হবে। অধিকাংশ মাশায়েখগণ বলেন চুলের বেণী মাথার সাথে বেঁধে রাখা হোক বা ছেড়ে দেয়া হোক বেণীর উপর মাসেহ করা জায়িয হবে না। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ হাত ধোয়ার পর হাতের তালু ভিজা থাকে বা নতুন পানি দ্বারা হাতের তালু ভিজিয়ে মাথা মাসেহ করা হয়। উভয় অবস্থায়ই মাসেহ জায়িয হবে। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ মুখমণ্ডলের সাথে মাথা ধুয়ে নিলে মাথা মাসেহ না করলেও চলবে। এরূপ করা মাকরূহ। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ টুপি এবং পাগড়ীর উপর মাসেহ করা জায়িয নয়। অনুরূপভাবে মহিলাদের মাথার ওড়নার উপরও মাসেহ জায়েয হবে না। হাত থেকে পানি টপকাতে থাকলে এবং ওড়না ভেদ করে পানি মাথার চুল পর্যন্ত পৌছলে অবশ্য মাসেহ জায়েয হবে। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ চুলে খেজাব লাগানো অবস্থায় মাথা মাসেহ করা হলে যদি খেজাবের সাথে হাতের পানি লাগলে পানির রং পরিবর্তন হয়ে যায়। তাহলে মাসেহ জায়েয হবে না। (আলমগীরী)

মাসআলা ঃ মাথা মাসেহ করার জন্য নতুন পানি নেয়া সুন্নাত। (হাশিয়া : শরহে বেকায়া ১/৫৫)
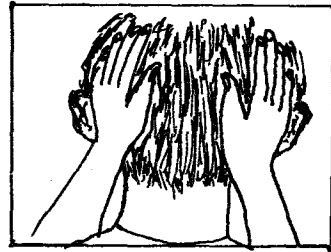
কান মাসেহ করার নিয়ম

মাসআলা ঃ উভয় হাতের বৃদ্ধ আঙ্গুলের পেট দ্বারা কানের পেছনের অংশ মাসেহ করা। এরপর কনিষ্ঠ আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা কানের ছিদ্র এবং তর্জনী আঙ্গুলের মাধ্যমে কানের পাতার ভেতর অংশ মাসেহ করা সুন্নাত। (বাহরুর রায়িক ১/২৬, আলমগীরী ১/৯)
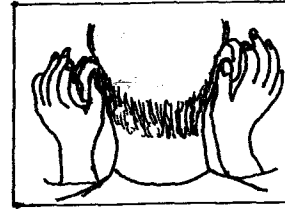
কানের পিছন
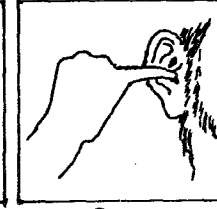
কানের ছিদ্র
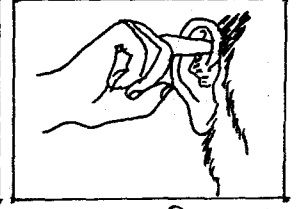
কানের পাতার ভিতর অংশ

মাসআলা ঃ মাথা মাসেহ্‌র দ্বারা আঙ্গুলের পানি শুকিয়ে গেলে নতুন পানি নেয়া উত্তম। (আলমগীরী ১/৭, বাহরুর রায়িক ১/২৭)

গর্দান মাসেহ করা

মাসআলা ঃ উভয় হাতের তিন আঙ্গুলের পিঠ দ্বারা গর্দান মাসেহ করবে।

বিঃ দ্রঃ গলা মাসেহ করবে না। গলা মাসেহ করা বিদআত।

(বাহরুর রায়িক ১/২৮, শামী ১/১২৪)
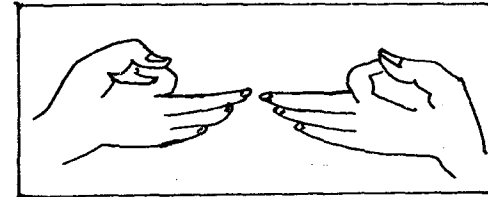
আঙ্গুলের অবস্থা
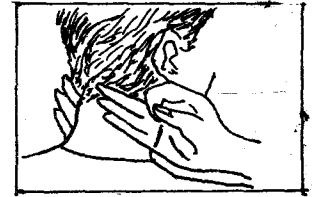
মাসেহ্‌র ধরণ

গোড়ালীসহ পা ধোয়া

মাসআলা ঃ ডান হাত দিয়ে পায়ের সামনের অংশে পানি ঢালা সুন্নাত। বাম হাত দিয়ে পা ও পায়ের তলদেশ মর্দন করা মুস্তাহাব। (আলমগীরী ১/৮)
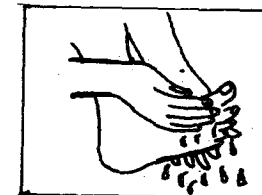
পা মর্দনা করা

মাসআলা ঃ টাখনুসহ কারো পা কেটে ফেললে তার পা ধৌত করা ফরয নয়। তবে টাখনু অবশিষ্ট থাকলে টাখনুসহ কাটার জায়গায় ধৌত করা ফরয। (বায়হাকী, শামী ও আলমগীরী)

মাসআলা ঃ তৈল ব্যবহারের পর পা ধৌত করলে উযূ জায়েয হবে, যদি টাখনুসহ সম্পূর্ণ পায়ে পানি পৌছানো হয়। (আলমগীরী ১/৫)

মাসআলা ঃ পা কাটা গেলে সেলাই করে দিলে সর্বাবস্থায় উযূ জায়েয হবে। (আলমগীরী ১/৫)

পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা

মাসআলা ঃ খিলাল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। (আলমগীরী)

ডান পা ঃ প্রথমে ডান পায়ের কনিষ্ঠ ও অনামিকা আঙ্গুলীদ্বয়ের মাঝে নীচ দিক থেকে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা খিলাল করবে। ডান পায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুলে গিয়ে শেষ করবে।

বাম পা ঃ বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা বামপায়ের বৃদ্ধ আঙ্গুল থেকে কনিষ্ঠ আঙ্গুলে গিয়ে শেষ করবে। (আলমগীরী ১/৭)
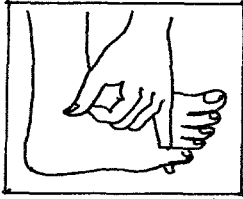
ডান পায়ের আঙ্গুল খিলাল
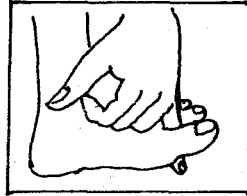
বাম পায়ের আঙ্গুল খিলাল

উযূর মাঝে পড়া

মাসআলা ঃ উযূর মাঝে নিম্নোক্ত দুআ পড়া মুস্তাহাব। (মুনিয়া ৩৬)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাগফিরলী যামবী ওয়া ওয়াসসি'লী ফী-দা-রী ওয়াবা-রিকলী ফী রিযক্বী আল্লাহুম্মাজ আ'লনী মিনাত তাওয়াবীনা ওয়াজআ'লনী মিনাল মু'তাহ্হিরীন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমার পাপসমূহ মাফ কর, গৃহকে আমার জন্য প্রশস্ত কর এবং আমার রিযিকে বরকত দাও। হে আল্লাহ আমাকে তাওবাকারী ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বান্দাদেরে অন্তর্ভুক্ত কর। (নাসায়ী, তিরমিযী)

মাসআলা ঃ উযূর মধ্যে দুনিয়াবী কোন কথা-বার্তা না বলা মুস্তাহাব। (মারাকিউল ফালাহ ৩১)

উযূর শেষে পড়া

মাসআলা ঃ ১। রোজাদার না হলে উযূর অবশিষ্ট পানি বা তার কিয়দংশ পান করা মুস্তাহাব। এ পানি পান করা অনেক রোগের শেফা। এ পানি কেবলামুখী হয়ে পান করা মুস্তাহাব। দাঁড়িয়ে এবং বসে উভয়ভাবে পান করা যায়। (নূরুল ঈযা, তাহতাবী ৪৩, মুনিয়া ৩৬)

পানি পান করার দুআ ঃ

اَللّٰهُمَّ اشْفِنِىْ بِشِفَائِكَ وَدَاوِنِىْ بِدَوَائِكَ وَاعْصِمْنِىْ مِنَ الْوَهْنِ وَ الْاَمْرَاضِ وَالْاَوْجَاعِ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাশফিনী বিশিফা-ইকা ওয়াদাবিনী বিদাওয়া-ইকা ওয়া'সিমনী মিনাল ওয়াহনি ওয়াল আমরা-জি ওয়াল আওজা-ই'।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তোমার চিকিৎসা দ্বারা আমাকে সুস্থ রাখ, তোমার ওষুধ দ্বারা আমার চিকিৎসা কর এবং আমাকে দুর্বলতা, রোগ-ব্যাধী ও ব্যথা-বেদনা থেকে হেফাজত কর।

মাসআলা ঃ ২। উযূর শেষে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পড়া এবং আসমানের দিকে তাকিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করাও মুস্তাহাব। (তাহতাবী ৪৩)

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ -

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লাশারীকালাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

ফযীলত ঃ রাসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেউ উত্তমরূপে উযূ করার পর কালিমা শাহাদাত পড়লে, তার জন্য বেহেশতের আটটি দরজা খুলে দেয়া হবে, যে কোন দরজা দিয়ে সে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে। (নাসায়ী শরীফ)

মাসআলা ঃ ৩। তারপর নিম্নের এই দুআটি পড়া মুস্তাহাব। (শামী ১/১২৮)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِىْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ - سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মাজ আ'লনী মিনাত তাওয়াবীনা ওয়াজ আ'লনী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন, সুবহা-নাকাল্লাহুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়াআতূবু ইলাইকা।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! আমাকে তাওবাকারী ও পাক-পবিত্র বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। হে আল্লাহ ! তুমি মহান, সকল প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার নিকট তাওবা করি। (দুররে মুখতার, শামী, আলমগীরী, নূরুল ইযাহ, মারাকী, তাহতাবী)

গোসলের করণীয় সুন্নত

গোসল করা ফরয হলে সুবহে সাদেকের সময় ঘুম থেকে জাগা মাত্রই গোসল করে নেয়া। যেন ফজরের নামায জামায়াতের সাথে আদায় করা যায়। গোসল ফরয হওয়ার পরও যদি কোন ব্যক্তি গোসল না করে ঐ অবস্থায় শুয়ে থাকে তবে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। (মেশকাত)

গোসলের ধারাবাহিক সুন্নতসমূহের আলোচনা

❒ প্রথমে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করে নেয়া। তারপর শরীরের কোথাও বীর্য অথবা অন্য কোন নাপাক বস্তু লেগে থাকলে তা তিনবার করে ধুয়ে পাক করে নেয়া। এরপর ছোট-বড় এস্তেঞ্জা করে নেয়া। (প্রয়োজন হোক অথবা না হোক) তারপর সুন্নত ত্বরিকায় ওযু করা। যদি গোসল করা পানি পায়ের কাছে জমা হয়ে থাকে তবে পা না ধৌত করে সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্যত্র ধৌত করে নেয়া। আর যদি জমা না হয়ে থাকে তবে ঐ সময়ও ধৌত করা জায়েয আছে। তারপর সর্বপ্রথম মাথায় পানি ঢালা। তারপর ডান কাঁধে এরপর বাম কাঁধে। এই পরিমাণ পানি ঢালা যাতে পানি মাথা হতে পা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। শরীরকে হাত দিয়ে ভাল করে কচলানো। এমনিভাবে দ্বিতীয়বার আবার পানি ঢালা। প্রথমে মাথায় তারপর ডান কাঁধে পরে বাম কাঁধে এবং শরীরের যেসব জায়গা শুকনা থাকার সম্ভাবনা থাকে সে সব জায়গায় হাত দ্বারা কচলায়ে পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করা। এ ভাবে তৃতীয়বার মাথা হতে পা পর্যন্ত পানি দেয়া। (তিরমিযী)

❒ গোসল করার পর শরীর কাপড় দিয়ে ভালভাবে মুছে ফেলা অথবা না মুছা দু'টোই করা যেতে পারে তবে যে কোন একটা সুন্নতের নিয়তে করে নিতে হবে। (মিশকাত)

❒ ফরয গোসলের দ্বারাই নামায আদায় করে নেয়া যেতে পারে। (উলঙ্গ অবস্থায় গোসল করলেও) নতুনভাবে ওযু করার প্রয়োজন নেই। (তিরমিযী) হ্যাঁ যদি গোসল করার পর ওযু ভেঙ্গে যায় তবে পুনরায় ওযু করতে হবে। ওযু সম্পর্কে যে সব সুন্নতের উল্লেখ করা হচ্ছে সেগুলোর প্রতি প্রত্যেক ওযুর সময় দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বা কর্তব্য।

গোসলের নিয়ত

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুল গোসলা লিরাফই'ল জানা-বাতি।

অর্থ ঃ আমি নাপাকী দূর করবার জন্য গোসলের নিয়ত করছি।

গোসলের ফরয

গোসলের ফরয তিনটি – (১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেওয়া, (৩) সমস্ত শরীর ভালরূপে ধৌত করা। স্ত্রীলোকের গহনার ছিদ্রে এবং নীচে পানি প্রবেশ না করিলে গোসল সিদ্ধ হইবে না।

গোসলের সুন্নত

গোসলের সুন্নত ছয়টি। – (১) হাত ধৌত করা, (২) শরীরের নাপাকী ধুইয়া ফেলা, (৩) লজ্জাস্থান ধৌত করা, (৪) সর্বশরীর তিন বার ধৌত করা, (৫) গোসল শুরুর আগে অযু করা, (৬) গোসল শেষ হইলে অন্য স্থানে যাইয়া পা ধৌত করা।

তায়াম্মুম

পানি ব্যবহারে অসমর্থ হইলে কিম্বা পানি না পাওয়া অবস্থায় অযু-গোসলের কাজ শরীয়তের আদেশমত মাটি জাতীয় কোন বস্তু দ্বারা সমাপন করাকে তায়াম্মুম বলে। নিম্নলিখিত কারণে তায়াম্মুম করা যায় ঃ

(১) শরয়ী এক মাইলের মধ্যে পানি পাওয়া না গেলে; (২) পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকিলে; (৩) কূপ হইতে পানি তুলিবার কোন ব্যবস্থা না থাকিলে; (৪) সঞ্চিত পানি খরচ করিলে নিজে কিংবা বাহনের পশু পিপাসার্ত হওয়ার আশংকা থাকিলে; (৫) হিংস্র জন্তু বা শত্রুর ভয়ে পানির নিকট পৌঁছিতে অক্ষম হইলে; (৬) পানি খরিদ করিতে অসমর্থ হইলে; (৭) অযু করিয়া ঈদের বা জানাযার নামাযের জামাআত না পাইবার ভয় হইলে।

তায়াম্মুম করিবার নিয়ম

প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়িয়া মনে মনে নিম্নলিখিত নিয়ত করিবে ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اَتَيَمَّمَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন আতাইয়াম্মামা লিরাফইল হাদাসি ওয়াল জানাবাতি ওয়াসতিবাহাতাল লিস্‌সালাতি ওয়া তাকাররুবান ইলাল্লাহি তাআলা।

অর্থ ঃ অপবিত্রতা দূর করিতে, শুদ্ধভাবে নামায পড়িতে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার নৈকট্যলাভের জন্য আমি তায়াম্মুম করিতেছি।

তৎপর উভয় হাতের তালু পবিত্র মাটি জাতীয় বস্তুর উপর মারিয়া একটু আগে পিছে ঘর্ষণ করিবে। পরে হাত দুইটি একটু ঝাড়িয়া ফেলিবে এবং ঐ মাটিমাখা হস্ত দ্বারা সমগ্র মুখমণ্ডল একবার এমনভাবে মাসেহ করিবে যেন কোন অংশ বাকী না থাকে। অযুর মত তায়াম্মুমেও একইভাবে মুখ মাসেহ করিতে হয়। তৎপর একবার হস্তদ্বয় মাটিতে মারিয়া একটু ঝাড়িয়া বাম হাতের তালুর কতকাংশ দ্বারা ডান হাতের এক পাশ কনুইয়ের উপর পর্যন্ত মুছিবে। পরে বৃদ্ধা ও তর্জনী অঙ্গুলির ফাঁকে যদি ধুলা লাগিয়া না থাকে তবে মাটিতে আর একবার হাত মারিয়া দুই হাতের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর খেলাল করিবে। হাতে আংটি কিংবা চুড়ি থাকিলে তাহা খুলিয়া বা নাড়িয়া লইবে।

তায়াম্মুমের ফরয

তায়াম্মুমের ফরয তিনটি। (১) নিয়ত করা, (২) পুরা মুখমণ্ডল মাসেহ করা, (৩) (দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মারিয়া) উভয় হস্ত কনুইসহ মাসেহ করা।

বিঃ দ্রঃ অযুতে যেরূপ কুলি করিতে, নাকে পানি দিতে ও পা ধুইতে হয়, তায়াম্মুমে সেরূপ কিছুই করিতে হয় না। গোসল এবং অযুর জন্য একবার তায়াম্মুম করিলেই চলিবে, কিন্তু নিয়ত ভিন্ন ভিন্নভাবে করিতে হইবে। যে সমস্ত কারণে অযু নষ্ট হয় সে সমস্ত কারণে তায়াম্মুমও নষ্ট হয়। পানি পাওয়া গেলে বা ব্যবহার করার শক্তি লাভ করিলেও তায়াম্মুম নষ্ট হয়।

হাত মারার নিয়ম

মাসয়ালা ঃ আঙ্গুলের মধ্যে ফাঁক রেখে মাটিতে হাত মেরে একবার সামনের দিকে একবার পিছনের দিকে নেওয়া। অতঃপর হাত তুলে নিয়ে এমন ভাবে ঝাড়বে, যেন আলগা ধুলা ঝরে পড়ে যায়। (আলগীরী)
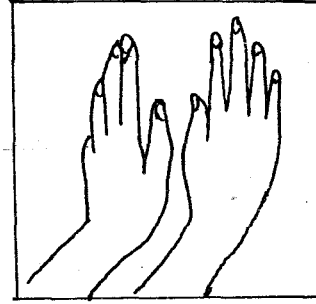
মাটিতে হাত মারার নিয়ম
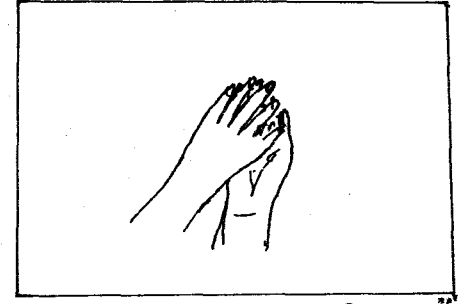
হাত ঝাড়ার নিয়ম

মুখমণ্ডল মাসেহ করার নিয়ম

মাসয়ালা ঃ কপালে চুল উঠার স্থান থেকে মাসেহ শুরু করে থুতনীর নীচ পর্যন্ত টেনে এনে শেষ করবে। নীচের দিকে আনার সময় দুই কানের লতী পর্যন্ত একসাথে মাসেহ করবে। মাসেহ করার সময় উভয় হাতের তালু ও আঙ্গুলের পেট চেহারার সাথে মিলিয়ে রাখবে, যাতে কোথাও মাসেহ বাকী না থাকে।
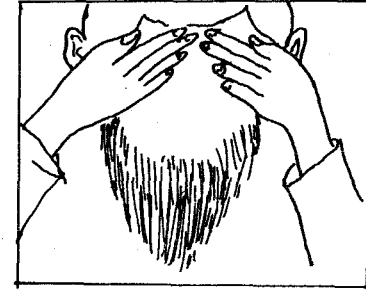
মুখমণ্ডল মাসেহ করার চিত্র

কনুইসহ হাত মাসেহ করার নিয়ম

মাসয়ালা ঃ বাম হাতের চার আঙ্গুলের পেট (বৃদ্ধ আঙ্গুল ছাড়া) ডান হাতের চার আঙ্গুলের পিঠে রাখবে। তারপর ডান হাতের পিঠের উপর দিয়ে কনুইর দিকে টেনে নিয়ে যাবে। অতঃপর বাম হাতকে উল্টে বাম হাতের তালু এবং বৃদ্ধা আঙ্গুলের পেট দিয়ে ডান হাতের পেটের দিক থেকে হাতের আঙ্গুলের দিকে এমনভাবে টেনে নিয়ে যাবে যেন বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের পেট ডান হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুলের পিঠের উপর দিয়ে চলে যায়। উল্লেখিতভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করবে। (তাহতাবী আলমগীরী)
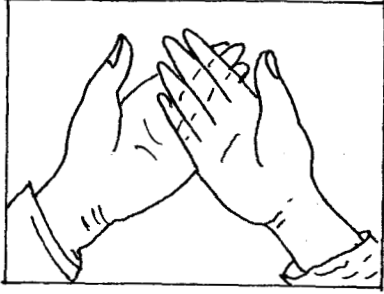
হাতের পিঠ মাসেহ করার নিয়ম
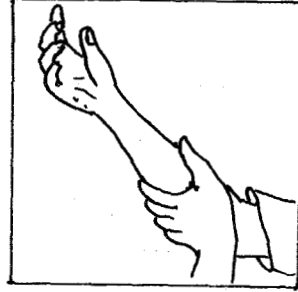
হাতের পেট মাসেহ করার নিয়ম

মাসয়ালা ঃ মাসেহ করার সময় হাতের আংটি, চুড়ি ইত্যাদিকে তার স্থান থেকে সরিয়ে এমন ভাবে হাত মাসেহ করবে, যেন সব স্থানে মাসেহ করা যায়। হাতের আংটি খুলে ফেলা উচিৎ। যদি আংটির নীচে ঐ স্থানে মাসেহ না করা হয় তবে তাইয়াম্মুম শুদ্ধ হবে না। (তাহতাবী, আলমগীরী)

মাসয়ালা ঃ তাইয়াম্মুম উযূর ন্যায়, তাই উযূর মধ্যে মুখ ও হাত ধৌত করার যে দুয়া পাঠ করা হয়, এমনি ভাবে উযূর শেষে যে সব দুয়া পড়া হয়, তাইয়াম্মুমের বেলায়ও সেগুলোই পড়বে। (কিতাবুল আজকার)

তাইয়াম্মুম করার বস্তু

মাসয়ালা ঃ পাক মাটি, কংকর, বালি, চুনা, মাটির তৈরী কাঁচা অথবা পাকা ইট, ধুলা-বালি, মাটি, পাথর, ইটের তৈরী দেওয়াল, পাকা বাসন, (তৈল লেগে না থাকলে)। লাকড়ী বা কাপড়ে অথবা অন্য কোন পাক বস্তুতে ধুলা বালি লেগে থাকলে এসব বস্তু দ্বারা তাইয়াম্মুম করা যায়।

(আলমগীরী ও দুররুল মুখতার পৃঃ ২৫-২৬)

নাপাকী অবস্থায় তাইয়াম্মুম করার মাসয়ালা

মাসয়ালা ঃ অপ্রকৃত নাপাকী তথা উযূ বা গোসল ফরয হলে তাইয়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়। তবে প্রকৃত নাপাকী তথা প্রস্রাব পায়খানা, বীর্য ইত্যাদি শরীরে লেগে থাকলে তা পবিত্র করে তাইয়াম্মুম করবে। নাপাকী দূর না করে শুধু তাইয়াম্মুম দ্বারা যথেষ্ট হবে না।

মাসয়ালা ঃ পানি না পাওয়া অবস্থায় শরীরে বা কাপড়ে গাঢ় নাপাকী লাগলে মাটিতে খুব ভালভাবে ঘষে বা শুকনা হলে নখ দিয়ে খুটে সম্পূর্ণ পরিস্কার করবে যাতে বিন্দু মাত্র নাজাসাত লাগা না থাকে। আর তরল নাপাকী হলে তাইয়াম্মুম করে নাপাকসহ নামায আদায় করে নিবে।

আযান ও এক্বামতের সুন্নত

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যিনি আযান ও এক্বামত দিবেন এবং আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করবে, তার সমস্ত গুনাহ আল্লাহ পাক ক্ষমা করে দিবেন এবং বেহেশত নসীব করবেন।

অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি সাত বছর যাবত বিনা বেতনে আযান দিবে সে বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। (মেশকাত)

আর এক হাদীসে বর্ণিত আছে, হাশর ময়দানে মুয়াজ্জিনের এত বেশী মর্যাদা হবে যে, সকলের মাথার উপর দিয়ে তাঁর গর্দান দেখা যাবে। (মেশকাত)

আযানের সুন্নতসমূহ

নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার পরে আযান দেয়া সুন্নত কিন্তু ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে আযান দিলে, পুনরায় ওয়াক্ত হলে আযান দিতে হবে। ওজর থাকাবস্থায় বাড়ীতে একাকী বা জামায়াতে নামায আদায় করলে, তখন আযান দেয়া মুস্তাহাব। কিন্তু মহল্লার মসজিদে আযান হলে তথায় নামায আদায় করা উচিৎ। পাড়া-মহল্লায় মসজিদ থাকলে সে মসজিদে আযান দেয়া ও এক্বামতের সাথে জামায়াতে নামায আদায় করার বন্দোবস্ত করা, পাড়া ও মহল্লাবাসীদের প্রতি সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। যদি কেউ তা না করে তবে প্রত্যেকেই গুনাহগার হবে।

মহল্লা বা পাড়ার মসজিদে আযান ও এক্বামতের সাথে নামাযের জামায়াত হয়ে থাকলে তথায় পুনঃ আযান দেয়া এবং জামায়াতে নামায আদায় করা মাকরূহ। কিন্তু রাস্তার পার্শ্বে বা বাজারের মসজিদ হলে এবং সে মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিন নির্দিষ্ট না থাকলে, তথায় আযান দিয়ে জামায়াতে নামায আদায় করা দুরুস্ত আছে। (শামী ও বেহেশতী জেওর)

ওযূ করতঃ মসজিদের মিনারায় কিংবা একটু উঁচু স্থানে মসজিদের বাইরে কেবলামুখী হয়ে কর্ণদ্বয়ের ভিতরে দুই হাতের শাহাদত আঙ্গুলদ্বয় ঢুকিয়ে যতদূর সম্ভব উচ্চঃস্বরে আযানের কালাম বলতে হবে। আযানের হরফসমূহ অতিরিক্ত টেনে লম্বা করা এবং স্বরকে গানের ন্যায় উচুঁ করে লাহান টানা নিষেধ। এক লাহানে নীচের দিকে স্বর কমিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। মাগরিবের আযানের পরে নামায শুরু করতে বেশী বিলম্ব করবে না। অন্যান্য নামায আযানের আধা ঘণ্টা পরে আরম্ভ করতে হবে।

আযান এ এক্বামতের উত্তরসমূহ

আযানের উত্তর দেয়া পুরুষ ও মহিলা সকলের জন্য মুস্তাহাব। কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন। মুয়াজ্জিন যে শব্দগুলো বলবে শ্রোতারাও তা বলবে। কিন্তু

মুয়াজ্জিন যখন "হাইয়্যআলাছ্ ছালাহ্ ও হাইয়্যাআলাল ফালাহ্" বলবে তখন শ্রোতাগণ "লা-হাওলা আয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ" বলবে এবং ফজরের আযানে মুয়াজ্জিন যখন "আচ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্নাওম" বলবে তখন শ্রোতারা "ছাদ্দাক্তা ওয়া বারাকত্া' বলবে। একামতের উত্তর দেয়া মুস্তাহাব। নিম্নোক্ত অবস্থায় আযান ও একামতের উত্তর দেওয়া নিষেধ। যথা ঃ (১) নামাযরত অবস্থায়, (২) খুৎবা দেয়ার সময়, (৩) স্ত্রীলোকের হায়েজ-নেফাছ অবস্থায়, (৪) দ্বীনি বিদ্যা শিক্ষা অর্জনের সময়, (৫) স্ত্রী-সহবাস করার সময়, (৬) প্রস্রাব ও মল ত্যাগের সময় এবং (৭) খানা খাওয়ার সময়।

আযানের বাক্যসমূহ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আক্বার। (দুই বার)

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

অতঃপর বলবে– اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।" (দুবার)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই।

অতঃপর বলবে ঃ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ

উচ্চারণ ঃ আশহাদুআন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" (দুবার)

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহর রাসূল।"

অতঃপর ডান দিকে শুধু মুখমণ্ডল ফিরিয়ে বলবে ঃ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ ـ

উচ্চারণ ঃ হাইয়্যা আ'লাচ্ছালাহ্" (দুবার)

অর্থ ঃ নামাযের জন্য আসুন।"

অতঃপর বাম দিকে শুধু মুখমণ্ডল ঘুরিয়ে বলবে ঃ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ـ

উচ্চারণ ঃ হাইয়্যা আ'লাল্ ফালাহ্" (দুবার)

অর্থ ঃ নেক কাজের জন্য আসুন।"

অতঃপর শুধু ফজরের আযানে বলতে হবে ঃ

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ ـ

উচ্চারণ ঃ আচ্ছালাতু খাইরুম্ মিনান্নাওম"(দুবার)

অর্থ ঃ নামায নিদ্রা হতে উত্তম।"

অতঃপর বলবে ঃ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আক্বার। (একবার)

অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান।

অতঃপর বলবে ঃ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ـ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্। (একবার)

অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নাই।

আযানের দোয়া'

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ـ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ سَيِّدِ
نَا مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ ـ وَابْعَثْهُ
مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ ـ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্দা'ওয়াতি তাম্মাতি, ওয়াছ্ছালাতিল ক্বায়িমাতি আতি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদানিল ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাদ্বীলাতা ওয়াদ্দারাজাতার রাফীইয়াতা ওয়াবয়াসহু মাক্কামাম্মাহমূদানিল্লাযী ওয়া আত্তাহু, ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মীয়াদ।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ ! তুমি এ পরিপূর্ণ আহ্বানের ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠিত নামাযের প্রভু। হযরত মুহাম্মদ (দঃ)-কে উসীলা এবং সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মর্যাদা দান কর এবং তাঁকে ঐ প্রশংসিত স্থান দান কর যা তার জন্য তুমি ওয়াদা করেছ। নিশ্চয়ই তুমি ভঙ্গ কর না অঙ্গিকার।

নামাযের বিধি-বিধান

✧ এক কাপড়ে নামায পড়ার অনুমতি—

হযরত জাবির ইব্নে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুই কাপড় যার না থাকে সে এক কাপড় পরে নামায আদায় করবে এবং উপরে নিচে মুড়ি দিয়ে নিবে। আর কাপড় ছোট হলে লুঙ্গির মত পরিধান করবে। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ সতর (লজ্জাস্থান) হলো নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নাভী ও হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান হলো সতর (লজ্জাস্থান)। (মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা রহঃ)

✧ মহিলাদের সতর ঢাকার বিধান—

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উড়না ছাড়া বালেগা স্ত্রীলোকের নামায কবুল হয় না। (আবু দাউদ ও তিরমিযী)

✧ এক কাপড় ব্যবহার করার নিয়ম—

হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক কাপড়ে নামায আদায় করতে দেখেছি, উম্মে সালামাকে সম্মুখে রেখে নামায আদায় করতে দেখেছি, তখনই দেখেছি তিনি তাকে আপন ডান ভ্রূ অথবা বাম ভ্রূর সম্মুখেই রেখেছেন, সোজাসুজি নাক বরাবর সম্মুখে রাখেননি। (আবু দাউদ)

হযরত ওমর ইবনে আবু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক কাপড়ে নামায আদায় করতে দেখেছি উম্মে সালামার গৃহে কাপড় ব্যবহারের নিয়ম অনুসারে অর্থাৎ কাপড়ের দুই দিক দুই কাঁধের উপর রেখে। (মেশকাত শরীফ)

✧ নামায আদায় করার সময় কিবলামুখী হওয়ার গুরুত্ব

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায আদায় করল, আমাদের কিবলার দিকে মুখ করল এবং আমাদের যবাই করা জন্তু আহার করল, সে ব্যক্তিই মুসলমান। তার জন্য আল্লাহ্‌র ও তাঁর রাসূলের দায়িত্ব রয়েছে। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর গ্রহণ করা দায়িত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা বা ওয়াদা ভঙ্গ করিও না। (বুখারী)

✧ নামাযের শুরু ও শেষ করার নিয়ম

হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামায শুরু করার উপায় হল পবিত্রতা অর্জন করা, নামাযের তাহরীমা বাঁধতে হয় তাকবীর বলে এবং তাকে শেষ করতে হয় সালাম ফিরিয়ে। আর ঐ নামায হয় না, যে আলহামদু সূরা পাঠ করার পর অন্য একটি সূরা পাঠ না করে তা ফরয নামায হোক, আর অন্য নামায হোক। (তিরমিযী, আবূ দাউদ, বুখারী, মুসলিম ইবনে মাজাহ্)

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতেন, তখন তাঁর দু'খানা হাত দীর্ঘ করে উপরের দিকে তুলতেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

✧ নামাযে হাত বাঁধার নিয়ম—

হযরত আবূ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীমের এই কথাটি বর্ণনা করেছেন, তিনটি কাজ নবুয়্যতের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য। তাহল, ইফতার ত্বরান্বিত করা, খুব বিলম্বে সেহরী খাওয়া এবং নামাযে বাম হাতের উপর ডান হাত বাঁধা। (তাবারানী)

✧ নামাযে এক হাত অন্য হাতের উপর রাখা—

হযরত আবদুল করীম ইব্‌নে আবুল মুখারিক (রাঃ) হতে বর্নিত। তিনি বলেন— নবূওতের কালাম হচ্ছে এই কালাম, যখন তুমি লজ্জা পরিহার কর, তখন তুমি যা ইচ্ছা তা করতে পার। নামাযে উভয় হাতের একটিকে অপরটির উপর রাখা (এভাবে) যে, ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে, ইফতারে তারা করা ও সাহরী (খাওয়া)-তে বিলম্ব করা। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ নামায তাড়াতাড়ি আরম্ভ করার বর্ণনা—

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নামায শুরু করার সময়) তাঁর উভয় হাত এতটুকু উপরে উঠাতেন যে, তা কানের লতি বরাবর হয়ে যেত। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, হযরত ওয়ায়েল (রাঃ) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযে (প্রারম্ভে) হাত উঠাতে দেখেছেন, তখন ঐ হাত তাঁর কানের লতি পর্যন্ত উঠে যেত। (মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা রহঃ)

✧ নামাযের অন্তর্নিহিত ভাবধারা—

হযরত উবাদাহ্ ইবনুস সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আল্লাহ্ তা'য়ালা ফরয করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওযূ তাদের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে অতি উত্তমভাবে সম্পন্ন করবে এবং সেই নামাযসমূহের রুকূ এবং আল্লাহ্‌ভীতি বিনয় সংজ্ঞাত পূর্ণমাত্রায় আদায় করবে, তার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার অবশ্য পালনীয় প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাকে মাফ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি তা করবে না, তার জন্য আল্লাহ্‌র অবশ্য পালনীয় কোন ওয়াদা নেই।

✧ নামাযের বিভিন্ন আমল—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা কি ধারণা কর যে, আমার কিব্‌লা শুধু এস্থানেই (আমি শুধু সামনের দিকেই দেখি, যেদিকে আমার কিব্‌লা)? আল্লাহ্‌র কসম, তোমাদের একাগ্রতা ও মনোযোগ এবং তোমাদের রুকূ (কোনটাই) আমার

নিকট গোপন নয়। অবশ্যই আমি আমার পশ্চাৎ দিক হতেও তোমাদেরকে দেখি। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত নো'মান ইব্‌ন মুররা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শরাবী, চোর এবং ব্যভিচারী সম্পর্কে তোমাদের কি মত? আর এই প্রশ্ন করা হয় এদের সম্পর্কে কোন হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। তাঁরা উত্তর দিলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অধিক জ্ঞাত।

❑ রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, ইহা ঘৃণ্য ও জঘন্য পাপ কাজ, একাজের সাজা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি নিজের নামায চুরি করে, সেই চুরি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় চুরি। তাঁরা (সাহাবীগণ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপন নামায চুরি করে কিরূপে? তিনি বললেন, সে নামাযের রুকূ এবং সিজ্‌দা পূর্ণরূপে আদায় করে না।

(মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত উরওয়াহ্ ইবনু যুবায়র (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কিছু নামায ঘরে আদায় করিও। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ নামাযের মধ্যে শয়তানের ওয়াস্‌ওয়াসা প্রদান—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামাযের জন্য আযান দেয়ার সময় শয়তান সশব্দে বায়ূ ছাড়তে ছাড়তে পালায়, যেন সে আযানের শব্দ না শোনে। আযান শেষ হলে সে আবার আসে। ইকামত আরম্ভ হলে আবার পলায়ন করে। ইকামত বলা শেষ হলে পুনরায় উপস্থিত হয় এবং 'ওয়াস্‌ওয়াসা' ঢেলে নামাযী ব্যক্তি ও তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; যে সকল বিষয় তার স্মরণ ছিল না সে বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে সে বলতে থাকে। অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর। ফলে সে ব্যক্তি কত রাকয়াত নামায আদায় করেছে তা ভুলে যায়। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ নামাযে ইমাম ও মোক্‌তাদীর দাঁড়াবার স্থান—

হযরত ছামেরাহ্ বিন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যখন তিনজন হই তখন আমাদের মধ্য হতে একজন যেন সামনে এগিয়ে যায়। (তিরমিযী)

✧ আগের কাতারগুলো পুরা করার ফযীলত—

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদের দেখলেন তারা লাইনের মধ্যে পেছনে বসে

যাচ্ছেন। তিনি তাদেরকে বললেন, সামনে এগিয়ে এসো এবং আমার অনুসরণ কর আর তোমাদের পেছনে যারা আঁছে তাদের উচিত তোমাদের অনুসরণ করা। কোন জাতি পেছনে থাকতে থাকতে এমন অবস্থায় পৌছে যায় যে অবশেষে আল্লাহ্ তাদেরকে পেছনে ফেলে দেন। (মুসলিম)

✧ নামাযের কাতার সোজা করার উপকারিতা—

হযরত নো'মান বিন্ বশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ছফ সোজা করতেন যেন তার সাথে তিনি তীর সোজা করছেন— যতক্ষণ তিনি বুঝতে না পারতেন যে, আমরা ইহা তার নিকট হতে সম্যকরূপে অনুধাবন করতে পেরেছি। পরে, একদিন তিনি ঘর হতে বের হলেন এবং নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে তক্‌বীরে তাহ্‌রীমা বলতে উদ্যত হলেন, এ সময় দেখলেন এক ব্যক্তির বুক ছফ হতে সম্মুখে বেড়ে গিয়েছে তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! হয় তোমরা ঠিকমত তোমাদের ছফ সোজা করবে, না হয় আল্লাহ্ তোমাদের চেহারাসমূহের (মধ্যে) বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দিবেন।

✧ জামায়াতের কাতার সোজা করা—

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা সকলে নামাযের কাতারসমূহ সমান সমান করে নিবে। কেননা কাতার সোজা ও সমান করার ব্যাপারটি সঠিকভাবে নামায কায়েম করারই একটা বিশেষ অংশ। (বুখারী, মুসলিম)

✧ নামাযের কাতারে সমান হয়ে দাঁড়ানোর উপকারিতা—

হযরত আবূ মাসউদ আল-আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের জামা'য়াতে দাঁড়ানোর হযরত সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানোর কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমাদের স্কন্ধে হাত রাখতেন এবং বলতেন, সমান হয়ে দাঁড়াও এবং আগে-পিছে এলোমেলো হয়ে দাঁড়াবে না। অন্যথায় আল্লাহ্ না করুন, তার শাস্তিস্বরূপ তোমাদের দিল পরস্পর বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। তিনি আরো বলতেন, তোমাদের মধ্য হতে বুদ্ধিমান ও সমঝদার লোক যারা, তারা যেন নামাযে আমার নিকট ও কাছাকাছি দাঁড়ায়। তাদের পর তারা দাঁড়াবে যারা উক্ত গুণের দিক দিয়ে প্রথমোক্তদের নিকটবর্তী। আর তাদের নিকটবর্তী যারা, তারা দাঁড়াবে এদের পর। (মুসলিম)

✧ সফ্ সোজা রাখা প্রসঙ্গ—

হযরত নাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ) 'সফ' (কাতারসমূহ) বরাবর করার নির্দেশ দিতেন। যখন এ কাজে নিযুক্ত

ব্যক্তিরা তাঁর নিকট আসত এবং সফ্‌সমূহ বরাবর হয়েছে বলে তাঁকে জানাত, তখন তিনি তকবীর বলতেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ কাতার্ সোজা রাখা প্রসঙ্গ—

হযরত আবূ সুহায়ল ইবনে মালিক (রাঃ) তাঁর পিতা মালিক ইব্‌নে আবি আমির ইয়াসহাবী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন—তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর নামাযের ইকামত আরম্ভ হল, আমি তখন তাঁর সাথে আমার জন্য ভাতা নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে আলাপ করছিলাম। আমি বিরতি ছাড়াই তাঁর সাথে আলাপরত ছিলাম। তিনি তাঁর উভয় জুতার সাহায্যে কাঁকর (সরিয়ে) জায়গা সমান করছিলেন। এমন সময় কতিপয় লোক তাঁর নিকট এলেন, যাদেরকে তিনি 'কাতার' বরাবর করার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, 'কাতার' সমূহ বরাবর হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, কাতারে বরাবর হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বললেন।

(মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ প্রত্যেক উঠা-বসায় তাকবীর—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলতেন। আবার তাকবীর বলতেন যখন রুকূ করতেন। পরে রুকূ হতে যখন তাঁর পিঠ খাড়া করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন 'হে আল্লাহ্ তোমার জন্যই যাবতীয় প্রশংসা।' পরে আবার তাকবীর বলতেন যখন নিচের দিকে চলে যেতেন। পরে তাকবীর বলতেন যখন মাথা তুলতেন। আবার তাকবীর বলতেন যখন সিজদা করতেন। আবার তাকবীর বলতেন যখন তাঁর মাথা তুলতেন। এভাবে নামায সম্পূর্ণ না করা পর্যন্ত করতে থাকতেন। দু'রাকা'য়াতের পরে বসা হতে যখন উঠে দাঁড়াতেন তখনও তাকবীর বলতেন। (বুখারী, মুসলিম)

✧ রুকু ও সিজদার তসবীহ—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রুকূতে যাবে তখন সে তার রুকূতে 'সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম'- 'আমার মহান আল্লাহ্‌র পবিত্রতা প্রকাশ করছি আমি' তিনবার বলবে, তাহলে তার রুকূ সম্পূর্ণ হবে। আর ইহাই তার নিকটবর্তী। আর যখন সে সিজদায় যাবে, তখন সে তার সিজদায় 'সুবহানা রাব্বীয়াল আ'লা'-'আমার মহান উচ্চ আল্লাহ্‌র পবিত্রতা প্রকাশ করছি' তিনবার বলবে। তাহলে তার সিজদা সম্পূর্ণতা লাভ করবে। আর ইহাই তার নিকটবর্তী।

(তিরমিযী)

✧ ইমামকে রুকূতে পাওয়া গেলে কি করতে হবে—

হযরত আবূ উমামা ইব্‌ন সাহ্‌ল হুনায়ফ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ) (একবার) মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং লোকজনকে রুকূতে পেলেন। তিনিও রুকূ করলেন; অতঃপর (সেই অবস্থায়ই) আস্তে আস্তে চলতে চলতে 'সফ' বা কাতার পর্যন্ত পৌছলেন।

মালেক (রঃ) হতে বর্নিত, তিনি বলেন, তাঁর নিকট রেওয়ায়েত পৌছেছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে মাসউদ (রাঃ) রুকূতে আস্তে আস্তে হাঁটতেন।

(মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ নামাযে রুকু সেজদা ইত্যাদি সম্পন্ন করার বিধান—

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায আরম্ভ করতেন আল্লাহু আকবার দ্বারা এবং কেরাআত শুরু করতেন আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন দ্বারা এবং যখন রুকু করতেন, মাথা উপরেও করতেন না এবং নিচুও করতেন না; বরং এর মাঝামাঝি রাখতেন এবং যখন রুকু হতে মাথা উঠাতেন তখন সিজদায় যেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর যখন সেজদা হতে মাথা উঠাতেন (দ্বিতীয়) সেজদায় যেতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সোজা হয়ে না বসতেন এবং প্রত্যেক দুই রাকয়াতের পরই আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন এবং বসার সময় তিনি তাঁর বাম পা বিছায়ে দিতেন এবং ডান পা খাড়া রাখতেন। তিনি শয়তানের ন্যায় কুত্তা-বসা বসতে নিষেধ করতেন এবং কেউ পশুর ন্যায় দুই হাত মাটিতে বিছায়ে দেয় (তাও) নিষেধ করতেন, আর তিনি নামায শেষ করতেন সালামের দ্বারা। (মুসলিম)

✧ যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকায়াত পায়—

হযরত মালিক (রাঃ) বলেন, তাঁর নিকট রেওয়ায়েত পৌছেছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলতেন, যে রুকূ পেয়েছে সে সিজদাও পেয়েছে। আর যাঁর উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) ফাউত হয়েছে (পাওয়া যায়নি)। তাঁর অনেক সওয়াব ফাউত হয়েছে। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

হযরত আবূ হারায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকয়াত পেয়েছে সে অবশ্য নামায পেয়েছে। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ ইকামত শুরু হওয়ার পর নামায—

হযরত মালিক ইবনে বুহায়নাতা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে এমন সময় দুই রাকয়াত নামায

পড়তে দেখতে পেলেন যখন ইতিপূর্বেই ফরয নামাযের ইকামত বলা হয়েছে। পরে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায পড়া শেষ করে ফিরলেন তখন লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরল। তখন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সকাল বেলা নামায কি চার রাক'আত? সকাল বেলায় নামায কি চার রাক্আত? (বুখারী)

✧ নামায আদায় করার নিয়ম—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মসজিদের এক কোণে উপবিষ্ট ছিলেন। সে ব্যক্তি নামায পড়ল। পরে হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এসে তাঁকে সালাম করল। রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং আবার নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। লোকটি একথা শুনে ফিরে গেল এবং আবার নামায পড়ল। পরে ফিরে এসে হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবার সালাম বলল। হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম উত্তর দিলেন এবং বললেন, তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ে আস, কেননা তুমি যে নামায পড়েছ তা হয়নি। পরে তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার লোকটি বলল, হে রাসূল! কিভাবে নামায পড়তে হবে, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়া শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে বললেন, তুমি যখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিবে, তখন প্রথমেই খুব ভালো ও পূর্ণমাত্রায় ওযূ করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বেঁধে দাঁড়াবে। পরে নামাযে কুরআনের আয়াত যতটা তোমার পক্ষে পাঠ করা সম্ভব পাঠ করবে। তারপর রুকূ দিবে-তাতে সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যাবে তারপর মাথা তুলে সোজা সমান হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সিজদায় যাবে-সিজদায় স্থিত হয়ে থাকবে। পরে মাথা তুলে উঠে বসবে। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, অতঃপর মাথা তুলে উঠে সোজা সমান হয়ে দাঁড়াবে। এরপর নামাযের অন্যান্য সব কাজ অনুরূপ স্থিতি ও ধীরতা সহকারে সম্পন্ন করবে।

✧ নামায সম্পর্কিত আহকাম—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে ফেরেশ্তাগণ পালাবদল করে আসা-যাওয়া করেন। একদল ফেরেশ্তা রাতে এবং আর একদল দিনে, আর আসর ও ফজরের নামাযে তাঁরা একত্র হন। অতঃপর যাঁরা রাতেরবেলা তোমাদের মধ্যে ছিলেন, তাঁরা

ঊর্ধ্বলোকে চলে যান। আল্লাহ্ তায়ালা আপন বান্দাদের অবস্থা অধিক জ্ঞাত, তবুও তিনি ফেরেশতাদেরকে প্রশ্ন করেন, তোমরা আমার বান্দাদেরকে কি অবস্থায় রেখে এসেছ? উত্তরে ফেরেশতারা বলেন, আমরা তাদেরকে নামাযরত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং আমরা যখন তাঁদের নিকট গমন করেছিলাম তখনও তাঁরা নামাযে রত ছিলেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আদী ইব্ন খিয়ার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকের (সাহাবীগণের) মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। এমন সময় একজন লোক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সাথে চুপে চুপে কথা বললেন। সেই ব্যক্তি চুপে চুপে কি যে বললেন তা আমরা জানতে পারলাম না। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু উচ্চস্বরে আলাপ করতে আরম্ভ করলেন, তখন আমরা জানতে পারলাম যে, উক্ত ব্যক্তি মুনাফিকদের মধ্য হতে জনৈক মুনাফিককে কতল করার অনুমতি প্রার্থনা করছেন।

❑ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু জোরে কথা বলতে আরম্ভ করলেন এবং আগন্তুককে প্রশ্ন করলেন, সে মুনাফিক ব্যক্তিটি কি এ কথার সাক্ষ্য দেয় নাই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র (প্রেরিত) রসূল? সে ব্যক্তি বললেন, হাঁ, কিন্তু তার সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, সে কি নামায পড়ে না? আগন্তুক বললেন, হাঁ, তবে তার নামায নির্ভরযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এরাই সেই লোক, যাদের (হত্যা করা) হতে আল্লাহ্ আমাকে বিরত রেখেছেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত আতা ইব্ন ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, হে আল্লাহ্! আমার কবরকে পূজ্য মূর্তি বানাইও না। সে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ্র ক্ষোভ প্রবল হয়েছে, যে সম্প্রদায় তাদের নবীগণের কবরকে মসজিদ বা সিজদার জায়গা বানিয়ে নিয়েছে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত মাহমুদ ইব্নে লবীদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, উতবান ইব্নে মালিক (রাঃ) আপন সম্প্রদায়ের লোকদের ইমামতি করতেন, তিনি ছিলেন অন্ধ। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আরজ করলেন, আমাকে অনেক সময় অন্ধকার, বৃষ্টি ও স্রোতের সম্মুখীন হতে হয়, আর আমি হলাম দুর্বল দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন লোক, তাই হে আল্লাহ্র রসূল! আপনি আমার সালাম গ্রহণ করুন। রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিয়ে বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং আবার নামায পড়। কেননা তুমি নামায পড়নি। লোকটি একথা শুনে ফিরে গেল এবং আবার নামায পড়ল। পরে ফিরে এসে

রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবার সালাম বলল। রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন এবং বললেন, তুমি আবার গিয়ে নামায পড়ে আস, কেননা তুমি যে নামায পড়েছ তা হয়নি। পরে তৃতীয় কিংবা চতুর্থবার লোকটি বলল, হে রাসূল! কিভাবে নামায পড়তে হবে, তা আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়া শিক্ষা দেয়া প্রসঙ্গে বললেন, তুমি যখন নামাযের জন্য প্রস্তুতি নিবে, তখন প্রথমেই খুব ভালো ও পূর্ণমাত্রায় ওযূ করবে। তারপর কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বেঁধে দাঁড়াবে। পরে নামাযে কুরআনের আয়াত যতটা তোমার পক্ষে পাঠ করা সম্ভব পাঠ করবে। তারপর রুকূ দিবে-তাতে সম্পূর্ণ প্রশান্ত হয়ে যাবে তারপর মাথা তুলে একেবারে সমান হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সিজদায় যাবে-সিজদায় একেবারে স্থিত হয়ে থাকবে। পরে মাথা তুলে উঠে বসবে। অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে। অতঃপর মাথা তুলে উঠে একেবারে সমান হয়ে দাঁড়াবে। এরপর নামাযের অন্যান্য সব কাজ অনুরূপ স্থিতি ও ধীরতা সহকারে সম্পন্ন করবে।

✧ যে ব্যক্তি নামায পূর্ণ করার পর অথবা দুই রাকয়াত আদায় করার পর দাঁড়িয়ে যায়—

❑ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) আমাদেরকে দুই রাকয়াত নামায পড়িয়ে (আত্তাহিয়্যাতু পড়তে না বসেই) দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লিগণও তাঁর সাথে দাঁড়ালেন। তারপর নামায পূর্ণ করলেন এবং আমরা সালামের অপেক্ষায় রইলাম তখন তিনি 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর সালামের পূর্বে বসা অবস্থায়ই দু'টি সিজদা করলেন এবং সালাম ফিরালেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবারের ঘটনা) মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে জোহরের নামায পড়ালেন, তিনি দুই রাকয়াতের পর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং (আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য) বসলেন না। যখন তিনি নামায পূর্ণ করলেন তারপর দুইটি সিজদা (সাহু সিজদা) করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ নামাযে এরূপ কোন বস্তুর দিকে নজর করা যা নামায হতে মনোযোগ হটাইয়া দেয়

হযরত আলকামা ইবনে আবি আল্‌কামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী-পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আবূ জাহ্‌ম ইব্‌নে হুযায়ফা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খেদমতে শামী চাদর হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলেন—

যাতে ফুল, বুটা ইত্যাদি দ্বারা কারুকার্য করা ছিল। তা পরিধান করে তিনি নামায আদায় করলেন। নামায হতে ফিরে তিনি এরশাদ করলেন, এই চাদরখানা আবূ জাহ্‌ম-এর নিকট ফিরিয়ে দাও। কেননা তার কারুকার্যের দিকে নামাযে আমার দৃষ্টি পতিত হয়েছে। তা নামাযের একাগ্রতা নষ্ট করে আমাকে ফিতনায় লিপ্ত করেছে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ এক নামায দুই বার আদায় করার বিধান—

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, মো'আজ বিন্ জাবাল (প্রথমে) হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে (মসজিদে নববীতে) নামায আদায় করতেন, অতঃপর আপন লোকদের নিকট গিয়ে তাদের নামায পড়াতেন। (মেশকাত শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ কোন ব্যক্তি ঘরে ফরয নামায আদায় করার পর মসজিদে জামায়াত হতে দেখলে তার কি করা কর্তব্য? এ সম্পর্কীয় যাবতীয় হাদীস আলোচনা করে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও তাঁর অনুসারিগণ এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, যদি কেউ প্রথমে একা নামায আদায় করে থাকে এবং ঐ নামায আছর, মাগরিব ও ফজর না হয় অর্থাৎ, জোহর ও এশা হয়, তাহলে সে জামায়াতে পুনঃ নামায আদায় করবে। আর ইহা তার জন্য নফল হবে। আছর ও ফজরের পর নফল পড়া মাক্রূহ এবং তিন রাকয়াত কোনো নফল নেই। অতএব, এই তিন সময়ে পুনঃ পড়বে না। পক্ষান্তরে, ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারিগণ বলেন, আছর, মাগরিব ও ফযর সকল নামাযই দ্বিতীয়বার জামায়াতে আদায় করা যেতে পারে; এমন কি, প্রথমে জামায়াতের সাথে পড়লেও পারবে।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ "সেই নামাযই পড়াতেন।" এবং বোখারীর অপর বর্ণনায় আছে "সেই ফরয নামাযই" পড়াতেন।

ইমাম শাফেয়ীর মতে হযরত মু'আজ (রাঃ) হুজুরের পেছনে ফরযের নিয়ত করেছিলেন। তাঁর পরের নামায ছিল নফল। অতএব, নফল সম্পাদনকারীর পেছনে ফরয সম্পাদনকারীর একতেদা জায়েয। অপরপক্ষে ইমাম আ'জম আবু হানীফার মতে হযরত মু'আয হুযূরের সাথে জামায়াতে পড়ার বরকত লাভের উদ্দেশ্যে অথবা শিক্ষা করার জন্য তাঁর পেছনে নফলের নিয়তই করেছিলেন। অতএব, তাঁর পরের নামাযই ছিল ফরয। সুতরাং এ হাদীস হতে নফল সম্পাদনকারীর পেছনে ফরয সম্পাদনকারীর একতেদা জায়েয বলে বুঝা যায় না। নফল দুর্বল আর ফরয সবল। অতএব, নফল সম্পাদনকারীর পেছনে ফরয সম্পাদনকারীর একতেদা জায়েয নয়।

✧ **নামাযে সংশয় সৃষ্টি হলে মুসল্লির স্মরণ অনুযায়ী নামায পূর্ণ করা—**

আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যদি নামাযের মধ্যে সন্দেহগ্রস্ত হয়, তদ্দরুন তিন রাকয়াত পড়েছে না চার রাকয়াত পড়েছে তা মালুম করতে না পারে তবে সে আর এক রাকয়াত পড়বে এবং বসা অবস্থায়ই সালামের পূর্বে দু'টি সিজ্‌দা করবে। যে (এক) রাকয়াত সে পড়েছে তা যদি পঞ্চম রাকয়াত হয়ে থাকে, তবে উক্ত দুই সিজদা (ষষ্ঠ) রাকয়াতের পরিবর্তে গণ্য করা হবে (এবং) ঐ নামাযকে জোড় নামাযে পরিণত করবে। আর যদি তা চতুর্থ রাক'য়াত হয়, তবে দুই সিজদা শয়তানের অপমানের কারণ হবে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ **সহু সিজদা—**

❑ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক নামাযের দুই রাক'য়াত আমাদের নিয়ে আদায় করলেন। পরে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন, বসলেন না। মুক্তাদী লোকেরাও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেল। পরে তিনি যখন নামায সমাপ্ত করলেন এবং আমরা তাঁর সালাম ফিরানোর অপেক্ষা করতে থাকলাম এ সময় তিনি তাকবীর বললেন। সালাম ফিরানোর পূর্বে তাকবীর বললেন। বসা থাকা অবস্থায় পুনরায় দুইটি সিজদা দিলেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরালেন। (বুখারী, মুসলিম)

❑ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি এই সন্দেহে পড়ে যায় যে, সে কয় রাক'য়াত পড়েছে-তিন রাক'য়াত না চার রাক'য়াত; তখন সে যেন সন্দেহ ঝেড়ে ফেলে এবং যে কয় রাক'য়াত পড়েছে বলে দৃঢ় প্রত্যয় হয় তার উপর সে যেন ভিত্তি স্থাপন করে। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে সে যেন দু'টি সিজদা দেয়। সে যদি আসলে পাঁচ রাক'য়াত পড়ে থাকে, তাহলে এই সিজদা দু'টি মিলিয়ে তার নামায জোড়যুক্ত করে দেয়া হবে। আর যদি সে চার রাক'য়াত পূর্ণই পড়ে থাকে, তাহলে এই সিজদা দুটি শয়তানের পক্ষে লাঞ্ছনাকারী ও তার ক্রোধ উদ্রেককারী স্বরূপ হবে। (মুসলিম, আবূ দাউদ)

❑ হযরত আবদুর রাহমান ইবনে আওফ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যদি নামাযে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং ঠিক করতে না পারে এক রাক'য়াত পড়ল কি দুই রাক'য়াত, তখন যেন এক রাক'য়াত পড়েছে বলে মনে প্রত্যয় জাগায়। যদি সন্দেহ হয় যে, দু'রাক'য়াত পড়েছে, না তিন রাক'য়াত তখন দুই রাক'য়াত ঠিক করবে, আর যদি তিন রাকয়াত পড়েছে, না চার রাক'য়াত

তা ঠিক করতে না পারে, তবে যেন তিন রাকয়াত পড়েছে বলে মনকে শক্ত করে এবং সালাম ফিরানোর পূর্বে যেন দু'টি সিজদা দেয়।

✧ **নামাযে ভুল-ভ্রান্তি হলে কি করণীয়—**

❑ **হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, (এমনও হয়) তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন শয়তান উপস্থিত হয়, অতঃপর তার উপর ওয়াসা ওয়াস সৃষ্টি করে। ফলে সে কত রাকায়াত পড়েছে তা মালুম করতে পারে না। তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে তবে সে যেন বসা অবস্থায়ই দুইটি (সহু) সিজদা করে নেয়। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)**

❑ **হযরত মালেক (রঃ) বলেন যে, তাঁর নিকট হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমি ভুলে থাকি অথবা ভুলিয়ে দেয়া হয় এজন্য, যেন আমি হুকুম বা বিধান বর্ণনা করি। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)**

✧ **সহো সিজ্‌দার বিধান—**

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন নামায পড়তে দাঁড়ায় তখন শয়তান তার নিকট এসে তার নামাযের মধ্যে গোলযোগ ঘটায়। এমন কি সে (কোনো কোনো সময়) বলতে পারে না যে, নামায কয় রাক্য়াত পড়েছে। সুতরাং যখন তোমাদের কেউ এরূপ অবস্থা দেখবে সে যেন বসা থাকতে দু'টি সিজদা করে। (মেশকাত শরীফ)

✧ **ভুলে নামায পূর্ণ করার পর অথবা দুই রাকয়াত পড়ার পর দাঁড়িয়ে যায়—**

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে বুহায়না (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) আমাদেরকে দুই রাকয়াত নামায পড়িয়ে (আত্তাহিয়্যাতু পড়তে না বসেই) দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসল্লিগণও তাঁর সাথে দাঁড়ালেন। তারপর নামায পূর্ণ করলেন এবং আমরা সালামের অপেক্ষায় থাকলাম তখন তিনি 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর সালামের পূর্বে বসা অবস্থাতেই দু'টি সিজদা করলেন এবং সালাম ফিরালেন। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ **দুই রাকয়াত পড়ার পর ভুলবশতঃ কেউ সালাম ফিরালে তার কি করা কর্তব্য—**

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার) দুই রাকয়াত (পড়ে) নামায সমাপ্ত করলেন, তখন যুল-ইয়াদায়ন (রাঃ) সাহাবী তাঁকে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নামায সংক্ষিপ্ত

করা হয়েছে, না আপনার ভুল হয়েছে? ইহা শুনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (উপস্থিত মুসল্লিদের সম্বোধন করে) বললেন, যুল-ইয়াদায়ন ঠিক বলেছেন কি? লোকেরা বললেন, হাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠলেন এবং শেষের দুই রাকয়াত পড়লেন। তারপর (একদিকে) সালাম ফিরিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে সিজদা করলেন, পূর্বের মত (সিজদা) অথবা তা' হতে দীর্ঘ সিজদা। অতঃপর (পবিত্র) শির উঠালেন, পুনরায় তাক্‌বীর বলে সিজদায় গেলেন, পূর্বের (সিজদার) মত অথবা তা হতে দীর্ঘ সিজদা, অতঃপর (পবিত্র) শির উঠালেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত আবূ আহমদ (রঃ)-এর পুত্রের মাওলা আবূ সুফইয়ান (রঃ) হতে বর্ণিত-তিনি আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদা) আসরের নামায পড়লেন, তিনি (তাতে) দুই রাকয়াতের পর সালাম ফিরালেন। যুল-ইয়াদায়ন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, নামায কমিয়ে দেয়া হয়েছে না আপনি ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, (আমার মনে হয়) উভয়ের কোনটাই ঘটেনি। যুল-ইয়াদায়ন বললেন, হে আল্লাহ্‌র রসুল! একটা কিছু ঘটেছে। (ইহা শুনার পর) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র মুখমণ্ডল সাহাবাদের দিকে করলেন এবং জিজ্ঞেস্ করলেন, যুল-ইয়াদায়ন কি ঠিক বলছেন? উপস্থিত সাহাবাগণ বললেন, হাঁ। তারপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়ালেন এবং অবশিষ্ট নামায পূর্ণ করলেন। তারপর (একদিকে) সালামের পর বসা অবস্থায় দু'টি সিজদা করলেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ **নামাযে কুরআন পাঠ—**

❑ হযরত উবাদাহ্ ইবনে সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে লোক (নামাযে) সূরা ফাতিহা পড়েনি, তার নামায (হয়) নাই। সিহাহ্ সিত্তাহ)

❑ হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে লোক যে কোন নামায পড়ল, কিন্তু তাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না তার সে নামায অসম্পূর্ণ-পঙ্গু। (মুসনাদে আহমদ, ইবনে মাজাহ্)

❑ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক রাকয়াত নামাযে যে লোক সূরা ফাতিহা ও সেই সঙ্গে অপর কোন সূরা না পড়ে, তার নামায হয় না।

❑ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমাম তো অনুসরণ করার জন্যই নিযুক্ত করা হয়। কাজেই ইমাম যখন তাকবীর বলবে, তোমরাও তখন তাকবীর বলবে এবং ইমাম যখন কুরআন পড়বে, তোমরা তখন গভীর মনোযোগ সহকারে ও নীরবে তা শ্রবণ কর। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)

❑ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিন বলেছেন, যে লোক ইমামের পেছনে নামায পড়ে, ইমামের কুরআন পড়াই তার জন্য যথেষ্ট।

(মুয়াত্তা আবূ হানিফা-উমাদাতুলকারী)

❑ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হয়, কোন্ ধরনের নামায উত্তম? উত্তরে তিনি বলেছেন, দীর্ঘক্ষণ বিনয়াবনত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকা। (তিরমিযী, আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

❑ হযরত মা'দান ইবনে তালহা আল-ইয়া'মুরী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুক্ত দাস হযরত সওবান (রাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁকে বললাম যে, আমাকে এমন একটি কাজের কথা বলুন, যার দরুন আল্লাহ্ আমাকে উপকৃত করবেন ও তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আমার কথা শুনে তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। আমার জিজ্ঞাসার কোন উত্তর দিলেন না। পরে তিনি আমার প্রতি তাকালেন এবং বললেন, বহু সিজদা করা তোমার কর্তব্য। কেননা আমি রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে বান্দাই আল্লাহ্‌র জন্য একটি সিজদা করে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য তার মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি করে দেন এবং তার গুনাহ খাতা ক্ষমা করেদেন। (তিরমিযী, আহমদ, মুসলিম, আবূ দাউদ)

✧ **এশা ও মাগরিব-এর কিরাআত—**

মুহাম্মদ ইবনে যুবায়র ইবনে মুত'য়িম (রঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন; আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাগরিবের নামাযে সূরা ওয়াত্তুর পাঠ করতে শুনেছি। (মুয়াত্তাঃমালিক)

❑ হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত-উম্মুল ফযল বিনতে হারিস (রাঃ) তাঁকে সূরা ওয়াল মুরছালাতে গোরফান পাঠ করতে শুনে বলেছিলেন; হে বৎস, তুমি এই সূরা পাঠ করে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে।

এই সূরাটি সর্বশেষ সূরা যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পবিত্র মুখে মাগরিবের নামাযে পাঠ করতে আমি শুনেছি। (মুয়াত্তাঃমালিক)

❑ হযরত নাফি (রঃ) হতে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রাঃ) যখন একা নামায পড়তেন তখন চার রাকয়াতবিশিষ্ট নামাযের প্রত্যেক রাকয়াতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি করে সূরা পাঠ করতেন। আর এমনও হত যে, ফরয নামাযের এক রাকায়াতে দুই তিনটি সূরা এক সাথেও পাঠ করতেন। আর মাগরিবের নামাযে প্রথম দুই রাকয়াতে সূরা ফাতিহার সাথে একটি করে সূরা পড়তেন। (মুয়াত্তাঃ মালিক)

✧ এশা ও মাগরিব-এর কিরায়াত—

হযরত আ'দী ইব্‌নে সাবিত আনসারী (রঃ) হতে বর্ণিত, হযরত বারা'ইব্‌নে আযিব (রাঃ) বলেছেন; আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে এশার নামায পড়েছিলাম। তিনি সে নামাযে সূরা ওয়াত্তিনী ওয়াযযাইতুন পড়ছিলেন। (মুয়াত্তাঃ মালিক)

✧ কিরায়াত সম্পর্কীয় আহকাম—

❑ হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌নে আবদিল্লাহ্ ইব্‌নে হুনায়ন (রঃ) তাঁর পিতা হতে, তিনি হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়াছফার ও কেচ্ছি (পুরুষদেরকে) পরিধান করতে নিষেধ করেছেন, আরও নিষেধ করেছেন পুরুষদেরকে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে। রুকূতে কুরআন পাঠ করতেও তিনি নিষেধ করেছেন, (কেচ্ছি রেখাযুক্ত এক প্রকার রেশমী বস্ত্র এবং মুয়াছফার হলুদ বর্ণের বস্ত্র)। (মুয়াত্তাঃমালিক)

❑ হযরত আবূ হাযিম তাম্মার (রঃ) কর্তৃক হযরত বায়াযী (রাঃ) হতে বর্ণিত— রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল লোকের কাছে আগমন করলেন, সেই সময় তারা (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে) নামায পড়ছিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে কুরআন পড়ছিলেন; তা দেখে তিনি বললেন; নামাযরত ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে মোনাজাত করে, কাজেই তার খেয়াল রাখা উচিত যে, কিরূপে তার প্রভুর সাথে আলাপ করছে। আর তোমরা শব্দ করে (নামাযে) কুরআন পাঠ করে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করো না। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ উম্মুল কুরআন প্রসঙ্গ—

হযরত আলী ইব্‌নে আবদুর রহমান ইব্‌নে ইয়াকুব (রঃ) হতে বর্ণিত–আমির ইব্‌নে কুরায়য-এর মাওলা আবু সাঈদ (রাঃ) তাঁর নিকট বর্ণনা করেছেন; রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইব্‌নে কা'ব (রাঃ)-কে ডাকলেন, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ করে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দরবারে হাযির হলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপন হাত তাঁর হাতের উপর রাখলেন, তখন তিনি (উবাই ইবনে কা'ব) মসজিদের দরজা দিয়ে বের হতে চাইতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন; আমার ইচ্ছা যে, তুমি একটি সূরা জ্ঞাত না হয়ে মসজিদ হতে বের হবে না। সূরাটি এরূপ যে, তার সমতুল্য কোন সূরা 'তওরীত', 'ইন্‌যীল' এমন কি খোদ 'কুরআন শরীফে'-ও অবতীর্ণ হয়নি। হযরত উবাই (রাঃ) বললেন; তা শুনে সূরাটি জানার বাসনায় আমি ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমি বললাম; হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে সূরাটি জ্ঞাত করানোর বিষয় আপনি আমাকে বলেছেন তা কোন্ সূরা? তিনি বললেন, তুমি নামায আরম্ভ করার পর কিরূপে কিরআত পড়? হযরত উবাই (রাঃ) বলেন; আমি সূরা ফাতিহা আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন হতে শেষ পর্যন্ত তাঁকে পড়ে শুনালাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইহাই সে সূরা। (যে সূরার কথা বলেছিলাম) এ সূরার নামই-ছাবয়া মাসানি ওয়াল কুরআনিল আযীম যা আমাকে প্রদান করা হয়েছে। (মুয়াত্তাঃ মালিক)

✧ নীরবে যে নামাযে কিরআত পড়া হয় সে নামাযে ইমামের পিছনে কুরআন পড়া—

হযরত আবুস সায়িব মাওলা হিশাম ইবনে যুহরা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন; আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামায পড়েছে, কিন্তু সে নামাযে 'উম্মুল কুরআন' পড়েনি, তার নামায অসম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ-না সম্পূর্ণ।(মুয়াত্তাঃমালিক)

✧ যাহ্‌রী নামাযের ইমামের পিছনে কিরায়াত পড়া হতে বিরত থাক—

হযরত ইব্‌নে উকায়মা লায়সী (রঃ) হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শব্দ করে কুরআন পাঠ করা হয়েছে এমন একটি নামায সমাপ্ত করলেন। অতঃপর বললেন, তোমাদের কেউ এখন (নামাযে) আমার সাথে কুরআন পড়েছো কি? উত্তরে এ ব্যক্তি বললেন, হাঁ, আমি পড়েছিলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, এর পর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি (মনে মনে) বলছিলাম, আমার কি হল কুরআন পাঠে আমার সাথে মুকাবিলা করা হচ্ছে কেন! একথা শুনে লোকেরা (নামাযে ইমামের পিছনে) কুরআন পড়া হতে বিরত হলেন। যে নামাযে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শব্দ করে কুরআন পাঠ করেছিলেন, সেরূপ নামাযেই তিনি (কোন সাহাবী কর্তৃক কুরআন পড়তে) শুনেছিলেন। (মুয়াত্তাঃ মালিক)

✧ **নামাযের মধ্যে কেরায়াত পড়া—**

হযরত ওসমান ইবনে সামেত (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পড়েনি তার নামায হয়নি।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে–যে উম্মুল কোরআন এবং ততোধিক কিছু পড়েনি (তার নামায হয়নি) (মেশকাত শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ "উম্মুল কোরআন"–সূরা ফাতেহার অপর নাম। এই হাদীস অনুসারে ইমাম শাফেয়ী ও আহ্মদ ইবনে হাম্বল বলেন, নামাযে সূরা ফাতেহা পড়া ফরয। অপরপক্ষে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, ফরয নয়, ওয়াজি। কেননা, কোরআন পাকে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, " কোরআনের যা তোমাদের পক্ষে সহজ ও সম্ভব তা পড়।" অপর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক বেদঈনকে বলেছেন, " কোরআনের যা তোমার জানা আছে তা পড়।" এতে বুঝা গেল যে, কোরআনের যে কোন অংশ পড়লেই-চাই তা সূরা ফাতেহা হউক বা অন্য কিছু, ফরয আদায় হয়ে যাবে, তবে সূরা ফাতেহা না পড়লে নামায অপূর্ণ থাকবে। সুতরাং প্রথম হাদীসে "নামায হয়নি"–এর অর্থ নামায পূর্ণতা লাভ করেনি।

✧ **নামাযের মধ্যে কোরআনের সিজদা—**

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কোরআন পড়ে শুনাতেন। যখন তিনি সিজদার আয়াতের নিকট পৌঁছতেন তক্‌বীর বলতেন এবং সিজ্‌দা করতেন, আর আমরাও তাঁর সাথে সিজ্‌দা করতাম। (আবু দাউদ)

✧ **সূরা ফাতিহা ছাড়া নামায হয় না—**

হযরত আবুস সায়িব 'মাওলা' হিশাম ইব্‌নে যুহরা (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এরূপ বর্ণনা করতে শুনেছেন; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহিহ ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নামায পড়েছে, কিন্তু সে নামাযে 'উম্মুল কুরআন' (সূরা ফাতিহা) পড়েনি, তার নামায অসম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ-অসম্পূর্ণ-না-না তামামা। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ **নামাযে তাশাহ্‌হুদ পড়ার বিধান—**

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বসে তাশাহ্‌হুদ পড়তেন, ডান হাতকে ডান উরুর উপর এবং বাম হাতকে বাম উরুর উপর রাখতেন, আর তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন। এসময় তিনি বৃদ্ধা অঙ্গুলীকে মধ্যমা অঙ্গুলীর উপর রাখতেন এবং বাম হাতের কর দ্বারা বাম হাঁটুকে জড়িয়ে ধরতেন। (মুসলিম শরীফে)

✧ **নামাযে তাশাহহুদ পাঠ—**

হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিছনে নামায আদায় করতে গিয়ে আমরা বলতাম আল্লাহর প্রতি সালাম, অমুকের প্রতি সালাম। এ সময় একদিন রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বললেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ হচ্ছেন সালাম। কাজেই তোমাদের কেউ যখন নামাযে বসবে তখন সে যেন আত্তাহিয়্যাতু পড়ে, বলে, আল্লাহ্‌র জন্যই সব সালাম সম্বর্ধনা, সমস্ত নামায দোয়া ও সব পবিত্র বাণী। হে নবী! তোমার প্রতি সালাম, আল্লাহ্‌র রহমত এবং বরকত সর্ববিষয়েই শ্রী-বৃদ্ধি। সালাম ও শান্তি-নিরাপত্তা আমাদের প্রতি ও আল্লাহ্‌র সব নেক বান্দার প্রতিও। একথা যখন বলা হবে, তখন এ বাক্যসমূহ আসমান ও জমীনে অবস্থিত আল্লাহ্‌র সব নেক বান্দার জন্য ইহা যথার্থভাবে পৌঁছবে। (এর পর বলবে) আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল। অতঃপর যে কোন বিষয়ে ইচ্ছা প্রার্থনা পেশ করবে।

✧ **নামাযের সামনে দিয়ে গমন করার পরিণাম—**

হযরত আবু জুহাইম (রাঃ) বলেন, রাসূলুলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নামাযের সম্মুখ দিয়ে গমনকারী যদি জানত তার কি গুনাহ্ হয়, তবে সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করত, মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমন করা অপেক্ষা। রাবী আবু নযর বলেন, আমি বলতে পারি না যে, আবু জুহাইম চল্লিশ দিন বলেছেন, না মাস, না বছর। (মেশকাত শরীফ)

ব্যাখ্যা ঃ ইমাম তাহাবী (রহঃ) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর এক হাদীস হতে বুঝা যায় যে, এখানে চল্লিশ বছরের কথাই বলা হয়েছে। মুছল্লী আল্লাহ্‌র সাথে কথোপকথনে রত থাকে। অতএব, তাদের মধ্য দিয়ে গমন করা সত্যিই অতি কঠিন বেয়াদবী।

✧ **নামাযের সম্মুখ দিয়ে গমনকারীকে বাধা দেওয়ার উপদেশ—**

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন কেউ কোন জিনিসকে মানুষ হতে আড়ালরূপে দাঁড় করিয়ে নামায পড়তে থাকে, আর কেউ সে আড়ালের ভিতর দিয়ে অতিক্রম করতে চায়, তখন সে যেন তাকে বাধা দেয়। যদি সে অমান্য করে

তাহলে সে যেন তার সাথে লড়ে। কেননা, সে (মানবরূপী) শয়তান। ইহা বুখারী শরীফের বর্ণনা, আর মুসলিম শরীফও এই মর্মে রেওয়ায়েত করেছেন।

(মেশকাত শরীফ)

✧ নামাযে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠ ও তার ফযীলত—

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী লায়লা তাবেয়ী (রহঃ) বলেন, সাহাবী হযরত কা'ব ইবনে উজ্‌রা (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, (হে আবদুর রহমান!) আমি কি তোমাকে একটি কথা জানিয়ে দিব না যা আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি? আমি বললাম, হাঁ, আমাকে তা বলে দিন। তখন তিনি বললেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার প্রতি সালাম কিভাবে পাঠ করব তা আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। বলুন, আমরা আপনার প্রতি ও আপনার পরিবারের প্রতি 'সালাত' (দরূদ) কিভাবে পাঠ করব? হুযুর (দঃ) বললেন, তোমরা এরূপ বলবে–হে খোদা! তুমি মুহাম্মদ ও তাঁর পরিজনের প্রতি রহমত বর্ষণ কর, যেভাবে রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম ও তাঁর পরিবার পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে খোদা! তুমি বরকত নাযিল কর মুহাম্মদ ও তাঁর পরিজনের প্রতি, যেভাবে তুমি বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম ও তাঁর পরিজনের প্রতি। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত ও সম্মানিত। (মেশকাত শরীফ)

✧ নামাযের পর দোয়া কালাম—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবাইর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন উচ্চঃস্বরে বলতেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই; তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, এই তাঁরই প্রশংসা, তিনি সর্বশক্তিমান। (কারও) কোন উপায় বা শক্তি নেই আল্লাহ্‌র সাহায্য ব্যতীত। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আমরা তাঁকে ছাড়া আর কারও ইবাদত করি না। তাঁরই নেয়ামত, তাঁরই অনুগ্রহ, তাঁরই উত্তম প্রশংসা। আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। দ্বীন (ধর্মকে) আমরা একমাত্র তাঁরই জন্য মনে করি–যদিও কাফেরগণ না-পছন্দ করে।" (মুসলিম)

✧ নামাযে দরূদ পাঠ—

হযরত আবু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময় এলেন, যখন আমরা হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রাঃ)-এর মজলিসে বসেছিলাম। তখন হযরত বশীর ইবনে আদ রাসূলে করীম (দঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন আমাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা

আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কিভাবে ও কেমন করে আপনার প্রতি দরুদ পাঠ করব? অতঃপর মহানবী রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে থাকলেন। তখন আমাদের মনে হল, তাঁকে যে কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি। কিছুক্ষণ পর মহানবী রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা বল আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়ালা আলি মুহাম্মাদ কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়ালা আলি ইবরাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ অর্থাৎ হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের লোকদের প্রতি দরূদ পৌঁছাও যেমন তুমি ইবরাহীমের লোকদের প্রতি বরকত দিয়েছ। নিশ্চয়ই তুমি উচ্চ প্রশংসিত ও মহান পবিত্র। এর পর সালাম-যেমন তোমরা জান। (মুসনাদে আহমদ, মুসলিম, নাসায়ী, তিরমিযী)

অপর এক হাদীস হযরত ফুদালা ইবনে উবাইদ রাদিইয়াল্লাহু তায়াল আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামাযে দোয়া করতে শুনলেন। কিন্তু সে দোয়ায় মহান আল্লাহ্‌র হাম্‌দ (প্রশংসা) করলোনা এবং মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদও পড়লোনা। যখন তোমাদের কেউ নামায আদায় করে, তার পাক-পবিত্র প্রভুর হাম্‌দ ও সানা দিয়েই নামায শুরু করা উচিত, এরপর মহানবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর দরূদ পাঠ করা উচিত, এরপর নিজের ইচ্ছামতো দোয়া চাওয়া উচিত। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে সহীহ হাদীস বলে চিহ্নিত করেছেন। এখানে রিয়াদুস সালেহীন থেকে গৃহীত।

✧ নামাযের সালাম ফিরানোর বর্ণনা —

হযরত ওয়ায়েল ইবনে হাজার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাকবীরের সময় হাত উঠাতে দেখেছি এবং তিনি ডান ও বাঁম দিকে সালাম ফিরাতেন। (মুসনাদে ইমাম আবু হানিফা রহঃ)

✧ নামাযের শেষে দোয়া—

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি সংবাদ জানিয়েছেন যে, রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে এ দোয়াটি পড়তেন, হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই কবর আযাব হতে, আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই দাজ্জাল মসীহর বিপদসমূহ হতে এবং আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই জীবন ও মৃত্যুর বিপদ হতে। হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই (খারাপ) পাপ হতে ও ঋণ হতে। একজন লোক রাসূলের নিকট প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূল! ঋণ হতে আপনি অনেক বেশী পানাহ্ চেয়ে থাকেন, এর কারণ কি? উত্তরে তিনি

বললেন, এক ব্যক্তি যখন ঋণগ্রস্ত হয়, তখন কথা বললে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে, বিরোধিতা করে। (বুখারী, আবূ দাউদ, নাসায়ী)

✧ বসে নামায আদায়কারীর নামাযের তুলনায় দাঁড়িয়ে নামায আদায়কারীর নামাযের ফযিলত—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের কারও নামায যা সে বসা অবস্থায় পড়েছে (সওয়াবের বেলায়) তার দাঁড়িয়ে নামায পড়ার অর্ধেকের সমতুল্য। (মুয়াত্তা ঃ ইমাম মালিক)

✧ নামাযে বসা প্রসঙ্গ—

হযরত মুসলিম ইব্নে আবূ মার্‌ইয়াম্ (রঃ) আলী ইব্নে আবদুর রহমান মূআ'বী (রঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) আমাকে দেখলেন, আমি ছোট ছোট কংকর নিয়ে নামাযে খেলা করছি। আমি নামায পড়ে ফিরলে তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (নামাযে) যেরূপ করেছেন তুমিও সেরূপ করবে। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিরূপ করতেন? তিনি বলেন 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার জন্য যখন বসতেন, তখন তিনি হাতের পাতা ডান উরুর উপর রাখতেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলো সংকুচিত করে নিতেন। অতঃপর ইবহাম-এর (বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্ববী আঙ্গুল) দ্বারা ইশারা করতেন এবং বাম করতলকে বাম উরুর উপর স্থাপন করতেন, তারপর বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপই করতেন। (মুয়াত্তাঃমালিক)

✧ সওয়ারীর উপর নামায আদায় করা এবং সফরে দিনে ও রাতে নফল পড়া—

হযরত নাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) সফরে ফরয নামাযের সাথে অন্য কোন নামায পড়তেন না, আগেও না, পরেও না। অবশ্য তিনি মধ্যরাতে মৃত্তিকার উপর নামায পড়তেন, আর পড়তেন তাঁর উটের হাওদার উপর, উট যে দিকেই মুখ করে থাকুক না কেন। (মুয়াত্তামালিক)

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (রঃ) বলেন, হযরত মালেক (রঃ)-কে সফরে নফল নামায পড়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, দিনে হোক বা রাতে হোক, নফল নামায পড়াতে কোন ক্ষতি নেই। তাঁর নিকট খবর পৌঁছেছে যে, কতিপয় আহ্‌লে ইল্‌ম সফরে নফল পড়তেন।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি গাধার উপর নামায পড়তে দেখেছি, তখন গাধাটির মুখ ছিল খায়বরের দিকে। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে দীনার (রঃ) কর্তৃক হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূললুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফরে তাঁর সওয়ারীর উপর নামায পড়তেন সওয়ারী যে দিকেই মুখ করুক না কেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া ইব্নে সাঈদ (রঃ) বলেছেন, আমি হযরত আনাস ইব্নে মালেক (রাঃ)-কে সফরে গাধার পিঠে নামায পড়তে দেখেছি অথচ গাধাটির মুখ কিবলার দিকে ছিল না, তিনি রুকু সিজদা করতেন ইশারায়, তাঁর ললাট কোন কিছুর উপর রাখতেন না। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

✧ মুসল্লীদের সম্মুখ দিয়ে কারও চলার ব্যাপারে কড়া নিষেধাজ্ঞা—

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কেউ নামায পড়, তখন সে সময় সামনে দিয়ে কাউকেও হাঁটতে দিবে না; বরং যথাসাধ্য তাকে বারণ করবে। এতদ্‌সত্ত্বেও যদি সে বিরত না হয়, তবে শক্তি প্রয়োগ করবে। কেননা সে অবশ্যই দুষ্ট লোক। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

হযরত বুস্‌র ইবনে সাঈদ (রঃ) হতে বর্ণিত, হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহনী (রাঃ) তাঁকে হযরত আবূ জুহায়ম (রাঃ)-এর নিকট তা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে পাঠালেন যে, তিনি মুসল্লীর সামনে দিয়ে চলাচলকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে কি শুনেছে।

হযরত আবূ জুহায়ম (রাঃ) বললেন, রাসূললুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি মুছল্লী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচলকারী জানত যে, এর জন্য তার কি পরিণাম পাপ হবে, তবে সে নিশ্চিত মনে করত যে, মুসল্লী ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাচল করা অপেক্ষা তার পক্ষে সঠিকভাবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা অধিক শ্রেয়। আবূন্ নায্‌র বলেন, আমি বলতে পারছি না তিনি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর বলেছিলেন। (মুয়াত্তাঃ মালিক)

✧ মুছল্লীর সামনে দিয়ে চলার অনুমতি—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন, আমি একটি গাধীর উপর সওয়ার হয়ে এলাম। আমি সে সময় সাবালগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে উপনীত হয়েছি। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মিনাতে লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি কোন একটি কাতারের মাঝ দিয়ে চললাম,

তারপর (সওয়ারী হতে) অবতরণ করে গাধীকে চড়ার জন্য ছেড়ে দিলাম এবং আমি কাতারে শামিল হলাম। এর জন্য আমাকে কেউ কোন তিরস্কার করেনি। (মুয়াত্তাঃমালিক)

✧ নামাযের মধ্যে হাত বুলিয়ে কাঁকর সরানো—

হযরত আবূ জাফর কারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি সিজদার জন্য যখন নত হতেন, তখন তাঁর কপাল রাখার স্থান হতে খুব হাল্‌কাভাবে হাত বুলিয়ে কাঁকর সরাতেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ যে সময় (পায়খানা-পেশাব ইত্যাদি) আবশ্যক পূরণের ইচ্ছা করে সে সময় নামায পড়া নিষেধ—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আরকাম (রাঃ) তাঁর সহচরদের ইমামতি করতেন। একদিন নামায শুরু হল। সে মুহূর্তে তিনি স্বীয় প্রয়োজন সারার উদ্দেশ্যে বাইরে গমন করলেন। অনন্তর (তথা হতে) ফিরলেন। তারপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি; তোমাদের কেউ (পায়খানা-পেশাবের জন্য) ঢালু জায়গায় যাওয়ার মনস্থ করলে তবে নামযের পূর্বে তা সেরে নিবে। (মুয়াত্তা মালিক)

নফল, সুন্নত, কাযা ও কসর নামাযের ফাযায়েল

✧ সুন্নত নামায ও তার ফযীলত

হযরত বিবি উম্মে হাবীবাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে এক দিনে-রাতে (ফরয ব্যতীত) বার রাকায়াত নামায পড়বে তার জন্য বেহেশ্‌তে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে, চার রাকয়াত জোহরের পূর্বে, দুই রাকয়াত তার পরে, দুই রাকয়াত মাগরিবের (ফজরের) পরে, দুই রাকয়াত এশার পরে দুই রাকায়াত ফজরের ফরজের পূর্বে। (তিরিমিযী)

✧ সুন্নত নামাযের বিবরণ—

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে দশ রাকয়াত সুন্নত স্মরণ রেখেছি। তাহল, যোহরের পূর্বে দুই রাকয়াত, মাগরিবের পরে দুই রাকয়াত বাড়িতে এশার পর দুই রাকয়াত আর ফজরের পূর্বে দুই রাকয়াত।

✧ ফরযের সাথে সাথে সুন্নতে মুআক্কাদাহ পড়ার ফযীলত—

হযরত উম্মুল মু'মিনীন উম্মে হাবীব রামলাহ্ বিনতে আবু সুফিয়ান রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্, ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কোন মুসলমান যে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে

প্রতিদিন ফরয নামাযগুলো ছাড়া বার রাকয়াত নফল নামায পড়ে আল্লাহ্ তার জন্য বেহেশ্‌তে একটি ঘর তৈরি করেন অথবা (হাদীসের শেষের শব্দগুলো এভাবে বলা হয়েছে) তিনি তার জন্য বেহেশ্‌তে একটি ঘর তৈরি করেন। (মুসলিম)

✧ সুন্নত নামায—

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের ফরয নামাযের পূর্বে চার রাকয়াত ও তার পরে দুই রাকয়াত নামায পড়তেন। (তিরমিযী)

✧ ফজরের না পড়া সুন্নত—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন, যে লোক ফজরের সুন্নত দুই রাকয়াত (ফরযের পূর্বে) পড়েনি সে যেন তা সূর্যোদয়ের পরে পড়ে নেয়। (তিরমিযী)

✧ ফজরের দু'রাকায়াত সুন্নত নামাযের ফযীলত—

হযরত আয়েশা রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, ফযরের দুই রাকয়াত (সুন্নত) দুনিয়া এবং তার ভিতর যা কিছু আছে তার চেয়ে ভাল। ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, এ দু'টি (রাকায়াত) সারা দুনিয়ার চাইতে আমার কাছে প্রিয়।

✧ যোহুরের চার রাকয়াত সুন্নত—

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহুরের পূর্বে চার রাকয়াত সুন্নত পড়তে না পারলে তিনি তা ফরযের পরে পড়তেন।

✧ আসরের চার রাকয়াত সুন্নতের ফযীলত—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদিইয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি (নবী সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকয়াত (সুন্নত) পড়ে আল্লাহ তার ওপর রহম করবেন। আবু দাউদ ও তিরমিযী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে হাছান হাদীস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

✧বত্‌রের নামায—

হযরত বুরায়দা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, বিত্‌রের নামায সত্য, যে লোক বেত্‌রের নামায পড়বে না, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (আবূ দাউদ)

✧ বিত্‌রের নামাযে দোয়া কুনূত পাঠ—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিত্‌রের নামাযে রুকূ দেওয়ার পূর্বে দোয়া কুনূত পড়তেন। (ইবনে আবূ শায়বাহ, দারে কুতনী)

✧ কাযা নামায—

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি কোন নামায ভুলে যাবে, সে যেন তা মনে পড়ার সাথে সাথে আদায় করে নেয়। সেজন্য কোন কাফফারা দিতে হবে না। শুধু কাযা নামাযই পড়তে হবে। (কুরআন মজীদে বলা হয়েছে) 'নামায কায়েম কর আমার স্মরণের জন্য।' (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ)

✧ কাযা নামায পড়ার পরম্পরা—

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উমর (রাঃ) পরিখা যুদ্ধের দিন কুরাইশ কাফেরদেরকে গালমন্দ করতে লাগলেন এবং বললেন, হে রাসূলুল্লাহ! আমি আসরের নামায পড়তে পারিনি, ইতঃমধ্যে সূর্য অস্ত গিয়েছে। অতঃপর আমরা বুতহান উপত্যকায় উপস্থিত হলাম। তখন হযরত উমর (রাঃ) নামায পড়লেন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর। তার পরই মাগরিব পড়লেন। (বুখারী)

✧ কসর নামায—

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম নামায দুই রাক্‌য়াত করে ফরয করা হয়েছিল। পরে বিদেশ ভ্রমণকালীন নামায এই দুই রাকয়াত-ই বহাল রাখা হয় এবং ঘরে উপস্থিতকালীন নামায সম্পূর্ণ করা হয়। (বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী)

হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-কে কুরআন মজীদের আয়াতঃ 'নামায কসর' করলে তোমাদের কোন দোষ হবে না। যদি তোমরা ভয় পাও যে, কাফেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে' বললাম এখন তো লোকেরা সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হয়েছে (এখন এর ব্যবহারিকতা কি?) তখন তিনি বললেন, তুমি যেরূপ বিস্ময় বোধ করছ, আমিও এই আয়াত সম্পর্কে বিস্ময় বোধ করছিলাম। পরে আমি রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করি। উত্তরে তিনি বলেছেন তা এমন একটি বিশেষ দান, যা আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে দিয়েছেন অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র এ দান গ্রহণ কর। (মুসলিম)

✧ সফরে নামায 'কসর' পড়া—

হযরত খারিদ ইব্‌নে আসীদ (রাঃ)-এর বংশের জনৈক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আবূ আবদুর রহমান! আমরা সালাতুল খাওফ

(ভয়জনিত অবস্থায় নামায) ও সালাতুল হায্‌র (মুকীম অবস্থায় নামায)-এর উল্লেখ কুরআনে পাই, কিন্তু সালাতুস্ সফর (সফরের নামায-এর কথা তো কুরআনে) পাই না? আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) বললেন, হে আমার ভাতিজা! আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের নিকট যখন হযরত মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রেরণ করেছেন, তখন আমরা কিছু জানতাম না, ফলে আমরা তাঁকে যেরূপ করতে দেখেছি সেরূপ করে থাকি। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ কত দূরের সফরে নামায কসর পড়া ওয়াজিব হয়—

হযরত নাফি (রাঃ) হতে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রাঃ) হজ্জ অথবা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলে 'যুল-হুলায়ফা' নামক স্থানে নামায কসর পড়তেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ ইকামত (কোন স্থানে অবস্থানের নিয়ত) না করলে মুসাফির নামায কত রাকয়াত পড়তে—

হযরত নাফি (রঃ) হতে বর্ণিত, ইবনে উমর (রাঃ) মক্কা শরীফে দশ রাত পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন এবং নামায কসর পড়েছিলেন। কেবলমাত্র ইমামের সাথে নামায পড়লে তখন ইমামের নামাযের মতই পড়তেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ মুসাফিরের নামায যখন সে ইমাম হন অথবা অন্য ইমামের পিছনে নামায পড়েন—

হযরত সালিম ইবনে আবদুল্লাহ্ (রঃ) তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন মক্কায় আসতেন তখন তাঁদেরকে দুই রাকয়াত নামায পড়াতেন। (নামায শেষে) বলতেন, হে মক্কাবাসীরা! তোমরা তোমাদের নামায পূর্ণ কর, কেননা আমরা মুসাফির। নফল, সুন্নত, কাযা, কসর নামায আসলাম তাঁর পিতা হতে তিনি হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে অনুরূপ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ সালাতুয যুহা (চাশ্‌ত ও ইশরাকের নামায)—

হযরত আকীল ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হযরত মাওলা আবু মুররা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে হযরত উম্মুহানী বিন্‌তে আবি তালিব (রাঃ) আবূ-মুররা-এর নিকট বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আট রাকায়াত নামায পড়েছেন। তখন তাঁর পরিধানে (সর্বাঙ্গে জড়ানো অবস্থায়) একটি মাত্র কাপড় ছিল। (মুয়াত্তামালিক)

✧ মুসাফির ও মুকীম থাকা অবস্থায় দুই নামায একত্রে পড়া—

হযরত আবুত তুফায়েল আমির ইবনে ওয়াসিলা (রাঃ) হতে বর্ণিত-মুআয ইবনে জব্‌ল (রাঃ) তাঁকে বলেছেন তাঁরা তবুকের যুদ্ধের বছর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সফরে বের হলেন। (সে সফরে) রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহর, আসর, মাগ্‌রিব ও ইশা একত্রে পড়তেন। (মু'আয) বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন নামাযের দেরী করলেন, অতঃপর তিনি আগমন করলেন এবং যোহর ও আসর একত্রে পড়লেন। আবার ভিতরে গেলেন, পুনরায় বের হলেন, তারপর মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়লেন। অতঃপর বললেন তোমরা আগামীকাল ইনশা্ আল্লাহ্ তবুকের ঝর্নার নিকট পৌঁছে যাবে। তোমরা দিনের প্রথমাংশেই সেখানে পৌঁছবে। যে অগ্রে সেখানে পৌঁছে, আমি না আসা পর্যন্ত সে ব্যক্তি যেন তার সামান্যতম পানিও স্পর্শ না করে। অতঃপর আমরা তথায় পৌঁছলাম। কিন্তু আমাদের আগেভাগে তথায় দু'জন লোক পৌঁছে গিয়েছিল। আর ঝর্না হতে অতি সামান্য পানি নির্গত হচ্ছিল। রাসূললুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কি এর পানি হতে কিছু স্পর্শ করেছ? তাঁরা উভয়ে হাঁ-সূচক উত্তর দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাদেরকে অনেক তিরস্কার করলেন এবং আল্লাহ্‌র যতটুকু তাঁদের সম্পর্কে বলরেন। তারপর তাঁরা আঁজলা ভরে অল্প অল্প করে কিছু পানি কোন এক পাত্রে জমা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পানিতে তাঁর উভয় হাত ও মুখমন্ডল ধুলেন এবং সে পানি ঝর্নায় নিক্ষেপ করলেন যদ্দরুন ঝর্না হতে ফল্গুধারার মত অনেক পানি উঠতে লাগল। লোকজন ঝর্না হতে পানি পান করে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে মুয়ায, সম্ভবতঃ তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে এবং তুমি এই ঝর্নার পানি দ্বারা এই স্থানের অনেক বাগবাগিচায় পূর্ণভাবে পানি সেচ হতে দেখবে। (মুয়াত্তাঃমালিক)

✧ ছফরে কসর নামায পড়ার বিধান—

হযরত ইম্‌রান বিন্ হুছাইন (রাঃ) বলেন, আমি হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহি যুদ্ধ করেছি এবং তাঁর সাথে মক্কা বিজয় অভিযানেও হাজির রয়েছি। তিনি মক্কায় ১৮ রাত অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তিনি দুই রাকয়াত ছাড়া (ফরয) নামায পড়তেন না। তিনি মুকীমদেরকে বলে দিতেন হে শহরবাসীগণ, তোমরা (উঠে) চার রাকয়াত পূর্ণ কর। আমরা মুছাফির। (আবু দাউদ)

✧ তাহিয়্যাতুল ওযূ নামাযের ফযীলত—

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযরের নামাযের সময় বেলালকে বলেন, বেলাল বল দেখি মুসলমান হয়ে তুমি এমন কোন্ কাজ করেছ যার ছওয়াবের আশা তুমি অধিক করতে পার? কেননা; আমি তোমার জুতার শব্দ বেহেশ্‌তে আমার সম্মুখে শুনতে পেয়েছি।

তখন বেলাল বললেন; হুজুর, আমি এ ছাড়া এমন কোন কাজ করিনি যা আমার নিকট অধিক ছওয়াবের কারণ হতে পারে ঃ

✧ জানাযার নামায আদায় করার ফযীলত—

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিইলাল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোন জানাযায় উপস্থিত হল এমনকি মৃত্যু ব্যক্তির ওপর নামাযও আদায় করে বাড়ী ফিরল, সে এক কীরাত সওয়াব লাভ করল, আর যে ব্যক্তি জানাযায় উপস্থিত হল, এমনকি মৃত্যু ব্যক্তিকে দাফন দেয়া পর্যন্ত উপস্থিত রইল, সে ব্যক্তি দুই কীরাত সওয়াব পেল। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (দঃ) ! দুই কীরাত কি ? জবাবে তিনি বললেন, দুটি বড় বড় পাহাড়ের সমান। (বুখারী ও তিরমিযী)

✧ জানাযার নামায—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ পেলেন ও লোকদেরকে জানালেন, যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার স্থানে বের হয়ে এলেন। অতঃপর লোকদের কাতারবন্দী করলেন এবং চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায আদায় করলেন। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)

✧ জানাযার নামায ও দাফনে শরীক হওয়ার ফজিলত—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে-লোক কোন মুসলমানের জানাযার সাথে ঈমান ও সচেতনতা সহকারে চলবে এবং তার উপর জানাযার নামায পড়া ও তাকে দাফন করা পর্যন্ত তার সাথে থাকবে, সে দুই 'কীরাত' সওয়াব নিয়ে ফিরে আসবে। একটি 'কীরাত' ওহুদ পাহাড়ের মত বড়। আর যে জানাযার নামায পড়ে এর দাফনের পূর্বেই চলে আসবে, সে এক 'কীরাত' সওয়াব নিয়ে ফিরে আসবে। একটি 'কীরাত' ওহদু পাহাড়ের মত বড়। (বুখারী, মুসলিম)

✧ জানাযার নামাযে চার তাকবীর—

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ লায়লা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে আরকামা (রাঃ) জানাযা নামাযে চারটি তাকবীর বলতেন। কিন্তু কোন একটি জানাযার নামাযে তিনি পাঁচটি তাকবীর বললেন, তখন তিনি তাঁকে প্রশ্ন করলেন। জবাবে তিনি বললেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কয়টি তাকবীর বলতেন। (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরিমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্)

✧ জানাযার নামায আদয় করার নিয়ম—

হযরত আবূ আমামা ইবনে সহল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমাকে হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবী সংবাদ দিয়েছেন যে, জানাযার নিয়ম হল, ইমাম সাহেব তাকবীর বলবে ও প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পাঠ করবে নিঃশব্দে ও মনে মনে। এরপর হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর দরূদ পাঠ করবে ও পরবর্তী তাকবীরসমূহ বলার পর মৃত্যু ব্যক্তির জন্য খালেস দিলে দোয়া করবে। এ তাকবীরসমূহে অন্য কিছু পাঠ করবে না। পরে নিঃশব্দে ও মনে মনে সালাম করবে। (মুসনাদে শায়েয়ী)

✧ কবরের উপর জানাযা নামায—

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি কবরের নিকট গমন করলেন, যাতে রাতের বেলা মুর্দার দাফন করা হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই মুর্দাকে কবে দাফন করা হয়েছে ? লোকেরা বলল, গত রাতে। তখন তিনি বলেন, তোমরা আমাকে এ ব্যপারে জানাওনি কেন ? তারা বলল আমরা ইহাকে রাতের অন্ধকারের মধ্যে দাফন করেছি। সে সময় আপনাকে নিদ্রা হতে জাগ্রত করাটা আমরা অপছন্দ করেছিলাম। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমরাও তাঁর পিছনে কাতার বাঁধলাম। তখন হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার উপর জানাযার নামায আদায় করলেন। (বুখারী, মুসলিম)

✧ মৃত ব্যক্তির গোসল—

হযরত মুহাম্মদ ইব্নে বাকির (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোর্তা পরিহিত অবস্থায় গোসল দেয়া হয়েছে। (মুয়াত্তা মালিক)

হযরত উম্মে আতিয়া আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যার যখন ওফাত হয় তখন আমাদের নিকট এলেন, তারপর তিনি বললেন, তাকে তোমরা গেসা দাও তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক পানি ও কুলপাতা (কুলপাতাসহ গরম পানি) কিছু কর্পূর দাও। তোমরা যখন গোসল সমাপ্ত করবে তখন আমাকে সংবাদ দিবে। অতঃপর আমরা গোসল সমাপ্ত করে তাঁকে খবর দিলাম। তিনি তার ইযার আমাদেরকে প্রদান করলেন এবং বললেন, ইহা তাঁর দেহের সাথে লেপটিয়ে দাও। হযরত উম্মে আতিয়া আনসারী (রাঃ) হাকওয়া দ্বারা তাঁর ইযারকে বুঝিয়েছেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ মুর্দার কাফন প্রসঙ্গ—

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহুলিয়াহ্ (সাহুল দ্বারা তৈরি) সাদা বর্ণের তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে কোর্তা এবং পাগড়ী ছিল না। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

হযরত ইয়াহ্ইয়া ইব্নে সাঈদ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি অবগত হয়েছি যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বললেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কয়টি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়া হয়েছে ? হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, সাহুল তৈরি সাদা রঙের তিনটি কাপড়ে। তারপর হযরত আবু বকর (রাঃ) তাঁর পরিধানে যে কাপড় ছিল সে কাপড়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, আয়েশা ! এ কাপড়টি ধর এবং যাতে গেরুয়া রং অথবা জাফরান লেগেছিল, একে ধৌত কর। তারপর অন্য দু'টি কাপড়ের সাথে (মিলিয়ে) এ কাপড়ে আমাকে তোমরা কাফন দিও। (এ কথা শুনে) হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইহা কি! নতুন কাপড় কি পাওয়া যাবে না ? হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বললেন, মৃত্যু ব্যক্তি অপেক্ষা জীবিত লোকেরই প্রয়োজন বেশী, আর এই কাপড় মৃত্যু ব্যক্তির পুঁজের জন্য। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

✧ মুর্দার কাফন প্রসঙ্গ—

হযরত আবদুর রহমান ইব্নে আমর ইব্নুল আস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মুর্দাকে কোর্তা এবং ইযার পরিধান করাতে হবে। অতঃপর তৃতীয় কাপড় দ্বারা তাকে আবৃত করতে হবে। আর যদি একটি কাপড় ব্যতীত অন্য কাপড় না থাকে তবে একটি কপড়েই কাফন দেয়া জায়েয আছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

✧ জানাযার আগে চলা —

হযরত ইব্নে শিহাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) ও হযরত উমর ফারুক (রাঃ) তাঁরা সকলেই জানাযার আগে চলতেন। তাঁদের পরে খলীফাগণ (যুগে যুগে) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইব্নে উমর (রাঃ)-ও এরূপ করেছেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ জানাযার পিছনে আগুন নিয়ে চলা নিষেধ—

হযরত আস্মা বিন্তে আবূ বকর (রাঃ) নিজের পরিবারের লোকদেরকে বলেছেন, আমার মৃত্যু হলে আমার কাপড়কে (কাফন) খোশবু মুক্ত করিও, তারপর আমার দেহে হানূত (কাপূর, মিশ্কে আম্বার ইত্যাদি দ্বারা তৈরি এক প্রকারের

খোশবু) লাগাবে। কিন্তু হানূত আমার কাফনে ছিটাবে না, আর আগুন সাথে নিয়ে আমার পিছনে চলিও না। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

✧ জানাযার নামাযে মুছল্লী যা পড়বেন—

হযরত আবূ সাঈদ মাক্বুরী (রহঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা জানাযার নামায কিভাবে আদায় করবেন সে ব্যাপারে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাকের স্থায়িত্বের কসম, আমি তোমাকে (তার নিয়ম) শিখিয়ে দিব। আমি মৃত্যু ব্যক্তির পরিবার-পরিজনদের সাথে জানাযার সাথে চলি। জানাযা যখন রাখা হয়, আমি তখন তাকবীর বলি এবং আল্লাহ্ পাকের হামদ্ ও তাঁর নবী (দঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করি। তারপর বলি আল্লাহুম্মা ইন্নাহু আবদুকা ওয়া ইবনু আবদিকা ওয়া ইবনু আমাতিকা কানা ইয়াশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা ওয়া আন্না মুহাম্মদান আবদুকা ওয়া রাসূলুকা ওয়া আন্তা আরামু বিহী আল্লাহুম্মা ইন্ কানা মুহ্ছেনা ফাজেদ ফি এহ্ছানেহী ওয়া ইন্কানা মছিয়ান ফাতাজাওয়াল আনহু ছাইয়াতিনী আল্লাহুম্মা লা তাহ্রিমনা আয্রাহু ওলা তাফতিন্না বা'দাহু। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ ফজর ও আসর নামাযের পর জানাযার নামায আদায় করা—

হযরত মুহাম্মদ ইব্নে আবি হারমালা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত যয়নব বিনত আবি সালমা (রাঃ)-এর যখন মৃত্যু হয়, তখন হযরত তারিক (রঃ) মদীনার আমীর ছিলেন। তাঁর জানাযা আনা হল ফজর নামাযের পর, জানাযা বকীতে রাখা হল, আর হযরত তারিক (রঃ) খুব ভোরে ফজরের নামায আদায় করতেন। হযরত ইব্নে আবি হারমালা (রঃ) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাঃ)-কে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে শুনেছি তোমরা তোমাদের জানাযার নামায এখন আদায় করে নাও অথবা জানাযা রেখে যাও, সূর্য ঊর্ধ্বে উঠা পর্যন্ত। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ ফজরের ও আসরের পর জানাযার নামায পড়া—

হযরত নাফি (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত আবুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাঃ) বলেন, আসর নামাযের পর এবং ফজর নামাযের পর জানাযার নামায আদায় করা যেতে পারে, যদি উভয় ওয়াক্তের নামায যথাসময়ে পড়া হয়ে থাকে। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

✧ মসজিদে জানাযার নামায পড়া—

হযরত আবূন নযর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত সা'দ ইব্নে আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)-এর যখন মৃত্যু হয়, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাঃ) হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের জানাযা মসজিদের ভিতরে তঁর সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য

নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি তাঁর (সা'দ ইব্নে আবি ওয়াক্কাসের) জন্য দোয়া করতে পারেন। লোকে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই কাজের সমালোচনা করলেন। তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, লোক কত তাড়াতাড়ি ভুলে গেল, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সুহায়ল ইব্নে বয়যা (রাঃ)-এর জানাযার নামায মসজিদেই আদায় করেছিলেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

✧ জানাযার নামাযের বিবিধ আহকাম—

হযরত মালেক (রঃ) বলেন, তাঁর নিকট খবর পৌঁছেছে যে, হযরত উসমান ইব্নে আফ্ফান (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রাঃ) এবং হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) মদীনায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকের জানাযার নামায (একত্রে) আদায় করতেন। তখন তাঁরা পুরুষদেরকে (লাশ) ইমামের নিকট, স্ত্রীলোকদেরকে (লাশ) কিবলার কাছে রাখতেন। (মুয়াত্তা ঃ মালিক)

❑ হযরত নাফি (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্নে উমর (রাঃ) বলতেন, ওযূ ছাড়া কোন লোক যেন জানাযার নামায আদায় না করে। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাফন—

হযরত মালিক (রঃ) বলেন, তাঁর নিকট রেওয়ায়েত পৌঁছেছে যে, মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাত পেয়েছেন সোমবার দিন এবং তাঁকে দাফন করা হয়েছে মঙ্গলবার দিন, আর লোকে তাঁর (জানাযার) নামায পড়েছেন পৃথক পৃথক ভাবে; কেউ তাঁর ইমামতি করছিলেন না। অতঃপর কিছু লোক বলেন, তাঁকে মিম্বরের নিকট দাফন করা হোক; কেউ বলেন, জান্নাতুল বকী'তে দাফন করা হোক। ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, আমি মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কখনও কোন নবীকে দাফন করা হয়নি, যে জায়গায় যে নবী ওফাত পেয়েছেন সে জায়গা ব্যতীত। অতঃপর সে জায়গায় (অর্থাৎ তাঁর হুজরা শরীফে) তাঁর কবরস্থান নির্ধারণ করা হয়। তাঁকে যখন গোসল দেওয়ার সময় হয় এবং লোকে তাঁর কোর্তা খোলার জন্য ইচ্ছা করেন, তখন তাঁরা আওয়ায শুনতে পেলেন—কেউ বলছেন, কোর্তা খুলিও না। তারপর কোর্তা খোলা হয়নি। ফলে কোর্তা তাঁর (পবিত্র) দেহেই ছিল। সে অবস্থায়ই তাকে গোসল দেওয়া হয়েছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ জানাযার জন্য দন্ডায়মান হওয়া ও কবরের উপর বসা—

হযরত আলী ইব্নে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার সম্মানার্থে দাঁড়াতেন, পরবর্তী সময়ে তিনি দাঁড়াতেন না বরং বসে থাকতেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ **মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদা নিষেধ—**

হযরত জাবের ইব্‌নে আতিক (রাঃ) হতে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে সাবিত (রাঃ)-কে রোগশয্যায় দেখতে পেলেন। তাঁকে রোগে কাহিল অবস্থায় দেখতে পেলেন এবং তিনি তাঁকে ডাকলেন, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না, তখন মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নালিল্লাহি রাজিউন' পাঠ করলেন এবং বললেন, হে আবূ রাবী! আমরা তোমার ব্যাপারে পরাস্ত হলাম। স্ত্রীলোকেরা তখন চীৎকার করে উঠল এবং কাঁদতে লাগল। হযরত জাবির ইব্‌নে জাতিক (রাঃ) তাদেরকে বারণ করতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাদেরকে ছাড়, যখন সময় আসবে তখন কোন ক্রন্দনকারিণী ক্রন্দন করবে না। তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! সময় আসার অর্থ কি? মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন মৃত্যু হবে। এহা শুনে তাঁর কন্যা মৃত্যু পিতাকে বললেন, আল্লহ্‌র কসম, আমি আশা করেছিলাম আপনি শহীদ হবেন। কারণ আপনি (জিহাদে) আসার প্রস্তুতি নিয়ে ছিলেন। মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁর নিয়ত অনুযায়ী আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্য সওয়াব নির্ধারণ করেছেন। তোমরা শাহাদাত কাকে গণ্য করে থাকে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হওয়াকে। মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌র পথে নিহত হওয়া ছাড়াও শহীদ সাত প্রকারের, যথা-তাউনে (মহামারীতে) যে মৃত্যু বরণ করেছে সে ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি পানিতে ডুবে মারা গেছে সে ব্যক্তি শহীদ, নিউমোনিয়া রোগে যে ব্যক্তি মারা গেছে সে ব্যক্তি শহীদ, পেটের পীড়ায় যে ব্যক্তি মারা গেছে সে ব্যক্তি শহীদ, যে ব্যক্তি আগুনে পুড়ে মারা গেছে সে ব্যক্তি শহীদ, কিছু চাপা পড়ে যে ব্যক্তি মারা গেছে সে ব্যক্তি শহীদ, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যে মহিলা মারা গেছে সে মহিলা শহীদ। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

✧ **মৃত ব্যক্তির জন্য কাঁদতে নিষেধ করা—**

হযরত আম্‌রা বিন্‌তে আবদুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, তাঁর নিকট উল্লেখ করা হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রাঃ) বলেন, জীবিত ব্যক্তির ক্রন্দনের কারণে মৃত্যু ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হয়। এহা শুনে হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বললেন, হযরত আবু আবদুর রহমান (রাঃ)-কে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করুন। এহা সত্য যে, তিনি মিথ্যা বলেননি। অবশ্য তিনি ভুলে গিয়েছেন অথবা ভুল করেছেন। ঘটনা এই যে এক ইহুদী মহিলার (কবরের) পাশ দিয়ে একদা মহানবী রাসূলুল্লাহ্

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচ্ছিলেন, তার পরিবারের লোকেরা তার জন্য কাঁদছিল, তখন মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তারা তার জন্য কাঁদছে অথচ তাকে কবরে আযাব দেয়া হচ্ছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

❑ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানদের কারও তিনটি সন্তানের মৃত্যু হলে তাকে (জাহান্নামের) আগুনে স্পর্শ করবে না। তবে কসম হালাল হওয়া পরিমাণ সময় অর্থাৎ অতি অল্প সময় অথবা জাহান্নামের উপর দিয়ে (পুলসিরাত) অতিক্রম করা কালিন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

❑ হযরত আবূন নায্‌র সালামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; মুসলমানদের কারও যদি তিনটি সন্তান মারা যায়, অতঃপর সে যদি তদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করে, তবে সন্তান তার জন্য (জাহান্নামের) আগুন হতে (রক্ষার) ঢাল স্বরূপ হবে। তারপর মহাবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট জনৈকা মহিলা বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ)! দু'টি সন্তানের মৃত্যু হলেও কি? তিনি বললেন, দু'টি সন্তানের (মৃত্যু হলেও)। (মুয়াত্তা মালিক)

❑ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন; সর্বদা মুমিনের উপর মুসীবত পৌঁছে থাকে, তার সন্তান ও আত্মীয়দের (মৃত্যু ও রোগের) কারণে। এমন কি এভাবে সে আল্লাহ পাকের সাথে মিলিত হয় নিষ্পাপ অবস্থায়। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

❑ হযরত আবদুর রহমান ইবনে কাসিম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানগণ তাদের মুসীবতসমূহে সান্তনা লাভ করবে আমার মুসীবত দ্বারা। অর্থাৎ, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুসীবতসমূহ দেখে।

(মুয়াত্তাঃ ইমাম মালিক)

❑ হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্নী হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার (উপর) কোন মুসীবত পৌঁছে, অতঃপর আল্লাহ্ রাব্বুল আ'লামীন তাকে যেরূপ নির্দেশ দিয়েছেন সেরূপ বলে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাযিউন-আল্লাহ্মা আযিরনী ফি মুসিবাতি ওয়া আকবেনী খায়রাম্মিনহা তবে আল্লাহ্ তার সাথে সেরূপ করবেন। উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, হযরত আবূ সালমা (রাঃ)-এর ওফাতের পর আমি উক্ত দোয়া পাঠ করলাম, আর বললাম, হযরত আবূ সালমা (রাঃ) হতে ভাল কে আছেন? ফলে তার পরিবর্তে আল্লাহ্ পাক আমাকে

তাঁর হাবীব মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করলেন, অতঃপর তিনি আমাকে বিবাহ করেন। (মুয়াত্তা মালিক)

❑ হযরত কাসিম ইবনে মুহাম্মদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রীর ইন্তিকাল হয়। হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাজী (রাঃ) আমাকে তাঁর (মৃত্যু) উপলক্ষে সান্ত্বনা দিতে আমার বাড়ী এলেন। তিনি আমাকে বললেন, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ছিলেন আলেম, তিনি ইবাদত গুযার, মুজতাহিদ, শরীয়তের মাসায়ালায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর এক স্ত্রী ছিল, তাঁদের উভয়ের মধ্যে গভীর ভালবাসা ছিল। (ঘটনাক্রমে) তার সে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাতে তিনি খুব মর্মাহত ও ব্যথিত হলেন। এমন কি তিনি নিজেকে একটি গৃহে অন্তরীণ করে ফেললেন এবং লোক জনের সংশ্রব বর্জন করলেন। অতঃপর কোন লোক তাঁর নিকট যেত না। জনৈকা মহিলা এ বৃত্তান্ত শুনে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন, তাঁর কাছে আমার একটি বিষয় জানার আব্যকতা রয়েছে, যে বিষয়টি আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করব। তাঁর সাথে সামনা-সামননি না হলে আমার এই অবাশ্যক পূর্ণ হবে না। (তাঁর গৃহদ্বার ত্যাগ করে) সব লোক চলে গের, কিন্তু উক্ত মহিলা তাঁর দ্বারে রয়ে গেলেন এবং বললেন তাঁর নিকট আমার প্রয়োজন রয়েছে। একজন লোক সে ব্যক্তির নিকট বলল, এখানে একজন মহিলা আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছুক, তিনি বলছেন, আমি তাঁর সাক্ষাতপ্রার্থী মাত্র। সব লোক চলে গেছে; কিন্তু তিনি দরজা ছাড়ছেন না। তিনি বললেন, তোমরা তাকে আসার অনুমতি দাও। (অনুমতি পেয়ে সে মহিলা) প্রবেশ করলেন এবং বললেন, আমি আপনার নিকট একটি বিষয় জানতে এসেছি। তিনি বললেন, সে বিসয়টি কি ? (মহিলা) বললেন, আমার প্রতিবেশীর নিকট হতে আমি একটি গহনা ধার নিয়ে ছিলাম। অতঃপর আমি তা পরিধান করতাম এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা অন্য লোকদেরকে ধার-স্বরূপ দিতাম।

অতঃপর তারা তার (ফেরত দেয়ার) জন্য আমার নিকট লোক পাঠালেন। আমি তা ফেরত দিব কি ? তিনি বললেন, হাঁ, আল্লাহ্‌র কসম। মহিলা বললেন, সে গহনাটি যে বেশ কিছুদিন আমার কাছে ছিল। তিনি বললেন, এজন্য আরও বেশী উচিত যে, তুমি তা তাঁদের নিকট ফেরত দাও, তাঁরা এতকাল পর্যন্ত তোমাকে ধার দিয়েছেন। তখন উক্ত মহিলা বললেন ওহে! আপনার প্রতি আল্লাহ্ পাক দয়া করুন, আপনি আফসোস করতেছেন এমন বস্তুর উপর যা আল্লাহ্ পাক আপনাকে ধার দিয়েছেন, অতঃপর তিনি তা গ্রহণ করেছেন আপনার নিকট হতে। অথচ তিনি তার হকদার বেশী আপনি অপেক্ষা। তবে ভেবে দেখুন আপনি কোন হালতে আছেন। আল্লাহ্ পাক এই মহিলার উপদেশ দ্বারা তাঁকে উপকৃত করলেন। (মুয়াত্তা মালিক)

✧ জানাযার তাকবীরের মাসয়ালা—

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, মহানবী রাসূলুল্লাহ, ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর দিয়েছেন, যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়েছে সেদিন। অতঃপর লোকজনকে নিয়ে তিনি নামাযে গমন করেছেন, অতঃপর তাদেরকে সারিবদ্ধ দাড় করেছেন এবং চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায আদায় করেছেন।

✧ জানাযার নামাযে কিরায়াত পাঠ করা—

হযরত নাফি' (রহঃ) বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) জানাযার নামাযে কোন কিরয়াত পাঠ করতেন না।

✧ শহীদ পাঁচ প্রকার—

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কোন পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন পথিমধ্যে কাঁটাযুক্ত (বৃক্ষের) শাখা দেখতে পেয়ে সে তা অপসারিত করল। আল্লাহ্ তায়ালা তার এই কার্য গ্রহণ করলেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দিলেন। মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন, শহীদ পাঁচ প্রকার ঃ

(১) প্লেগাক্রান্ত বা (মহামারীতে মৃত),

(২) পেটের পীড়ায় মৃত,

(৩) যে পানিতে ডুবে মরেছে,

(৪) ভূমিকম্পে কিছু চাপা পড়ে যার মৃত্যু হয়েছে এবং

(৫) আল্লাহ্‌র পথে যে ব্যক্তি শহীদ হয়েছেন। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক)

নামাযের সুন্নতসমূহের বিধান

❑ নামাযের নিয়ত করার সময় পুরুষের জন্য দুই হাত কান পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য দুই হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠানো।

❑ হাত উঠানোর সময় দুই হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ ক্বেবলামুখী করা এবং স্বাভাবিকভাবে আঙ্গুল যতটুকু খোলা থাকে ততটুকু খোলা রাখা। নিজ (ইচ্ছায় আঙ্গুলসমূহ না খোলা বা মিলিয়ে না রাখা।)

❑ পুরুষের জন্য আল্লাহু আকবার বলে এমনভাবে নাভীর নিচে হাত বাঁধা যেন বাম হাত ডান হাতে নিচে থাকে এবং মহিলাগণ অনুরূপভাবেই সিনার উপরে বাম হাতের উপরে ডান হাত বাঁধবে।

❒ শুধুমাত্র প্রথম রাকয়াত সম্পূর্ণ সানা, অর্থাৎ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা হতে লা-ইলাহা গায়রুক' পর্যন্ত পাঠ করা।

❒ শুধুমাত্র প্রথম রাকয়াতে ইমাম অথবা মুনফারিদ বা একাকী নামায আদায়কারীর "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" পাঠ করা।

❒ প্রতি রাকয়াতে সূরা ফাতেহা ও অন্য সূরা পাঠ করার পূর্বে। "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" পাঠ করতে হবে।

❒ প্রতিবার সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করে অনুচ্চ শব্দে 'আমীন' বলা।

❒ সূরা ফাতেহার পাঠ করার পর অন্য সুরা মিলানো ওয়াজিব। আর রুকুতে যাওয়ার সময় "আল্লাহু আকবার" বলা।

❒ রুকুর করার সময় দুই হাতের আঙ্গুলগুলোকে বিস্তৃত করে হাঁটু ধরা।

❒ রুকুতে এমনভাবে ঝোঁকা যেন, মাথা, কোমর এবং নিতম্ব তক্তার মত এক বরাবর হয়ে যায় এবং পায়ের গোছাকেও সোজা রাখা। এ নিয়ম পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য শুধু এতটুকু ঝোঁকা আবশ্যক যাতে তাদের হাত ভালভাবে হাঁটু পর্যন্ত পৌছে যায়। তারা আঙ্গুলসমূহকে হাঁটুর উপর মিলিয়ে রাখবে।

❒ রুকুতে কমপক্ষে তিনবার রুকুর তাছবিহ অর্থাৎ "সুবহা-না রাব্বিয়্যাল আ'যীম" পাঠ করা।

❒ রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম ও মুনফারিদের "সামিআল্লাহু লিমান-হামিদাহ্" বলতে হবে এবং মুক্তাদী ও মুনফারিদের রব্বানা লাকাল হামদ্ বলতে হবে।

❒ রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। কোন কোন ওলামা এটাকে ওয়াজিবও বলে থাকেন।

❒ সিজ্দায় যাওয়ার সময় "আল্লাহু আকবার" বলতে হবে।

❒ এমনভাবে সিজদাহ্ করা সুন্নত যে, দুই হাত হাঁটুর উপর রেখে মাটিতে হাঁটু ঠেকাবে। তারপর দুই হাতের পাঞ্জা এতটুকু দূরত্ব বজায় রেখে মাটির উপর রাখা যেন মাথা দুই পাঞ্জার মধ্যবর্তী স্থানে হয় এবং নাক ও কপাল মাটির সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যেন হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের লতির নিকটবর্তী হয়ে যায় এবং নাক ও কপাল উভয়ই জমিনের সাথে লেগে যায়।

❒ সিজদার যাওয়ার সময় দুই হাতের আঙ্গুলসমূহকে মিলিয়ে ক্বিলামুখী করে রাখা এবং অনুরূপ দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহকেও ক্বিলামুখী রাখতে হবে।

❒ সিজদার সময় পুরুষের হাতের কলাই (কব্জার উপরিভাগ) মাটি হতে পৃথক রাখতে হবে এবং বাহুদ্বয়কে পাঁজড় থেকে পৃথক রাখতে হবে। অবশ্য মহিলাদের মাটির সাথে সিনা লাগিয়ে সিজ্দা করতে হবে।

❒ সিজ্দায় কমপক্ষে তিনবার "সুব্হা-না রাব্বিয়াল আ'লা" বলা অথবা পাঁচবার অথবা সাতবার যে কোন বেজোড় সংখ্যায় বলা উত্তম।

❒ সিজ্দাহ্ থেকে মাথা উঠানোর সময় "আল্লাহু আকবার" বলতে হবে।

❒ প্রথম সিজদাহ্ থেকে উঠে বাম পা' বিছিয়ে তার উপর বসে ডান পা' খাড়া করে আঙ্গুলসমূহ ক্বিলামুখী রাখতে হবে এবং হাতের পাঞ্জা রানের উপর এমনভাবে রাখতে হবে, যেন হাতের আঙ্গুলসমূহের মাথা স্বাভাবিকভাবেই হাঁটু বরাবর হয় এবং ক্বেবলামুখী থাকে।

❒ সিজ্দা থেকে উঠার সময় প্রথমে কপাল ও নাক উঠিয়ে দু'হাত, দু'হাঁটুর উপরে রেখে সোজা হয়ে বসে পুনরায় 'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সিজ্দায় যাওয়া।

❒ যেভাবে প্রথম সিজদার সুন্নতসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে ঐ ভাবে দ্বিতীয় সিজ্দায় যাওয়া। (অবশ্য সিজ্দাহ করা ফরয)

❒ সিজ্দা থেকে উঠার সময় প্রথম সিজ্দার অনুরূপভাবে মস্তক উঠিয়ে, দু'হাত দু'হাঁটুর উপরে রেখে পায়ের পাঞ্জার উপর ভর দিয়ে না বসে সোজা দ্বিতীয় রাকয়াতের জন্য 'আল্লাহু আকবার' বলে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয় রাকয়াতে দুই সিজ্দা আদায় করার পর প্রথম বৈঠকে বসা এবং যেভাবে প্রথম সিজ্দাহ্ থেকে বসার কথা বলা হয়েছে ঠিক সেভাবেই সুন্নত তরীকায় প্রথম বৈঠকে বসা ও আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা। যখন আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা পর্যন্ত পৌছবে তখন শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা। ইশারার সময় ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল এবং তার সাথের দুই আঙ্গুলকে হাতের পাতার দিকে মুড়িয়ে মিলিয়ে রাখা এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা গোল হালক্বা বানানো এবং 'লা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল খাড়া করা ও ইল্লাল্লাহ বলে নীচে নামিয়ে ফেলা এবং ডান হাতকে শেষ পর্যন্ত ওভাবেই বন্দন অবস্থায় রাখা। আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তৃতীয় রাকয়াতের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া।

❒ ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে সূরা ফাতেহা পাঠ করার পর অন্য কোন সূরা মিলাতে হবে না। ফরয নামায ছাড়া বাকি নফল, সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ ও গায়রে মুয়াক্কাদাহ্, বিতের এই সব নামাযে তৃতীয় ও চতুর্থ রাকয়াতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ করা ওয়াজিব।

❒ মেয়েলোকেরা যখন আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার জন্য বসবে তখন তাদের দুই পা ডান দিকে বিছিয়ে দিবে এবং বাম নিতম্বকে জমিনের উপর ভর দিয়ে বসে পড়বে।

❒ শেষ বৈঠকেও আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার সময় (যেভাবে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ঐভাবে ইশারা করবে)। আত্তাহিয়্যাতুর পাঠ করার পরর দুরূদ শরীফ পাঠ করা এবং কুরআন ও হাদীস শরীফে যে দোয়ার কথা উল্লেখ আছে এমন কোন দোয়া পাঠ করে ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতে হবে।

❒ উভয় দিকে সালাম ফিরানোর সময় ইমাম সাহেবের মনে মনে এ নিয়্যত করতে হবে যে, উভয় দিকের সমস্ত ফেরেশতা এবং মোক্তাদিগণকে সালাম করছি, আর যে দিকে ইমাম আছে সে দিকে ইমামকেও নিয়তের মধ্যে শামিল করে নেয়া।

❒ ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর সময় বাম দিকের তুলনায় ডান দিকের সালাম কিছুটা উচ্চস্বরে এবং বাম দিকের সালাম কিছুটা নিচু স্বরে বলবেন।

❒ মুক্তাদি ইমাম সাহেবের সাথেই সালাম ফিরাবে দেরী করবে না।

❒ যে ব্যক্তি এক বা একাদিক রাকয়াত জামায়াতের সাথে পেল না তাকে মাস্‌বুক বলা হয়।

❒ মাস্‌বুক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর সময় দ্বিতীয় সালাম পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর মাস্‌বুক ব্যক্তি উঠে বাকী নামায পুরা করবে। (নুরুল ইজ্‌াহ)

নামায

কোর্‌আনে হাকীম

✧ আর নামায কায়েম কর, যাকাত দান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। (আল-বাক্বারা-২ ঃ ৪৩)

✧ ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু সে সমস্ত বিনয়ী লোকদের পক্ষেই তা সম্ভব যারা একথা খেয়াল করে যে, তাদেরকে সম্মুখীন হতে হবে স্বীয় পরওয়ারদেগারের এবং তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে। (আল-বাক্বারা-২ ঃ ৪৫, ৪৬)

✧ আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাট করুন এবং নামায কায়েম করুন। নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ্‌র স্বরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ পাক জানেন তোমরা যা কর। (সূরা, আন্‌কাবুত ঃ ৪৫)

✧ তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, আল্লাহ্‌র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন। (আল-কুর্‌আন, ২ ঃ ১১০)

✧ নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, নামায প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং যাকাত দান করেছে, তাদের জন্য তাদের পুরস্কার তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাদের কোন শঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না। (আল-কুর্‌আন, ২ ঃ ২৭৭)

✧ আমি মানুষ ও জ্বীন জাতিকে আমার এবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।

(আল-কুর্‌আন, ৫১ ঃ ৫৬)

✧ (হে নবী) আপনি আপনার পরিবারস্থ সবাইকে নামাযের আদেশ দিন এবং আপনি নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার নিকট রিযিক চাইনা। রিযিক ত আপনাকে আমিই দিব, আর সর্বোত্তম পরিণাম একমাত্র পরহেজগারীর জন্যই। (আল-কুরআন, ২০ ঃ ১৩২)

✧ আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিযিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐ দিন আসার আগে, যে দিন কোন বেচাকেনা নাই এবং বন্ধুত্বও নাই। (ইব্‌রাহীম-১৪ ঃ আয়াত, ৩১)

✧ হে মুমিনগণ, তোমরা রুকু কর, সেজদা কর, তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (হজ্ব-২২ ঃ আয়াত, ৭৭)

✧ নামায কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও। (আন্-নূর-২৪ ঃ আয়াত, ৫৬)

✧ অতএব দুর্ভোগ সে সব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর। যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে। (মাঊন-১০৭ ঃ আয়াত, ৪-৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে,

✧ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের দৃষ্টান্ত এরূপ যেমন কারো দরজায় একটি গভীর প্রবাহিত নহর রয়েছে এবং সে ব্যক্তি উক্ত নহরে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে।

✧ যে ব্যক্তি দৈনিক ৫ ওয়াক্ত নামায পড়ে, আল্লাহ্ পাক তার সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেন। (বুখারী, মুসলিম)

✧ আল্লাহ্ পাকের নিকট সর্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় কাজ হল নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা। (বুখারী, মুসলিম)

✧ ইসলাম ধর্ম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ ১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ্ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। ২. নামায কায়েম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্ব করা। ৫. রমজান মাসের রোজা রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

✧ যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে ৪০ দিন যাবত প্রথম তাকবীরের সাথে জামায়াতের সাথে নামায পড়বে তার জন্য দুটি পরওয়ানা লেখা হয়। একটি জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার ও অপরটি মুনাফেকী থেকে মুক্ত থাকার। (তিরমিজি)

✧ যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত নামাযও ছুটে গেল তার যেন পরিবার পরিজন ও ধন-সম্পদ সব কিছুই কেড়ে লওয়া হল। (ইবনে হাব্বান)

মহানবী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন ঃ

● কেয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম নামাযেরই হিসেব নেয়া হবে। ● নামায শ্রেষ্ঠ জেহাদ। ● নামায মুমেনের নূর। ● আল্লাহ মানুষকে সেজদায় রত অবস্থায় দেখতে অধিক ভাল বাসেন। ● সেজদায় ব্যবহৃত অঙ্গকে আল্লাহ পাক আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ● নামায বেহেশতের চাবি। ● আল্লাহ পাকে নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল আউয়াল ওয়াক্তে নামায পড়া। ● ওয়াক্ত মত নামায পড়া সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। ● নামায গোনাহ্ সমূহকে শুকনা পাতার মত ঝরিয়ে ফেলে।

নামাযের বিভিন্ন অংশের ফজিলত

তাক্‌বীরে উলা	নামাযের জন্য প্রথম তাকবীরে শরীক হওয়া ঃ	দুনিয়ার মধ্যে যা' কিছু আছে, সবকিছুর চেয়ে উত্তম।
কেরাত	নামাযের মধ্যে কুরআন পাঠ ঃ	প্রতি হরফে-বসে পড়লে ৫০ নেকী, দাড়িয়ে পড়লে ১০০ নেকী।
কেয়াম	যতক্ষণ বান্দা নামাযে দাঁড়া থাকে ঃ	তার মাথার উপর বৃষ্টির ন্যায় রহমত বর্ষিত হতে থাকে।
রুকু	নামাযী যখন রুকুতে যায় ঃ	তখন তার নিজের ওজন বরাবর স্বর্ণ আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করার ছওয়াব পায়।
সেজদাহ	নামাযী যখন সেজদাহ করে ঃ	সমস্ত জ্বীন ও ইনসানের সংখ্যার সমান ছাওয়াব।
আত্তাহিয়্যাতু	নামাযী যখন আত্তাহিয়্যাতু পড়ার জন্য বসে ঃ	তখন সে হযরত আইউব ও হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মত ছবরকারীদের ছাওয়াব পায়।
ছালাম	নামাযী নামায শেষে যখন সালাম ফিরায় ঃ	তার জন্য বেহেশতের ৮টি দরওয়াজা খুলে যায়।

উপরে উল্লেখিত আয়াত সমূহ ছাড়াও আল্লাহ পাক পবিত্র কোর্‌আনের আরো বহু আয়াতে নামায সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনি ভাবে নামাযের তাগিদ ও ফজিলতের বর্ণনা সহ আরো বহু হাদীস রয়েছে। কোর্‌আন ও হাদীসের এ সব পবিত্র বাণী থেকে আমরা নামাযের অসীম গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে জানতে পারি।

আসুন আমরা সবাই আল্লাহ্ পাকের অসন্তুষ্টি তথা আযাব ও গজবের পরিবর্তে তাঁর সন্তুষ্টি ততা অশেষ বরমত ও পুরস্কারের আশায় যথাযথভাবে নামায কায়েম সহ তাঁর সকল আদেশ নিষেধ মেনে চলতে সচেষ্ট হই।

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে ওয়াক্ত মত, যথা নিয়মে, খুশু-খুযু ও হুযূরে-কালব-এর সাথে নামায পড়ার তাওফিক দান করুন।-আমীন।

"আমি যিকিরকারী হবো, আমি নামাযে দাঁড়াবো,
রহমতের বৃষ্টি আমার মাথাতে ঝরাবো।"
"আমি যিকিরকারী হবো, আমি নামাযী রহিবো,
পাপ-রাশি পাতার মত ঝড়ায়ে ফেলবো।"

নামাযে আমরা কি পড়ি ?

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির্ রাহীম

	নামাযের অবস্থান	যা পড়ি	অর্থ
১	নামাযের জন্য জায়নামাজে দাড়িয়ে পড়ি-**'জাযনামাযের দোয়া'ঃ**	ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু ওয়াজ্‌হিয়া লিল্লাযী ফাতারাচ্ছামাওয়াতে ওয়া আরদা হানীফাওঁ ওয়ামা-আনা মিনাল মুশ্‌রিকীন।	নিশ্চয়ই আমি তাঁর দিকে মুখ করলাম, যিনি আকাশ পাতাল সৃষ্টি করেছেন, আমি অবশ্যই মোশরেক-গণের দলভুক্ত নই।
২	নামাযের যথাযথ নিয়ত করে তাকবীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আক্‌বার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি-**'ছানা'ঃ**	সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলাহা গাইরুকা।	হে আল্লাহ্ আমি তোমারই পবিত্রতার প্রশংসা করছি। তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তোমারই গৌরব উচ্চতম এবং তুমি ছাড়া উপাস্য নাই।

৩	ও 'তা' আউয'- ঃ	আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইত্বনির্ রাজিম।	অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি
৪	প্রতি রাকায়াতে পড়ি 'তাস্‌মিয়াহ্' ঃ	বিস্‌ইমল্লাহির্ রাহ্‌মানির্ রাহীম।	পরম করুণাময় ও অতিশয় দয়াবান আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)
৫	ও 'সুরা-ফাতিহা' ঃ	আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন। আররাহ্‌মানির্ রাহীম। মা-লিকীয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়াইয়্যাকা নাসতায়ীন। ইহ্‌দিনাছ ছীরাত্বল মুস্তাক্বীম। সীরাত্বাল্লাযীনা আনআমতা আলাইহীম। গাইরিল মাগ্‌দুবী আলাইহিম ওয়ালাদ্দল্লিন আমীন।	সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের জন্য যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা। তিনি অতিশয় মেহেরবান ও দয়ালু। যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সরল পথ দেখাও। সে সকল লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাজিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। আমীন।
৬	ফরজ নামাযের প্রথম দু' রাকায়াতে ও অন্য নামাযের সকল রাকাযাতে পড়ি ঃ সুরা	সূরা ফাতিহা, ছাড়া যে কোন সূরা বা সূরার অংশ (কম পক্ষে ৩টি ছোট আয়াত বা উহার সমান) [বিস্‌মিল্লাহ্ সহ]	৭
৭	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে রুকুতে গিয়ে পড়ি- **'রুকুর তছবীহ্'** ঃ	সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আযীম। (৩, ৫ বা ৭ বার)	মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।
৮	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে দাড়িয়ে পড়ি **'তাহ্‌মীদ'** ঃ	রাব্বানা লাকাল্ হাম্‌দ।	হে আমার প্রতিপালক, সকল প্রশংসা তোমারই জন্য।
৯	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে প্রথম সেজদায় গিয়ে পড়ি **'সেজদার তাছবীহ্'** ঃ	সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা। (৩, ৫ বা ৭ বার)	সেষ্ট্র প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

১০	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে বসে পড়ি ঃ	আল্লাহুম্মগ্ ফিরলী ওয়ারহামনী ওয়ারযুক্বনী ওয়াহ্‌দিনী।	হে আল্লাহ্ তুমি আমাকে মার্জনা কর, দয়া কর, আহার দান কর এবং সৎপথে চালাও।
১১	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে দ্বিতীয় সেজদায় গিয়ে পড়ি **'সেজদার তাছবীহ্'** ঃ	সুব্‌হানা রাব্বিয়াল আ'লা (৩, ৫ বা ৭ বার)	মহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।
১২	২ রাকায়াত নামাযের বৈঠকে এবং অন্য নামাযের ১ম ও শেষ বৈঠকে পড়ি- **আত্তাহিয়াতু** ঃ	আত্তাহিয়্যাতুলিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়্যিবাতু আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস্‌সালামু-আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লা-হিচ্ছালিহীন। আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলা হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।	আমার আন্তরিক ও মৌখিক যাবতীয় প্রশংসা, শারীরিক ও আর্থিক সমুদয় বন্দেগী একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যেই। হে নবী ! আপনার উপর আল্লাহ্‌র শান্তি ও কৃপা বর্ষিত হোক। আমাদের প্রতি ও আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের প্রতি আপনার অশেষ শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আমরা আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে হযরত মুহাম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল।
১৩	যে কোন নামাযের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি— **'দরূদ'** ঃ	আল্লাহুম্মা ছাল্লি আ'লা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আ'লা ইব্রাহীমা, ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আ'লা মুহাম্মাদিঁও ওয়া আ'লা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আ'লা ইব্রাহীমা, ওয়া আলা আলি ইব্রাহীমা, ইন্নাকা হামিদুম্ মাজীদ।	হে আল্লাহ্ আপনি মুহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষন করুণ যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি রহমত বর্ষন করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সম্মানীয়। হে আল্লাহ্ আপনি মুহাম্মদ (দঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাযিল করুন যেরূপ ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশধরদের প্রতি বরকত নাজিল করেছিলেন। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসনীয় ও সন্মানীয়।
১৪	ও 'দোয়া মাছুরাহ' ঃ	আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসিরাওঁ ওয়ালা ইয়াগ ফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন্ ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হাম্‌নী, ইন্নাকা আন্তাল গাফুরুর্ রাহীম।	হে আল্লাহ্, আমি আমার নিজের প্রতি বড়ই জুলুম করেছি এবং আপনি ছাড়া কেউ পাপসমূহ মাফ করতে পারবে না। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীলও অনুগ্রহকারী।

১৫	দোয়া মাছুরার পরে, ডানে বাঁয়ে **'সালাম'** দিয়ে নামায শেষ করে মোনাজাত করি।	অস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।	আপনাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

দুই রাকায়াত ফরজ, সুন্নত বা নফল নামাযের কোন রাকায়াতে কি পড়ি ?

	নামাযের অবস্থান	১ম রাকায়াতে পড়ি	২য় রাকায়াতে পড়ি
১	নামাযের জন্য জায়নামাযে দাড়িয়ে পড়ি- 'জায়নামাযের দোয়া'ঃ	ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু....	
২	নামাযের যথাযথ নিয়ত করে তাকবীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আক্‌বার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি- **'সানা' ঃ**	সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা	
৩	ও **'তা' আউয' ঃ**	আউযুবিল্লাহি...	
৪	প্রতি রাকায়াতে পড়ি **'তাস্‌মিয়াহ্‌' ঃ**	বিস্‌মিল্লাহির...	বিস্‌মিল্লাহির...
৫	ও **'সূরা-ফাতিহা' ঃ**	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা
৬	এ নামাযের উভয় রাকায়াতে পড়ি ঃ **সূরা ঃ**	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ
৭	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে রুকুতে গিয়ে পড়ি-**'রুকুর তসবীহ্‌' ঃ**	সুব্‌হানা রাববি ইয়্যাল আযীম	সুব্‌হানা...আযিম
৮	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে দাড়িয়ে পড়ি **'তাহ্‌মীদ' ঃ**	রাব্বানা লাকাল হামদ	রাব্বানা...
৯	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে প্রথম সেজদায় গিয়ে পড়ি **'সিজদার তাসবীহ্‌' ঃ**	সুব্‌হানা রাববিয়্যাল আ'লা	সুব্‌হানা...আ'লা
১০	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে বসে পড়ি ঃ	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী...	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী...
১১	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে ২য়-সিজদায় গিয়ে পড়ি **'সিজদার তসবীহ্‌' ঃ**	সুব্‌হানা....আ'লা	সুব্‌হানা...আ'লা
১২	২য়-রাকায়াতের ২য় সিজদার পরে বসে পড়ি **'আত্যাহিয়াতু'**		আত্তাহিয়্যাতু

১৩	আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি ঃ **'দূরূদ'**		দরূদ
১৪	ও**'দোয়া মাসুরাহ' ঃ**		দোয়া মাসুরাহ
১৫	দোয়া মাসুরার পরে, ডানে বাঁয়ে 'সালাম' দিয়ে নামায শেষ করে মোনাজাত করি।		সালাম ফিরাই

➢ এখান থেকে দাঁড়িয়ে ২য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।

৩ রাকায়াত নামাযের কোন রাকায়াতে কি পড়ি ?

(মাগরিবে ৩ রাকায়াত নামায ফরজ এবং বেতেরের ৩ রাকায়াত নামায ওয়াজিব)

	নামাযের অবস্থান	১ম রাকায়াতে পড়ি	২য় রাকায়াতে পড়ি	৩য় রাকায়াতে পড়ি
১	নামাযের জন্য জায়নামাযে দাড়িয়ে পড়ি-১জায়নামাযের দোয়া'ঃ	ইন্নি ওয়াজ্জাহ্‌তু ...		
২	নামাযের যথাযথ নিয়ত করে তাকবীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আক্‌বার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি-'সানা' ঃ	**সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা** ---		
৩	ও **'তা' আউয' ঃ**	আউযুবিল্লাহি		
৪	প্রতি রাকায়াতে পড়ি **'তাস্‌মিয়াহ্‌' ঃ**	বিস্‌মিল্লাহির ...	বিস্‌মিল্লাহির	বিস্‌মিল্লাহির
৫	ও 'সূরা-ফাতিহা' ঃ	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা
৬	এ নামাযের প্রথম দু' রাকযাতে পড়িঃ সূরাঃ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ	***
৭	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে রুকুতে গিয়ে পড়ি-**'রুকুর তাসবিহ্‌' ঃ**	সুব্‌হানা... আযিম	সুব্‌হানা ....আযিম	সুব্‌হানা ...আযিম
৮	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে দাড়িয়ে পড়ি **'তাহ্‌মীদ'**	রাব্বানা...	রাব্বানা...	রাব্বানা...
৯	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে প্রথম সেজদায় গিয়ে পড়ি **'সিজদার তাসবীহ্‌'ঃ**	সুব্‌হানা ...আ'লা	সুব্‌হানা ...আ'লা	সুব্‌হানা ...আ'লা
১০	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে বসে পড়ি ঃ	আল্লাহুম্মগ্‌ ফির্‌লী...	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী...	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী...
১১	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে ২য়-সেজদায় গিয়ে পড়ি **'সিজদার তাসবীহ্‌'ঃ**	সুব্‌হানা ...আ'লা	সুব্‌হানা ...আ'লা	সুব্‌হানা ...আ'লা

১২	২য় ও ৩য় রাকায়াতের সেজদাদ্বয়ের পরে বসে পড়ি **'আত্ত্যাহিয়াতু' ঃ**		আত্তাহিয়্যাতু **	আত্তাহিয়্যাতু
১৩	শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি-'দরূদ'			দোয়া মাসুরাহ
১৫	দোয়া মাছুরার পরে, ডানে বাঁয়ে **'সালাম'** দিয়ে নামায শেষ করে মোনাজাত করি।			সালাম ফিরাই

➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ২য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ৩য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ বেতের নামাযে এখানেও সূরা বা সূরার অংশ পড়ে, 'আল্লাহু আকবর' (তাকবীর) বলে পুনরায় হাত বেধে 'দোয়া-কুনুত' পড়ে রুকু, সেজদা, বৈঠক ইত্যাদি করে যথারীতি নামায শেষ করতে হয়।

ফরজ নামাযের কোন রাকায়াতে কি পড়ি ?

	নামাযের অবস্থান	১ম রাকায়াতে পড়ি	২য় রাকায়াতে পড়ি	৩য় রাকায়াতে পড়ি	৪র্থ রাকায়াতে পড়ি
১	নামাযের জন্য জায়নামাযের দাড়িয়ে পড়ি-**'জাযনামাযের দোয়া' ঃ**	ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু			
২	নামাযের যথাযথ নিয়ত করে তাববীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আক্‌বার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি- **'তা'আউয' ঃ**	সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ...			
৩	ও **'তা' আউযু' ঃ**	আউযুবিল্লাহি ...			
৪	প্রতি রাকায়াতে পড়ি **'তাস্‌মিয়াহ্‌' ঃ**	বিস্‌মিল্লাহির ...	বিস্‌মিল্লাহির ...	বিস্‌মিল্লাহির ...	বিস্‌মিল্লাহির ...
৫	ও **'সূরা-ফাতিহা' ঃ**	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা
৬	এ নামাযের প্রথম দু' রাকায়াতে পড়িঃ সূরাঃ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ		

৭	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে রুকুতে গিয়ে পড়ি- 'রুকুর তাসবীহ্‌'ঃ	সুব্‌হানা ....আযিম	সুব্‌হানা ...আযিম	সুব্‌হানা ..আযিম	সুব্‌হানা ...আযিম
৮	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে দাড়িয়ে পড়ি **'তাহ্‌মীদ' ঃ**	রাব্বানা...	রাব্বানা ...	রাব্বানা ...	রাব্বানা ...
৯	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে প্রথম সেজদায় গিয়ে পড়ি 'সেজদার তাসবীহ্‌' ঃ	সুব্‌হানা...আ'লা	সুব্‌হানা...আ'লা	সুব্‌হানা ...আ'লা	সুব্‌হানা... আ'লা
১০	আল্লাহু আক্‌বার বলে বসে পড়ি ঃ	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী...	আল্লাহুম্মাগ ফির্‌লী...	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী
১১	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে ২য়- 'সেজদার তাসবীহ্‌' ঃ	সুব্‌হানা ...আ'লা	সুব্‌হানা ...আ'লা	সুব্‌হানা ...আ'লা	সুব্‌হানা ...আ'লা
১২	২য় ও ৪র্থ রাকায়াতের সেজদাদ্বয়ের পরে বসে পড়ি- 'আত্ত্যাহিয়াতু' ঃ		আত্তাহিয়্যাতু ***		আত্তাহিয়্যাতু
১৩	শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি-'দরূদ'ঃ				দরূদ
১৪	ও 'দোয়া মাসুরাহ' ঃ				দোয়া মাসুরাহ
১৫	দোয়া মাসুরার পরে, ডানে বাঁয়ে 'সালাম' দিয়ে নামায শেষ করে মোনাজাত করি				সালাম ফিরাই

➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ২য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ৩য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ৪র্থ-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।

৪ রাকায়াত সুন্নত নামাযের কোন রাকায়াতে কি পড়তে হয়

	নামাযের অবস্থান	১ম রাকায়াতে পড়ি	২য় রাকায়াতে পড়ি	৩য় রাকায়াতে পড়ি	৪র্থ রাকায়াতে পড়ি
১	নামাযের জন্য যায়নামাযের দাঁড়িয়ে পড়ি-**'যায়নামাযের দোয়া' ঃ**	ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু			
২	নামাযের যথাযথ নিয়ত করে তাকবীর অর্থাৎ, 'আল্লাহু আক্‌বার' বলে হাত বেঁধে প্রথম রাকায়াতে পড়ি- **'সানা' ঃ এবং**	সুব্‌হানাকা আল্লাহুম্মা ...			

৩	ও 'তা' আউযু ঃ	আউযুবিল্লাহি ...			
৪	প্রতি রাকায়াতে পড়ি 'তাস্মিয়াহ্' ঃ এবং	বিস্মিল্লাহির ...	বিস্মিল্লাহির ...	বিস্মিল্লাহির ...	বিস্মিল্লা হির ...
৫	'সূরা-ফাতিহা' ঃ	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা	সূরা-ফাতিহা
৬	এ নামাযের সকল রাকায়াতে পড়িঃ সূরাঃ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ	সূরা বা সূরার অংশ
৭	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে রুকুতে গিয়ে পড়ি- 'রুকুর তাসবীহ্'ঃ	সুব্‌হানা ....আযিম	সুব্‌হানা ...আযিম	সুব্‌হানা ..আযিম	সুব্‌হানা ...আযিম
৮	'সামিয়াল্লাহুলিমান হামিদা' বলে দাঁড়িয়ে পড়ি 'তাহ্‌মীদ' ঃ	রাব্বানা...	রাব্বানা ...	রাব্বানা ...	রাব্বানা ...
৯	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে প্রথম সেজদায় গিয়ে পড়ি 'সেজদার তাসবীহ্' ঃ	সুব্‌হানা...আ'লা	সুব্‌হানা...আ'লা	সুব্‌হানা ...আ'লা	সুব্‌হানা... আ'লা
১০	আল্লাহু আক্‌বার বলে বসে পড়ি ঃ	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী...	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী...	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী	আল্লাহুম্মাগ্‌ ফির্‌লী
১১	'আল্লাহু আক্‌বার' বলে ২য়- 'সেজদার গিয়ে পড়ি তাসবীহ্' ঃ	সুব্‌হানা ...আ'লা *	সুব্‌হানা ...আ'লা	সুব্‌হানা ...আ'লা ***	সুব্‌হানা ...আ'লা
১২	২য় ও ৪র্থ রাকায়াতের সেজদাদ্বয়ের পরে বসে পড়ি- 'আত্তাহিয়্যাতু' ঃ		আত্তাহিয়্যাতু **		আত্তাহিয়্যাতু
১৩	শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে পড়ি-'দরূদ'ঃ ও				দরূদ
১৪	ও 'দোয়া মাসুরাহ' ঃ				দোয়া মাসুরাহ
১৫	দোয়া মাসুরার পরে, ডানে বাঁয়ে 'সালাম' দিয়ে নামায শেষ করে মোনাজাত করি				সালাম ফিরাই

➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ২য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ৩য়-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।
➢ এখান থেকে দাড়িয়ে ৪থ-রাকায়াত পড়তে শুরু করি।

নামাযের ফরযসমূহ

নামাযের মধ্যে ১৩টি ফরয। তন্মধ্যে নামাযের বাহিরে ৬টি ও ভিতরে ৭টি। বাহিরের ৬টিকে নামাযের শর্ত বা আহকাম বলে। অপর ৭টি ফরযকে সেফাতে নামায বা আরকান বলে। এই তের ফরযের যে কোন একটি বাদ পড়িলে নামায সহীহ হইবে না।

অযু, গোসল, তায়াম্মুমের ন্যায় নামাযেও ফরয, ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি কার্যাবলী রহিয়াছে। নামায শুদ্ধভাবে আদায় করিবার জন্য নামাযের প্রারম্ভে কতগুলি অবশ্য পালনীয় বা ফরয কাজ আছে। সেইগুলিকে আহকাম বা নামায শুদ্ধ হইবার শর্ত বলে।

নামাযের শর্ত বা আহকাম

নামাযের শর্ত বা আহকাম ছয়টি ঃ

(১) শরীর পাক হওয়া। অযু গোসলের প্রয়োজন হইলে অযু গোসল করা ; (২) জামাকাপড় পবিত্র হওয়া– পরিধেয় বস্ত্র পাক-সাফ হওয়া। যদি কেহ বিনা ওযরে অপবিত্র কাপড়ে নামায পড়ে তবে তাহার নামায বাতিল হইবে ; (৪) সতর ঢাকা॥ শরীরের যেসব অংশ ঢাকিয়া রাখার নির্দেশ শরীয়তে রহিয়াছে, নামায পড়ার সময় ঐ সকল অংশ ঢাকিতে হইবে ; (৫) কেবলা রোখ হওয়া– কেবলা বা কাবা শরীফের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতে হইবে ; (৬) নামাযের নিয়ত করা– আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে ওয়াক্তের নামায পড়িবে তাহার নিয়ত করিবে।

নামাযের আরকানসমূহ

নিম্নলিখিত কাজগুলি নামাযের ভিতরে ফরয বা অপরিহার্য কর্তব্য ; এই কারণে ইহাদিগকে নামাযের আরকান বা স্তম্ভ বলা হয়।

১। তাকবীরে তাহরীমা বলা— তাকবীরে তাহরীমা বা আল্লাহু আকবার বলিয়া নামায আরম্ভ করিতে হয়। আল্লাহু আকবার বলিতে পুরুষদের হাত কান এবং মেয়েলোকদের কাঁধ পর্যন্ত উঠাইতে হয়। অতঃপর পুরুষদের নাভির উপর এবং মেয়েলোকের সিনার উপর বাম হাত নীচে এবং ডান হাত উপরে রাখিয়া বাঁধিতে হয় ; ইহাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে। তাহরীমা বাঁধার পর নামাযের কাজ ব্যতীত যাবতীয় পার্থিব কাজ হারাম হইয়া গেল।

২। দাঁড়াইয়া নামায পড়া— ফরয নামায দাঁড়াইয়া পড়িতে অক্ষম হইলে বসিয়া এবং বসিয়া অক্ষম হইলে শুইয়া পড়াও চলিবে। তবে সঙ্গত কারণ ব্যতীত বসিয়া বা শুইয়া নামায পড়া চলিবে না।